পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1675, Saturday, April 04, 2026 FREE www.parichoy.com

‘জুলাই আদেশ’ কোনো আইন নয়, এটি সংবিধানের ওপর প্রতারণা: আইনমন্ত্রী

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- জাহাজ ভাড়ার ঊর্ধ্বগতিতে ঝুঁকির মুখে রপ্তানি, বাড়ছে মূল্যস্ফীতির শঙ্কা - ৫ম পাতায়
- ইরানে প্রবেশ করল মার্কিন বাহিনী, চলছে তুমুল লড়াই - ৫ম পাতায়
- ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ আরব দেশগুলোর কাছ থেকে আদায়ে আগ্রহী ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরান যুদ্ধ শেষে ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র বললেন মার্কো রুবিও- ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত দিয়েও ইরানে তীব্র হামলার হুমকি ট্রাম্পের-৭ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধানের পর অ্যার্টনি জেনারেল বরখাস্ত -৭ম পাতায়
- ড. ইউনূসকে মুখ খুলতে হবে, অর্জন ধরে রাখতে মাঠে নামতে হবে: নাহিদ ইসলাম -৮ম পাতায়
- বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে বাণিজ্যিক চাষ: বাংলাদেশে আবারও বাড়ছে দেশীয় মাছের সংখ্যা -৯ম পাতায়
- ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গেছে বাংলাদেশে -১০ম পাতায়
- মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থামাতে চীন-পাকিস্তানের ৫ দফা পরিকল্পনায় কী আছে -১২তম পাতায়

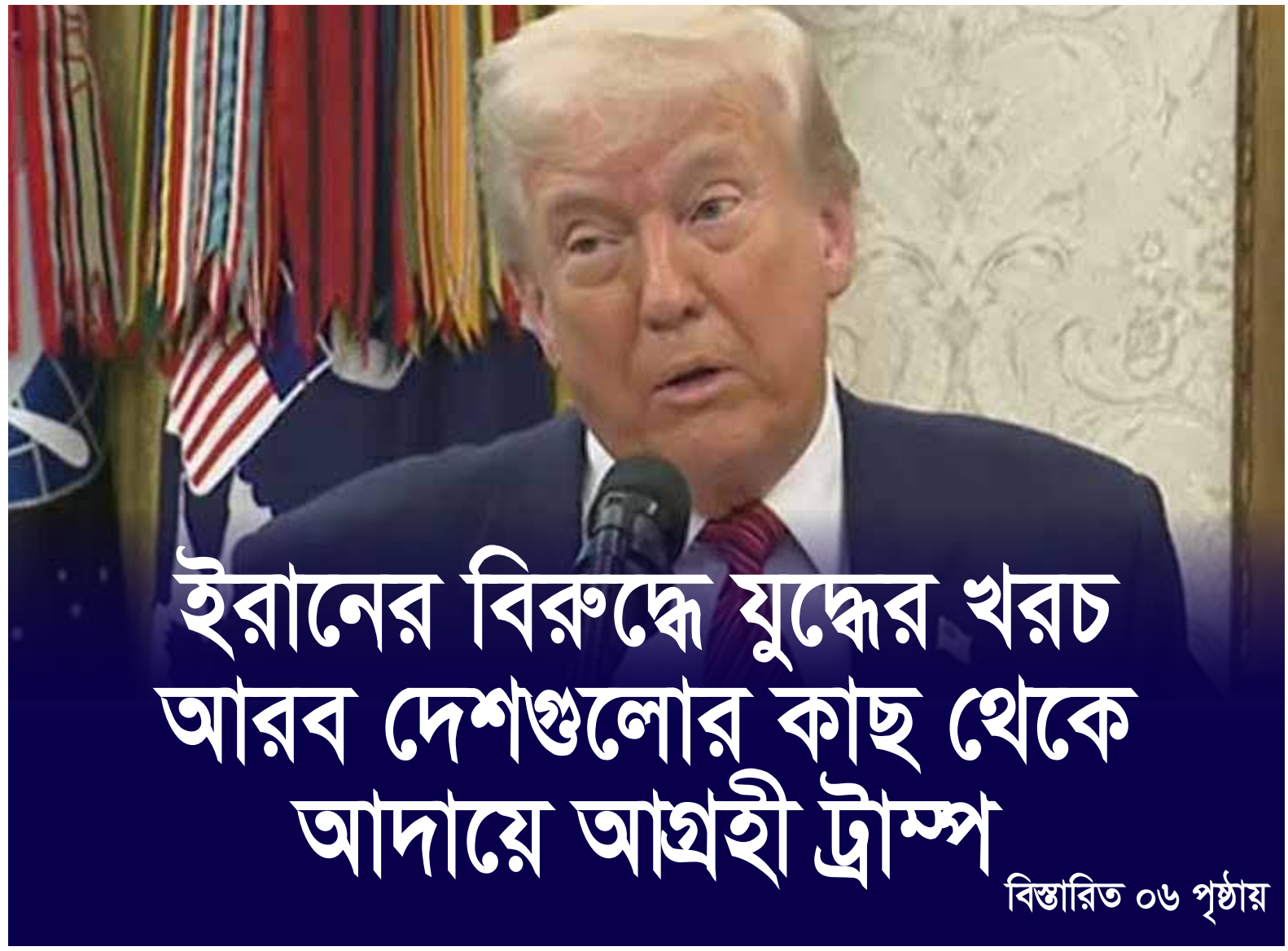

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ আরব দেশগুলোর কাছ থেকে আদায়ে আগ্রহী ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব অর্থনীতি

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৩ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Proprietary School Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● যুক্তরাষ্ট্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান শেষ করতে পারে। দুই সপ্তাহ, বড়জোর দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই' হতে পারে। -মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● ইরান এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক চায় না যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আরও বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে।- রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ

● আমি মনে করি, কোনো সন্দেহ নেই, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ন্যাটোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে হবে - পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়লে তেহরানে নয়, বরং জিসিসি (গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা) ভুক্ত দেশগুলোর রাজধানীতে জীবনের অবসান ঘটবে -ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

● সরকারপক্ষে সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা দেবে -প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● আপনারা বলছেন ৭২-এর সংবিধান মানেন না, অথচ এই সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন ওই সংবিধানের আলোকেই। জুলাই আদেশের ১২ ধারাতেই বলা আছে জুলাই সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। -আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

● বিএনপি গণভোটের প্রস্তাব দিলেও দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাতারাতি মত বদলেছে - বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

● বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জন ধরে রাখতে হলে সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সব উপদেষ্টাদের মাঠে নামতে হবে - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলে না দিলে ‘ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে’: ইরানকে আবারও হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরেও হামলা হচ্ছে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার আজ (৪ এপ্রিল) ৩৬তম দিন। হামলার প্রথম দিন গত ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অন্তত ৪০ জন শীর্ষ নেতা নিহত হন। এর জবাবে প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করেছে ইরান। দেশটি ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরেও হামলা হচ্ছে। এতে সংঘাত ধীরে ধীরে পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলে না দিলে ইরানকেও ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হবে বলে আবারও হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ইরানে প্রবেশ করল মার্কিন বাহিনী, চলছে তুমুল লড়াই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের চলমান ভয়াবহ সংঘাত এবার সম্পূর্ণ নতুন ও চরম বিপজ্জনক এক বাঁকে মোড় নিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এ পর্যন্ত মূলত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং পাল্টাপাল্টি বিমান হামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ৩৫তম দিন শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দক্ষিণ ইরানে মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার পর সংঘাতের বারুদ প্রথমবার সরাসরি শত্রু ভূখণ্ডের স্থলভাগে আছড়ে পড়েছে।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এক বিশেষ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানের নিখোঁজ পাইলটকে যেকোনো মূল্যে উদ্ধার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জাহাজ ভাড়ার ঊর্ধ্বগতিতে ঝুঁকির মুখে রপ্তানি, বাড়ছে মূল্যস্ফীতির শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলে ঝুঁকি বাড়া এবং পরিবহন সক্ষমতা সংকুচিত হওয়ায় জাহাজ ভাড়া দ্রুত বাড়ছে। সম্ভাব্য হামলা এড়াতে অনেক জাহাজ নিরাপদ জলসীমায় অপেক্ষা করছে, আবার কিছু জাহাজ দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছে। একই সঙ্গে তেলের সরবরাহ সংকুচিত হওয়ায় বাংকার ফুয়েলের (জাহাজের জ্বালানি) দাম বেড়েছে এবং বীমা প্রিমিয়ামও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের অভিঘাত এখন বাংলাদেশেও অনুভূত হচ্ছে।

দেশে পরিচালনাকারী শিপিং লাইনগুলো কনটেইনার ডিটেনশন চার্জ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং জরুরি জ্বালানি সারচার্জ (ইএফএস) আরোপ করেছে। এতে বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্ন ও চাহিদা হ্রাসে আগে থেকেই চাপে থাকা ব্যবসায়ীদের ওপর নতুন বোঝা চেপে বসেছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর সম্মিলিত প্রভাব লজিস্টিক ব্যয় প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারেড়্যা আমদানি ব্যয় বাড়াবে, রপ্তানিকারকদের মুনাফা কমাবে এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি বাড়াবে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সহসভাপতি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ বলছেন, মার্কিন সেনারা ‘যিশুর জন্য লড়ছেন’; পোপ বলছেন, না

পরিচয় ডেস্ক: ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার সকালে এক ধর্মীয় উপদেশে পোপ বলেন, খ্রিষ্টীয় মিশন অনেক সময় ‘আধিপত্য বিস্তারের লালসার মাধ্যমে বিকৃত’ হয়েছে, যা যিশু খ্রিষ্টের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারাও যিশু খ্রিষ্টের নামে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক বিজয়ের জন্যও প্রতিদিন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রথম মার্কিন বংশোদ্ভূত পোপ লিও চতুর্দশ যিশুর নামে কী করা উচিত সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ইস্টারের আগের বৃহস্পতিবার সকালে এক ধর্মীয় উপদেশে পোপ বলেন, খ্রিষ্টীয় মিশন অনেক সময়ও আধিপত্য বিস্তারের লালসার মাধ্যমে বিকৃত হয়েছে, যা যিশু খ্রিষ্টের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বোমাবর্ষণ শুরু করার পর থেকেই পোপ ধারাবাহিকভাবে এই সহিংসতা বন্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। হেগসেথের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে তিনি বলেন, খ্রিস্টধর্মকে এমন সব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে যা ক্যাথলিক শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ইরানে যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের কথা স্বীকার যুক্তরাষ্ট্রের; ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট চাইলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার আজ (৩ এপ্রিল) ৩৫তম দিন। হামলার প্রথম দিন গত ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অন্তত ৪০ জন শীর্ষ নেতা নিহত হন। এর জবাবে প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করেছে ইরান। দেশটি ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরেও হামলা হচ্ছে। এতে সংঘাত ধীরে ধীরে পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

ইরানে ভূপাতিত যুদ্ধবিমানের ১ ক্রুকে উদ্ধারের দাবি মার্কিন বাহিনীর *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ আরব দেশগুলোর কাছ থেকে আদায়ে আগ্রহী ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধের ব্যয় আরব দেশগুলোর কাছ থেকে আদায় করতে আগ্রহী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার (৩০ মার্চ) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরব দেশগুলোকে যুদ্ধের খরচ বহনের আহ্বান জানাতে পারেন।

লেভিট বলেন, এটি এমন একটি বিষয়, যা প্রেসিডেন্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আরও কিছু শোনা যেতে পারে।

১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কুয়েতকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটকে সহায়তা করতে জার্মানি, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ প্রায় ৫৪ বিলিয়ন ডলার অর্থ জোগাড় করেছিল। সেই নজিরের ভিত্তিতেই এবারও অনুরূপ সহায়তা চাওয়া হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মিত্রদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত না করেই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে।

মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর প্রথম ছয় দিনেই ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার। পরে এই অঙ্ক বেড়ে ১৬.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। বর্তমানে এক মাস পার হওয়ায় ব্যয় আরও অনেক বেশি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে অতিরিক্ত ২০০ বিলিয়ন ডলার সামরিক বাজেট অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়েছে, যা যুদ্ধ পরিচালনা ও অস্ত্র মজুত পুনর্গঠনে ব্যবহার করা হবে।

এদিকে, ট্রাম্পঘনিষ্ঠ বিশ্লেষক শন হ্যানিটি প্রস্তাব দিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে ইরানকে তেলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা উচিত।

তবে ইরান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, বরং যুক্তরাষ্ট্রকেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এতে সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি বেসামরিক অবকাঠামো হোটেল, বিমানবন্দর ও জ্বালানি স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: চার বছরে সর্বোচ্চ গ্যাসের দাম যুক্তরাষ্ট্রে

পরিচয় ডেস্ক মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে গেছে গ্যাসের দাম। দেশটিতে আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) প্রতি গ্যালন গ্যাসের দাম ৪ ডলার ছাড়িয়েছে। যা ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই গ্যাসের দাম বেড়েছে। এরমধ্যে শুধুমাত্র গত এক মাসে প্রতি গ্যালন গ্যাসের দাম ১ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুই মেয়াদের প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্বোচ্চ। গত মাসেও দেশটিতে এক গ্যালন গ্যাস ছিল ২ দশমিক ৯৮ ডলার। এতে দেখা যাচ্ছে, *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ শেষে ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র বললেন মার্কো রুবিও

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন ন্যাটোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) তিনি এমন মন্তব্য করেন।

সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে রুবিও বলেন, "আমি মনে করি, কোনো সন্দেহ নেই, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ন্যাটোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ন্যাটোর সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্কের যে দাম আছে, সেটি আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত মাসে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথ হামলার পর মার্কিনিরা ন্যাটোভুক্ত দেশকে এই সংঘাতে যুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ন্যাটো এতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এতে করে সংস্থাটির ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প।

এদিকে ১৯৪৯ সালে উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট বা ন্যাটো গঠিত হয়। বর্তমানে এই জোটের সদস্য ৩২টি। সামরিক এ জোটের মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ন্যাটোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো এর চার্টারের 'আর্টিকেল ৫'। এই আর্টিকেল অনুযায়ী, ন্যাটোর কোনো সদস্য দেশের ওপর সশস্ত্র হামলা হলে তা জোটভুক্ত সকল দেশের ওপর হামলা হিসেবে গণ্য করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে আক্রান্ত দেশটিকে রক্ষায় অন্য সব সদস্য রাষ্ট্র *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ইরান যুদ্ধ শেষ হতে পারে, বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান শেষ করতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে এমনটি জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা খুব শিগগির সেখান থেকে চলে আসব।' তিনি আরও যোগ করেন, এই প্রস্থান 'দুই সপ্তাহ, বড়জোর দুই *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

'ইরানে সরকার পরিবর্তনের নেপথ্যে তেলের নিয়ন্ত্রণই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য'

পরিচয় ডেস্ক: তেল ও গ্যাস সম্পদের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করাই ইরান ও ভেনিজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়া। মঙ্গলবার রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ওই মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ইরান ও ভেনিজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের মার্কিন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য তেলের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ লাভ। তিনি আমেরিকার এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন।

ল্যাভরভ বলেন, ইরান এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক চায় না যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আরও বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

রাশিয়ার এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ইরানে চলমান সরকার পরিবর্তন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো তেল ও গ্যাস সম্পদের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ অর্জন। তবে ইরানে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের চলমান হামলায় মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এর আগে, গত রোববার ইরানের তেলসম্পদ এবং 'অর্থনীতির মেরুদণ্ড' নামে পরিচিত খার্গ দ্বীপের দখল নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করছে বলে মন্তব্য করেছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সত্যি বলতে কি, আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ হলো ইরান থেকে তেল নেওয়া। কিন্তু (যদি আমি তা শুরু করি তাহলে) যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নির্বোধ লোক বলবে, 'আপনি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত দিয়েও ইরানে তীব্র হামলার হুমকি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর আকস্মিক হামলা চালানোর এক মাস পর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে বুধবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ক্রমেই অজনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই সংঘাতকে সমর্থন করলেও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা 'প্রায় শেষের দিকে'। তবে একই সঙ্গে তিনি ইরানের ওপর 'অত্যন্ত কঠোর আঘাত' হানার কথাও জানান। হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তার বেশির ভাগ সামরিক লক্ষ্য খুব শিগগিরই পূরণ করতে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমরা খুব শিগগিরই আমাদের সব সামরিক লক্ষ্য শেষ করার পথে রয়েছি। তবে আমরা তাদের (ইরান) ওপর খুব কঠিন আঘাত হানব। ট্রাম্প আরো জানান, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

ভাষণে ট্রাম্প ২৮ ফেব্রুয়ারির বোমা হামলার উদ্দেশ্য নিয়েও ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, এই হামলা তার বহু বছরের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিরই অংশ। তার মূল লক্ষ্য হলো ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া। ট্রাম্প বলেন, '২০১৫ সালে যেদিন আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করি, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছি, ইরানকে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দেব না। তারা বহু বছর ধরে এর খুব কাছাকাছি ছিল। সবাই বলে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত নয়। কিন্তু সময় এলে যদি পদক্ষেপ নিতে না চান, তাহলে সেসব কথা শুধু কথাই থেকে যায়।' মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস আগে এমন এক সংঘাতের পরিণতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে হোয়াইট হাউস। এই সংঘাতের কারণে, গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। ট্রাম্প ও অর্থনীতি ঘিরে অনেক আমেরিকানের মনে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন নিজেদের পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই গাইছে এবং সরাসরি আমেরিকান জনগণের সমর্থন চাইছে।

যদিও তিনি বলেছেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনা 'চলমান'। ট্রাম্প পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে তেহরানে পাঠানো তার ১৫টি দাবির তালিকার কথা উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া, বুধবারের শুরুতে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের কথাও তিনি বলেননি। অন্যদিকে ইরান সরকার এ ধরনের কোনো প্রস্তাব দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ভাষণের পরেই তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণের পরেই এশিয়ায় তেলের দাম বেড়ে গেছে। সকালের লেনদেনে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি শেয়ারের দরপতনও ঘটে। বিবিসির প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে।

এই ভাষণে যুদ্ধ শেষ হবে কি না এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে নৌপরিবহন স্বাভাবিক হবে কি না, সে বিষয়ে কোনো আশ্বাস বা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি।

ফলে, ট্রাম্প বিশ্ব বাজারকে শান্ত বা আশ্বস্ত করতে পারেননি। ট্রাম্পের ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বব্যাপী ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১০৬ ডলারে পৌঁছে যায়। এশিয়ার শেয়ার বাজারও নিম্নমুখী হতে শুরু করে।

যদিও ট্রাম্প তার বক্তব্যে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার কথা জানিয়েছেন।

এই যুদ্ধ ঠিক কিভাবে শেষ করবেন, ওই সম্পর্কে তিনি বিনিয়োগকারীদের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি।

চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানকে বোমা মেরে 'প্রস্তর যুগে' ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি বাজারকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। এমনকি এই মাসে সংঘাত শেষ হয়ে গেলেও, হরমুজ প্রণালি দিয়ে স্বাভাবিক নৌচলাচল পুনরায় শুরু হতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তার বেশির ভাগ সামরিক লক্ষ্য খুব শিগগিরই *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

'ইরানের ইউরেনিয়াম নিয়ে মাথাব্যথা নেই'

যুদ্ধের মূল কারণ নিয়ে ট্রাম্পের নাটকীয় অবস্থান বদল

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার পর্যন্তও ট্রাম্প দাবি করে আসছিলেন, এই সংঘাতের প্রধান লক্ষ্য হলো ইরানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং দেশটির পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করা। ইরান যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ নিয়ে নাটকীয়ভাবে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত নিয়ে তিনি এখন আর ওপরোয়া করেন না। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথ সামরিক অভিযান শুরু করে। হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার পর্যন্তও ট্রাম্প দাবি করে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইরানে বড় ধাক্কা খেল যুক্তরাষ্ট্র, আকাশে আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সর্বশেষ প্রতিবেদন ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চিতভাবে ধ্বংস বা ভূপাতিত এয়ারক্রাফটের সংখ্যা অন্তত ১৬এর বেশি, আর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধানের পর অ্যাটর্নি জেনারেল বরখাস্ত

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যুদ্ধের মাঝেই পেন্টাগনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। একের পর এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের বরখাস্তের খবর আসছে। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির কাজ নিয়ে তিনি হতাশ ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রয়াত কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন সংক্রান্ত তদন্তের ধীর গতি এবং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রধান আইন কর্মকর্তার অপসারণের খবর চাউর হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প জানান, বন্ডিকে এখন বেসরকারি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন চাকরি দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'পাম বন্ডি একজন মহান মার্কিন দেশপ্রেমিক এবং একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি গত এক বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে আমার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পদ হারানোর পর পাম বন্ডি এক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আরো নিরাপদ করার লক্ষ্যে কাজ করতে পারা তার জন্য জীবনের বড় সম্মানের বিষয় ছিল। দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আগামী এক মাসের মধ্যে শেষ করবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে তার মেয়াদে মার্কিন বিচার বিভাগের প্রথাগত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক। বন্ডির জায়গায় ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কাজ করবেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ।তিনি এর আগে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী ছিলেন।

আরেকটু সময় পেলেই হরমুজ চালু করে তেল নিতে পারব: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আরও কিছু সময় পেলে যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালি 'খুলে দিতে' পারবে এবং সেখান থেকে তেলও নিতে সক্ষম হবে।

আজ শুক্রবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কিসের দেশ, নিজেরটা আগে

পরিচয় ডেস্ক: প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আন্দোলনের নেতাদের ডাকে সাড়া দেন 'মুরব্বি' প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। 'দেশ উদ্ধারের স্বার্থে'র কথা বলে অন্তর্বর্তী সরকারের হাল ধরেন তিনি। সে সময় তাঁকে ঘিরে আশার বীজ বুনেছিল জাতি। অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর 'জাদুর ছোঁয়ায়' বিশ্বের দুয়ারে আরো উজ্জ্বল হবে বাংলাদেশের মুখ, বাড়বে মানুষের মর্যাদা, খুলে যাবে দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ সম্ভাবনার দুয়ার।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছরে জনগণের স্বপ্ন কতটা পূরণ করতে পেরেছেন নোবেলজয়ী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই অনুসন্ধানে নামে কালের কণ্ঠ। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, দেশের বারোটা বাজলেও কিভাবে নিজের স্বার্থ ষোলোআনা হাসিল করেছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী।

ষোলোআনার অন্যতম হলো গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। সদ্য বিদায়ি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেড় বছরের মেয়াদে দেশে এই একটিমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টি গ্রামীণ ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ। আর এই গ্রামীণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আগে থেকে ২২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন বছর বছর ধরে ঝুলে থাকলেও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করার ৩ মাসের মধ্যেই পেয়ে যায় অনুমোদন। এই রকেট গতি এখন আর কারো কাছে বিস্ময় নয়; কারণ, ওই সময়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আরো অনেক সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন ড. ইউনূস। বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংককে ৫ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি দেন, যাতে সরকার অন্তত এক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব থেকে

বঞ্চিত হবে। গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টের এক হাজার ৪৩ কোটি টাকা ফাঁকির পাশাপাশি ৬৬৬ কোটি টাকা কর মওকুফের মতো ব্যাপক সুবিধাও নিয়েছেন তিনি।

শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতার চেয়ারে বসে গুণে গুণে সাতটি মামলা থেকে মুক্তি দিয়েছেন নিজেকে, যার মধ্যে আলোচিত দুর্নীতি মামলাও রয়েছে। এর পাশাপাশি অস্বাভাবিক দ্রুততায় বাগিয়ে নিয়েছেন রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স।

সমাধান করে ফেলেছেন 'সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড' নামক ই-ওয়ালেটের লাইসেন্স না পাওয়ার জটিলতারও। এর সবই ঘটে তার ক্ষমতা গ্রহণের পর।

জানা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো ড. ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত। আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের আগে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সরে দাঁড়ালেও দায়িত্ব ছাড়ার পর আবার সেসব প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। ফলে ক্ষমতার আলোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সুবিধাগুলো নেওয়ার মধ্য দিয়ে কার্যত তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলেই মত দিয়েছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, তাদের সঙ্গে যাতে জনগণ, দেশের স্বার্থের সংঘাত না ঘটে সে জন্য শপথ নিতে হয়। শুধু সরকার না, সরকারি অনেক পদে বসার শর্তই থাকে যে, কোনো লাভজনক পদে থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে।

মনজিল মোরসেদ আরো বলেন, 'ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে ছিলেন। সেখানে বসে তিনি তাঁর স্বার্থে যেসব কর্মকাণ্ড করেছেন, সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিকভাবে বেশ সমালোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। উনি ব্যক্তিগত স্বার্থে এই পদকে (প্রধান উপদেষ্টা) ব্যবহার করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টে তিনি দায়ী হয়ে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসকে মুখ খুলতে হবে, অর্জন ধরে রাখতে মাঠে নামতে হবে: নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জন ধরে রাখতে হলে সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সব উপদেষ্টাদের মাঠে নামতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে আজ শনিবার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে নেমে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

সংসদের বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ বলেন,ওবাংলাদেশে যা কিছু হচ্ছে সংস্কারকে কেন্দ্র করে এটা অপ্রত্যাশিত না। এই রাজনীতি ৫ আগস্টের পর থেকে, ঐকমত্য কমিশন থেকেই শুরু হয়েছে। ৫ আগস্টের পর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম নতুন সংবিধান, বিএনপি বলেছিল তারা নির্বাচন চায়। তারা পুরোনো সবকিছুকে রেখেই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চায় আমরা বলেছিলাম দেশের আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

ওএখন দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের পর বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার পর আর কিছুকে তোয়াক্কা করছে না। তারা গণভোটের গণরায় বাতিল করে দিয়েছে। এখন শুনতে পাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের ১০-১১টি তারা সংসদে আনছেন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে আমিরাতের প্রতি বাংলাদেশের সংহতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বুধবার এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সাক্ষাতে উপদেষ্টা সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে লেখা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের একটি ব্যক্তিগত চিঠি হস্তান্তর করেন।

এই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী চলমান সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে বাণিজ্যিক চাষ: বাংলাদেশে আবারও বাড়ছে দেশীয় মাছের সংখ্যা

পরিচয় ডেস্ক: গত দুই দশকে প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রায় ৪১টি বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৯টি প্রজাতি এখন বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে।

গবেষকদের মতে, চায়না জাল, কারেন্ট জালের মতো সূক্ষ্ম জালের নির্বিচার ব্যবহার, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির বিস্তার, দূষণ এবং কৃষিজমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে দেশীয় মাছের সংখ্যা দ্রুত কমে গেছে।

তবে গত দুই দশকে প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রায় ৪১টি বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৯টি প্রজাতি এখন বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছেড়্যা স্থানীয় বাজারকে বদলে দিচ্ছে এবং একসময় দুর্লভ মাছগুলোকে আবার সাধারণ ভোক্তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে।

২০০০ সালের শুরুর দিকে পাবদা ও গুলশাসহ কিছু মাছের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি গণভোটের প্রস্তাব দিলেও দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাতারাতি মত বদলেছে: শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি গণভোটের প্রস্তাব দিলেও দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাতারাতি মত বদলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন,ওগণভোটের প্রস্তাব বিএনপি দিলেও, দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাতারাতি মত বদলিয়েছে। এতে বিএনপি তাদের দায়িত্ব পালন করেনি বলে সংকট তৈরি হয়েছে। তারা জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা লঙ্ঘন করেছে।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) বিকেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা জেলা আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন,ওসংবিধান অনুযায়ী জনগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতার উৎস হলেও, বাস্তবে তাদের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

‘জুলাই আদেশ’ কোনো আইন নয়, এটি সংবিধানের ওপর প্রতারণা: আইনমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: তথাকথিত ‘জুলাই আদেশ’-কে আইনি ভিত্তিহীন ও ‘কালারেবল লেজিসলেশন’ অভিহিত করে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেছেন, এটি মূলত সংবিধানের ওপর একটি প্রতারণা (ফ্রড অন দ্যা কন্সটিটিউশন)। তিনি স্পষ্ট করেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানই আমাদের ভিত্তি এবং এই সার্বভৌম সংসদকে কোনো অবৈধ আদেশ দিয়ে বাধ্য করা যাবে না। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) জাতীয় সংসদে জুলাই সনদ ও সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিরোধী দলের মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী বলেন, আপনারা বলছেন ৭২-এর সংবিধান মানেন না, অথচ এই সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন ওই সংবিধানের আলোকেই। জুলাই আদেশের ১২ ধারাতেই বলা আছে জুলাই সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। তার মানে ৭২-এর সংবিধানই আমাদের বেসিস। এই সংবিধানকে সামনে রেখেই আমরা যাবতীয় সংশোধনী আনতে পারব।

তিনি আরও বলেন, আমরা যারা বিএনপি করি, আমরা জুলাই বিপ্লবীদের মতো আবেগি এবং জন-আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করি। জুলাই সনদের ২২ অনুচ্ছেদে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থীর কথা বলা আছে। বিএনপি তা পালন করেছে, কিন্তু আপনারা জুলাই সনদের কথা মুখে বললেও নির্বাচনে একজন নারী প্রার্থীকেও মনোনয়ন দেননি। এমনকি সনদের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনাদের ডেপুটি স্পিকার পদের অফার দেওয়া হলেও আপনারা তা গ্রহণ করেননি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণ করে আসাদুজ্জামান বলেন, সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন জিয়াউর রহমান। ৯১ সালে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র এনেছিলেন বলেই আজকে আপনারা এই সংসদে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা যেমন আসাদ-বাচ্চুর কাছে ঋণী, তেমনি আবু সাঈদ-মুগ্ধ-ওয়াসিম ও ৩ হাজার পঙ্গু জুলাই যোদ্ধাদের কাছেও ঋণী।

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

সংবিধান মানলে খালেদা জিয়া সেদিন জেল থেকে বের হতে পারতেন না

সংসদে হাসনাত আবদুল্লাহ

পরিচয় ডেস্ক: সংবিধানকে বাইবেল বা গসপেল ধরে নিলে বেগম খালেদা জিয়া জেল থেকে বের হতে পারতেন না বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা -৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিকেলে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের উপর জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধি ৬২ উপর আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেছেন, ৬ আগস্ট সর্বপ্রথম ছাত্রজনতা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর এক মুহূর্তও বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে থাকতে দেবে না। বেগম জিয়াকে রাষ্ট্রপতির আদেশের মধ্য দিয়ে বের করে আনা হয়েছিল। যদি এই সংবিধানকে বাইবেল ধরে নেন, এই সংবিধানকে যদি গসপেল ধরে নেন, তাহলে সেদিন বেগম জিয়া জেল থেকে বের হতে পারেন না।

তিনি বলেন, কিছুক্ষণ আগে আমাদের সর্বশ্রদ্ধেয় সাংসদ আন্দালিক রহমান পার্থ যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন উনি যখন বললেন যে, সংবিধান যারা ছুড়ে ফেলতে চায় তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধীর সাথে উনি এলাইন করলেন, টেগ করলেন। তখন ট্রেজারি বেঞ্চের মন্ত্রী যারা ছিলেন তারা সেটাকে টেবিলচাপ দিয়ে সেটাকে সমর্থন দিলেন।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রের জন্য যিনি আপসহীন লড়াই করে গিয়েছেন বেগম জিয়া। উনি বলেছিলেন যেদিন জনতার সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন এই পার্লামেন্ট জনতার সরকারের কাছে যাবে এদিন এই সংবিধানকে ছুড়ে ফেলা হবে। ব্যাঞ্চের যারা ছিলেন তারা দীর্ঘদিন বেগম জিয়ার সাথে রাজনীতি করেছেন। এই সংবিধান ছুড়ে ফেলার সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

দেশের প্রথম ‘বেসরকারি খাত উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন করলেন প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো ‘বেসরকারি খাত উপদেষ্টা পরিষদ’ (প্রাইভেট সেক্টর অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল) গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ এবং সংস্কারের অগ্রাধিকার নিয়ে সরাসরি সরকারের সর্বোচ্চ

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

মার্চে রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ গেল ১৮ জনের, আহত ৯১২: এইচআরএসএস

পরিচয় ডেস্ক: এইচআরএসএস-এর প্রতিবেদনে সহিংসতার বিস্তারিত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মার্চ মাসে সহিংসতার ১১৩টি ঘটনার মধ্যে বিএনপির অন্তর্কোন্দলে ৪৫টি ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫০১ জন ও নিহত ৯ জন। ১৬টি বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১০৯ জন ও নিহত ৫ জন।

চলতি বছরের মার্চ মাসে সারাদেশে রাজনৈতিক ও নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় দলীয় কোন্দল ও অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে ১৮ জন নিহত এবং ৯১২ জনের অধিক বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন।

শনিবার (৪ এপ্রিল) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস-এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে ১১৩টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৮ জন এবং আহত হয়েছেন ৯১২ জন। দেখা গেছে, মার্চ মাসে রাজনৈতিক

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্ব পরিবেশমন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: শনিবার (৪ এপ্রিল) রাজধানীর প্ল্যাটিনাম গ্র্যান্ডে আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। নেপালি শিল্পপতি ও লেখক ড. বিনোদ চৌধুরীর ‘মেড ইন নেপাল’ বইটির মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল আউয়াল

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে ইরান ও ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের উত্তাপ। জ্বালানি তেল, সার, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্য, শিশুখাদ্য আমদানি এমনকি সোনার বাজারেও পড়েছে যুদ্ধের প্রভাব। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এ যুদ্ধের কারণে পাল্টে গেছে বিশ্ববাণিজ্যের চিত্র। হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধে জাহাজ চলাচল করতে না পারায় প্রভাব পড়ছে জ্বালানি খাতে।

কাতার, সৌদি আরব, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশের তেল ও গ্যাস কূপগুলো ইরানের হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিঘ্ন হচ্ছে জ্বালানি ও খাদ্য সরবরাহ। এক মাসের ব্যবধানে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। জ্বালানির দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। সংকট এড়াতে কোনো কোনো দেশ সরকারি ছুটি ঘোষণা করছে। দ্বিগুণ দামে এলএনজি আমদানি করছে বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'এ যুদ্ধ সব হিসাবনিকাশ পাল্টে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যা ভেবেছিল তা হয়নি। ইরান হয়তো কিছুতেই পিছু হটবে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। মনে হয় এ যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হবে। বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।' বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কোভিড-১৯ মহামারির পর বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এতটা কঠিন সময় আর আসেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যপণ্যের বাজারে প্রভাব পড়লেও সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলছে, বিশ্ব অর্থনীতি অনিশ্চয়তার পথে চলে গেছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা বলেছে, খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আগামী মৌসুমে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন

খরচ বাড়বে। কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্যসংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে সাপ্লাই চেইনকে নতুন করে অস্থির করেছে। সরবরাহ বিঘ্ন, শিপিং ব্যয় বৃদ্ধি এবং কাঁচামালের ঘাটতির কারণে প্রায় সব খাতেই মূল্যস্ফীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববাজার-ব্যবস্থার সূচক ঘেঁটে দেখা গেছে, এক মাসের ব্যবধানে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ১২ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এলএনজির দাম স্পট মার্কেটে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত লাফ দিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষ্ণসাগর করিডরে সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্যপণ্যের দাম দ্রুত বেড়েছে। এর সঙ্গে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব যুক্ত হয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে গমের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ১৮ থেকে ২২ শতাংশ বেড়েছে। সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেল ২০-২৫, চিনির দাম ১৫-১৮ এবং ভুট্টা ও পশুখাদ্যের দাম ১২-১৭ শতাংশ বেড়েছে। এর প্রভাব পোলট্রি ও গবাদি পশুর মাংসে পড়ছে। সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের খরচ কোথাও কোথাও ৪ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। নিরাপত্তার কারণে বিভিন্ন রুটে জাহাজ চলাচল কমেছে ৬০ শতাংশ। অধিকাংশ জাহাজ দীর্ঘ পথে কেপ অব গুড হোপ দিয়ে ঘুরে গন্তব্যে যাচ্ছে। বেড়েছে কনটেইনার ভাড়াও। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমার প্রিমিয়াম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত।

সূত্র জানান, শুধু শিপিং ব্যয় বাড়ার কারণে সব আমদানি পণ্যের দাম বেড়েছে। শিল্পকারখানার কাঁচামাল, ধাতু, রাসায়নিক, সার, কপার, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, চিপ ও ইলেকট্রনিকস শিল্পে ব্যবহৃত ধাতুর *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গেছে বাংলাদেশে

পরিচয় ডেস্ক: নতুন এক রেকর্ডের দেখা মিলেছে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে। সদ্যবিদায়ী মার্চের পুরো সময়ে ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা পৌনে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

স্বাধীনতার পর এটিই দেশের ইতিহাসে একক কোনো মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ।

বুধবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে এ তথ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, মার্চের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৫ হাজার ডলার। আগের ফেব্রুয়ারি মাসের চেয়ে প্রায় ৭৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার বেশি এসেছে এবার। আর গত বছরের একই সময়ের চেয়ে (মার্চ ২০২৫) এই রেমিট্যান্স ৪৬ কোটি ডলার বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে এর আগে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল গত বছরের মার্চ মাসে। সে সময় প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন মোট ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার (৩.২৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল গত ডিসেম্বরে। ওই মাসে দেশে আসে ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ডলার (প্রায় ৩.২৩ বিলিয়ন) রেমিট্যান্স। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে গত জানুয়ারিতে, যার পরিমাণ ছিল ৩১৭ কোটি বা ৩.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কমছে রপ্তানি, বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতির চাপ

পরিচয় ডেস্ক: রপ্তানি আয় কমার বিপরীতে আমদানির ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দেশের পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতির চাপ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি, জ্বালানি ও কাঁচামাল আমদানিতে অতিরিক্ত ব্যয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ার ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশেষ করে গত রমজানকে ঘিরে ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল ও খেজুরসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি বেড়েছিল, যার কারণে আমদানি ব্যয় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ: বাংলাদেশের জিডিপি ৩ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নীতিগত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ইরানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রইসরায়েলের যুদ্ধের প্রভাবে আগামী দুই বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) তিন শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভরতা, উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে আসা প্রবাসী আয় এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরতার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাস্তব মজুরি চাপের মুখে পড়তে পারে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

১০ বছরে বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে পাচার ৬৮ বিলিয়ন ডলার: প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-এর তথ্যমতে, বাণিজ্য মূল্যের এই বিশাল ব্যবধানের দিক থেকে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক বিনিয়োগকাঠামোতে যুক্ত হচ্ছে ঢাকা

ডব্লিউটিওর আইএফডি চুক্তিতে যোগদানের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক বিনিয়োগ কাঠামোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে 'ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন ফর ডেভেলপমেন্ট আইএফডি) চুক্তিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা। ক্যামেরুনের রাজধানী ইউয়ান্দিমে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের তৃতীয় দিনে বাংলাদেশের এ সিদ্ধান্তের ফলে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইরানের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদন কারখানায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা

যুদ্ধ বন্ধে পুতিন ও সালমানের ফোনালাপ

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার আজ (২ এপ্রিল) ৩৪তম দিন। হামলার প্রথম দিন গত ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অন্তত ৪০ জন শীর্ষ নেতা নিহত হন। এর জবাবে প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করেছে ইরান। দেশটি ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরেও হামলা হচ্ছে। এতে সংঘাত ধীরে ধীরে পুরো মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

জর্ডানের আল-আজরাক বিমান ঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই ঘাঁটিতে থাকা মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলোই ছিল তাদের এই হামলার মূল লক্ষ্যবস্তু।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে পুতিন ও সালমানের ফোনালাপ

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট

ভ্লাদিমির পুতিন এবং সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। এক ফোনালাপে দুই নেতা এই আহ্বান জানান। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উভয় পক্ষই দ্রুত শত্রুতা বন্ধ এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই ফোনালাপটি এমন এক সময়ে হলো যখন ইরান নির্মিত ড্রোনের হামলা মোকাবিলায় ইউক্রেনের সঙ্গে একটি বিমান প্রতিরক্ষা (এয়ার ডিফেন্স) চুক্তি সই করেছে সৌদি আরব। উল্লেখ্য, ২০২২ সাল থেকে ইউক্রেন রাশিয়ার আক্রমণ মোকাবিলা করছে এবং রাশিয়া ইউক্রেনে হামলায় যেসব ইরানি শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করছে, সৌদি আরবও একই ধরনের ড্রোনের হুমকির মুখে রয়েছে। ইউক্রেন তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সৌদি আরবকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। কিয়েভের প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমানে ড্রোন ভূপাতিত করতে সৌদি আরব যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে, তার বদলে ইউক্রেন তাদের তৈরি সাশ্রয়ী মূল্যের ড্রোন ইন্টারসেপ্টর

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থামাতে চীন-পাকিস্তানের ৫ দফা পরিকল্পনায় কী আছে

পরিচয় ডেস্ক: চীনের বেইজিংয়ে স্টেট গেস্টহাউসে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার। ৩১ মার্চ ২০২৬। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের অবসান ও দ্রুত শান্তি আলোচনা শুরুর লক্ষ্যে পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে চীন ও পাকিস্তান। মঙ্গলবার বেইজিংয়ে বৈঠকের পর দুই দেশ তা যৌথভাবে

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

সামরিক শক্তি খাটিয়ে হরমুজ খোলার উদ্যোগ নিয়েছিল আরব দেশগুলো; ঠেকিয়ে দিয়েছে রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স জানিয়েছে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের অনুমোদনের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান থেকেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করতে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে নেওয়া একটি বিস্তৃত আরব উদ্যোগ রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের ভেটোয় আটকে গেছে বলে জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

একজন কূটনীতিক ও জাতিসংঘের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক নৌচলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অনুমোদন চেয়ে

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

উপসাগরীয় দেশগুলোতে ‘জীবনের অবসান ঘটাবে’ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: তিনি লিখেছেন, ‘ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে হওয়া সংঘাতের বিষয়ে পশ্চিমাদের সেই ক্ষোভের কথা মনে আছে? অথচ ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আমাদের বুশেহর কেন্দ্রে চারবার বোমা হামলা চালিয়েছে।’

ইরানের বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় হওয়া এক হামলার ঘটনায় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়লে তা উপসাগরীয়

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ক্ষোভ, মিত্রদের বাধা : ইরান যুদ্ধ ঘিরে উত্তাল ইউরোপ

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনের সঙ্গে তার প্রধান মিত্রদের উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প মাসব্যাপী এই যুদ্ধে ইউরোপীয় ন্যাটো মিত্রদের ‘সহযোগিতা না করার’ সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে ফ্রান্স ও ইতালি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে বাধা দেওয়ায় দুই পক্ষের মধ্যকার দূরত্ব এখন জনসমক্ষে চলে এসেছে। চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প দীর্ঘদিনের ন্যাটো মিত্রদের সমর্থনের অভাবে ‘কাপুরুষ’ বলে অভিহিত করেছিলেন। মঙ্গলবার তিনি পুনরায় সেই দেশগুলোকে আক্রমণ করেন যারা মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় সহায়তা করেনি।

ফ্রান্সের ‘না’ এবং ইসরায়েলের পাল্টা ব্যবস্থা ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ইসরায়েলে সামরিক

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

আল জাজিরা প্রতিবেদন

হাজার মাইল দূরের যুদ্ধের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার বহু কৃষকের মতো তার জন্যও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ঘটছে, শুধু দূরের ভূরাজনীতি নয়।

সংঘাতের আগুন

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ট্রাম্প জাতির উদ্দেশে ভাষণে আসলে কী বলতে চাইলেন

আলী হারব

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর এ প্রথম জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস, স্থানীয় সময় রাত ৯টা, ২ এপ্রিল

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর এ প্রথম জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস, স্থানীয় সময় রাত ৯টা, ২ এপ্রিলছবি: এএফপি

হোয়াইট হাউস যখন ঘোষণা করল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ নিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, তখন ধারণা করা হয়েছিল যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়তো কোনো বড় ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু বুধবার ২০ মিনিটেরও কম সময়ের বক্তব্যে ট্রাম্প কেবল সেই কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে বলে আসছেন।

বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা ছিল ট্রাম্প হয়তো যুদ্ধের সমাপ্তি অথবা স্থল অভিযানের মতো কোনো কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণা দেবেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত কেবল পুরোনো কড়া বুলি শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন। আলজাজিরার প্রতিবেদনে ট্রাম্পের সেই ভাষণের মূল দিকগুলো উঠে এসেছে।

নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট মূলত চারটি পরিচিত যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই যুদ্ধ প্রয়োজন ছিল, যুদ্ধে ইতিমধ্যে জয় অর্জিত হয়েছে, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং খুব শিগগিরই এর সমাপ্তি ঘটবে।

যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে কিংবা ইরানের সঙ্গে তিনি ঠিক কী ধরনের চুক্তি করতে চান, সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য তিনি দেননি ট্রাম্প গত ১১ মার্চ বলেছিলেন, যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হবে। কিন্তু এই ভাষণে নতুনত্ব খুঁজে পাননি বিশেষজ্ঞরা।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিনা আজোদি আলজাজিরাকে বলেন যে ভাষণের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁর নজরে পড়েনি। কুইন্সি ইনস্টিটিউটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পার্সির মতে, ট্রাম্প গত ৩০ দিনে যেসব টুইট করেছেন তার একটি ধারাবাহিক সারাংশ ছিল এই ভাষণ। এটি প্রমাণ করে যে যুদ্ধ নিয়ে তাঁর কাছে কার্যকর কোনো পরিকল্পনা নেই।

নতুন ঘোষণা না থাকলেও ভাষণের মাধ্যমে ক্লান্ত মার্কিন জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে এবং সেটি ব্যবহার করতে পারে, তাই আমেরিকা ও ইসরায়েলের এই অভিযান প্রয়োজন ছিল।

যদিও ট্রাম্প এর আগে দাবি করেছিলেন যে ২০২৫ সালের জুনে মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনকি তাঁর নিজস্ব গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডও এর আগে বলেছিলেন, ইরান পারমাণবিক বোমা বানাচ্ছে না। তা ছাড়া মার্কিন নৌযান 'ইউএসএস কোল'-এ এবং হামাসের গত বছরের হামলার সঙ্গে ইরানের সরাসরি সংশ্লিষ্টতার কথা ট্রাম্প বললেও সেটির কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

পার্সি উল্লেখ করেন যে খোদ রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যেও এই যুদ্ধের জনপ্রিয়তা কমছে। সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী ট্রাম্পের সমর্থকেরা এই যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রতায় ধৈর্য হারাচ্ছেন, কারণ এর প্রভাব পড়ছে তাঁদের জ্বালানি তেল ও মুদিদোকানের খরচে।

আলোচনার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া

এক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্প বলে আসছিলেন যে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার গোপন আলোচনা চলছে। এমনকি ভাষণ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি দাবি করেন, ইরানের প্রেসিডেন্ট তাঁর কাছে যুদ্ধবিরতি চেয়েছেন। কিন্তু ইরান সরাসরি এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, ট্রাম্প গত বুধবারের ভাষণে আলোচনা বা কূটনীতি নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণই করেননি।

বিজয় বিভ্রম

বক্তৃতার বেশির ভাগ সময় ট্রাম্প দাবি করার চেষ্টা করেন যে আমেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জিতে গেছে। তিনি বলেন, ইরানের নৌবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ক্ষমতাও শেষ। তবে ট্রাম্পের এই বক্তৃতার কিছু সময় পরই ইরান ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। বাহরাইন ও কাতারও ইরানের আক্রমণের হুমকিতে সতর্কসংকেত জারি করে।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ন্যাটো ভেঙে ট্রাম্পের লাভ কী

মোজাক্কির রিফাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলোর নিরাপত্তা কাঠামোর সবচেয়ে বড় স্তম্ভ ছিল ন্যাটো। কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এক নজিরবিহীন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির আওতায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন মেয়াদে বৈশ্বিক মিত্রতা ও নিরাপত্তার সংজ্ঞাই বদলে যাচ্ছে। বিশেষত, সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাটোর মিত্রদের অসহযোগিতা ট্রাম্প প্রশাসনকে এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প ইতোমধ্যে ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রথাগত আটলান্টিক-কেন্দ্রিক জোট থেকে বেরিয়ে এসে একমুখী ও স্বার্থভিত্তিক ভূ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে এগোচ্ছে। ন্যাটোর ভাঙনে কী ধরনের ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ইরান যুদ্ধের ক্ষত ও গ্রিনল্যান্ড ইস্যু

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি করেছে ইরান যুদ্ধ।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এ যুদ্ধে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের মতো ইউরোপের প্রধান ন্যাটো মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের সামরিক ঘাঁটি বা আকাশসীমা ব্যবহারে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়।

মিত্রদের অসহযোগিতায় হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং বিশ্ববাজারে তেলের দাম ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়।

এছাড়া, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ১৬টি এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন ও ই-৩ সেন্ট্রি নামে 'কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল' যুদ্ধবিমান হারানোর মতো সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে জানায় সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ।

ব্রিটিশ পত্রিকা টেলিগ্রাফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউরোপের এই নিষ্ক্রিয়তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখেছেন তিনি।

ন্যাটোর ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প প্রশাসন ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করার এক আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছিল। সেখানে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আগ্রহও ছিল তাদের।

এবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রিনল্যান্ড দখলের এই পরিকল্পনার বিরোধিতাকারী ন্যাটো মিত্রদের ওপর ট্রাম্প ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ১০ শতাংশ এবং ১ জুন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন।

দেশগুলো হলোড়ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও ফিনল্যান্ড।

টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্কটিক বা মেরু অঞ্চলে রাশিয়া ও চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ঘাঁটি মোকাবিলা করতে গ্রিনল্যান্ড দখলের আগ্রহ প্রকাশ করেন ট্রাম্প। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যও রয়েছে।

এছাড়া, গ্রিনল্যান্ডে বিরল খনিজ সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহও ছিল ট্রাম্পের।

ট্রাম্প প্রশাসন প্রমাণ করতে চাইছে, ইউরোপের মুখাপেক্ষী না হয়েও গ্রিনল্যান্ডে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

এটি প্রথাগত ন্যাটোর সম্মিলিত নিরাপত্তার ধারণা ভেঙে দিয়ে একক আধিপত্যের একটি চরম বাস্তববাদী রূপ, যা ন্যাটো জোটকে পুরোপুরি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

সন্ত্রাসবাদ দমনে দুর্বলতা

ন্যাটো চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা হয়েছে, এক সদস্যের ওপর আক্রমণ মানে সবার ওপর আক্রমণ।

সন্ত্রাসবাদ দমনে ন্যাটোর ভূমিকা এই আর্টিকেল ৫-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কারণ,

ন্যাটোর দীর্ঘ ইতিহাসে সম্মিলিত প্রতিরক্ষার এই

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

SUMMER SALE
2026
USA ⇋ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

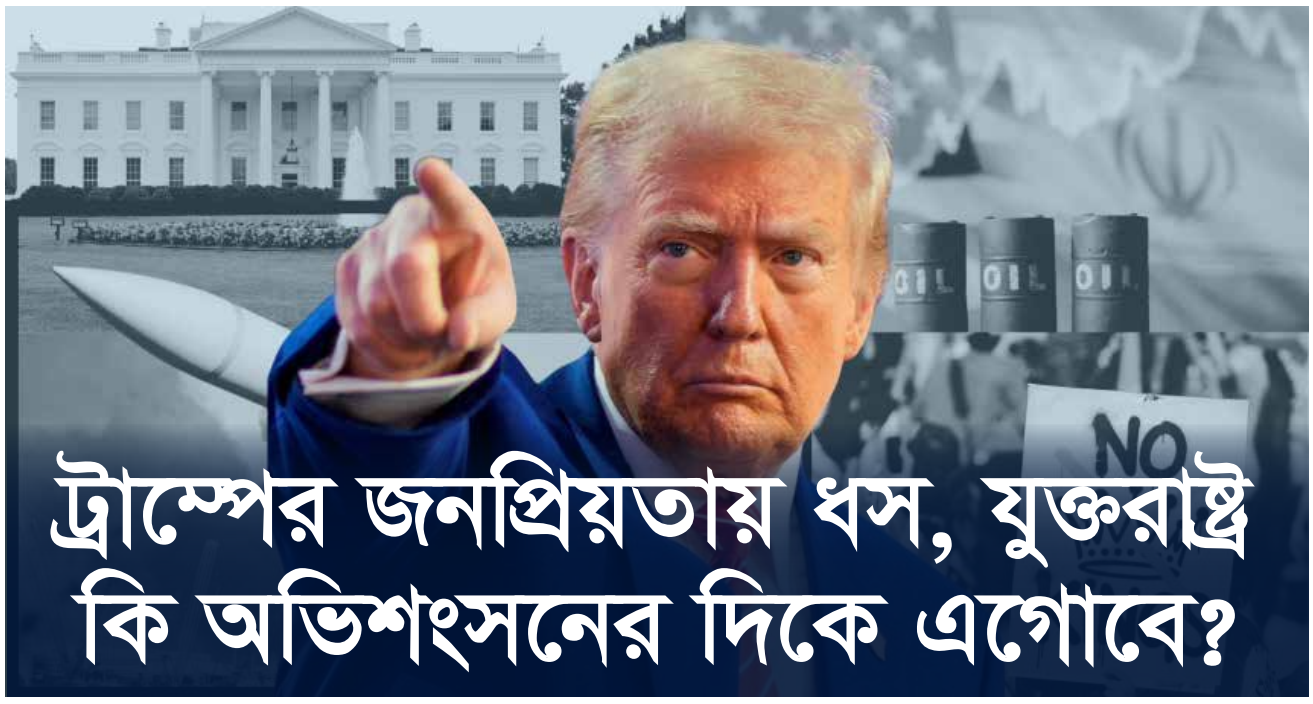

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস, যুক্তরাষ্ট্র কি অভিশংসনের দিকে এগোবে?

মোজাক্কির রিফাত

ওয়াশিংটন ডিসিতে এখন চরম উত্তেজনার পারদ। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়বহুল যুদ্ধ, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে রেকর্ডভাঙা 'নো কিংস' বিক্ষোভ এবং জ্বালানির আকাশছোঁয়া দামড়সব মিলিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসন এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে।

সম্প্রতি রয়টার্স/ইপসোস সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনসমর্থন নেমে এসেছে মাত্র ৩৬ শতাংশে।

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প নিজেই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেনড়রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচন হারলে তাকে অভিশংসিত করা হতে পারে। এর আগের মেয়াদেও তাকে অভিশসিত করা হয়েছিল। এমন এক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই ঘনিয়ে আসছে ২০২৬ সালের ৩ নভেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ 'মিডটার্ম' বা মধ্যবর্তী নির্বাচন।

মার্কিন রাজনীতির এই জটিল সমীকরণ, অর্থনীতির নাজুক অবস্থা, মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রভাব এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য অভিশংসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং মার্কিন অর্থনীতির নাজুক অবস্থা

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ যুদ্ধ এক মাস পার করেছে, যা বিশ্ব অর্থনীতি ও সাধারণ মার্কিনিদের জীবনযাত্রায় চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জ্বালানির মূল্যে উর্ধ্বগতি

সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে জ্বালানি তেলের দাম এক ডলারের বেশি বেড়ে গ্যালনপ্রতি গড়ে ৩ দশমিক ৯৮ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। এই ঊর্ধ্বগতি বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ২০০৫ সালের হারিকেন ক্যাটরিনা বা ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেনে আক্রমণের সময়কার মাসিক বৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ইউএস সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশটির প্রায় ১০টি পরিবারের মধ্যে ৯টিতেই অন্তত একটি গাড়ি রয়েছে এবং ১০টির মধ্যে ২টি পরিবারে অন্তত তিনটি বা তার বেশি গাড়ি আছে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষের যাতায়াতের একমাত্র উপায় গাড়ি, তাই তেলের দাম বাড়লে তাদের খরচ কমানোর কোনো বিকল্প পথ থাকে না। বাধ্য হয়েই তাদের বেশি দামে তেল কিনতে হয়, যা খাবার বা চিকিৎসার মতো অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচে প্রভাব ফেলে।

এরই মধ্যে প্রায় ১০ জনের মধ্যে ৪ জন মার্কিন নাগরিক আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গ্যাসোলিনের দাম মেটানোর সামর্থ্য নিয়ে 'খুবই' উদ্বিগ্ন বলে জানায় বার্তাসংস্থা এপি।

ভোক্তাদের আস্থায় ধস

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের অর্থনীতি পরিচালনার প্রতি সমর্থন নেমে এসেছে প্রতি ১০ জনের মধ্যে তিনজনে, যা জো বাইডেনের মেয়াদের যেকোনো সময়ের চেয়েও নিচে। রয়টার্সের জরিপ অনুযায়ী, প্রতি ১০ জনে ৬ জন মার্কিন নাগরিকই মনে করেন মার্কিন অর্থনীতি বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।

বিশ্ব বাজারে প্রভাব

বিশ্বের মোট তেলের ২০ শতাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়, যা ইরান বন্ধ করে দিতে পারে। ইতোমধ্যে তেলবাহী জাহাজগুলোর ইন্স্যুরেন্স খরচ আকাশচুম্বী হয়েছে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ১৫০টি ট্যাংকার আটকে আছে বলে জানায় নিউইয়র্ক টাইমস।

জনমতের রায়

প্রতি ১০ জনে ৭ জন নাগরিকই মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুতই এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস এবং 'নো কিংস' আন্দোলনের প্রভাব

ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে বর্তমানে তার জনপ্রিয়তার হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এর অন্যতম কারণ হলো দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা 'নো কিংস' আন্দোলন এবং *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এআই কি আমাদের দক্ষতা কেড়ে নিচ্ছে

রকিবুল হাসান

আমার বয়স ৫৬। আমাদের তরুণ বয়সে কর্মজীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ছিল না বলে অফিসের 'বোরিং' কাজগুলোই করতে হতো। এখন বুঝি, একজন মানুষের ক্যারিয়ার গড়ে তোলের জন্য সেগুলো খুব দরকারি। মিটিংয়ের কার্যবিবরণী লেখা, তথ্য যাচাই করা, স্লাইড তৈরি, বানান ঠিক করাড়এ ধরনের কাজ করতে করতে একজন মানুষ আসলে শিখছে। কোথায় ভুল হয়, কোন নম্বরটা অস্বাভাবিক, কোন যুক্তি দুর্বলড়এমন সূক্ষ্ম জিনিসগুলো তার মাথায় গেঁথে যাচ্ছে।

এখন এআই এই কাজগুলো করে দিচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যেই। দেখতে ভালোই লাগছে। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। মানুষ আর শিখছে না।

একটা উদাহরণ দিই।

একজন জুনিয়র কনসালট্যান্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে একটা প্রস্তাবনা বানাচ্ছে। সে ভুল করছে, ঠিক করছে, আবার ভুল করছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে শিখছে যে কীভাবে চিন্তা করতে হয়, কীভাবে সব সাজাতে হয়।

এখন সে এআইকে বলছে একটি প্রস্তাবনার খসড়া সাজিয়ে দিতে। এরপর সে সেটাকে হালকা ঘষেমেজে চূড়ান্ত করে ফেলছে। কাজটা হচ্ছে, কিন্তু শেখাটা হচ্ছে না।

হোয়াইট কলার কর্মীদের বেলায় নিয়মিত কাজেও এআইয়ের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা মানুষের বিবেচনা, পদ্ধতি বোঝার দক্ষতা, পেশাদার অন্তর্দৃষ্টি ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছে।

২০২৫ সালে মাইক্রোসফট রিসার্চ এবং কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নলেজ ওয়ার্কার এআই ব্যবহার করছেন, তারা বলছেন কাজটা অনেক সহজ মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে তারা ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধানের দক্ষতাটা এআইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন। নিজেরা শুধু আউটপুট গুছিয়ে নেওয়ার কাজটা করছেন।

মজার বিষয় হলো, এই সময়ে তাদের এআইয়ের ওপর আস্থা বাড়ছে। মানে ব্যক্তি-দক্ষতা কমছে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। এ এক বিপজ্জনক সমন্বয়।

২০২৫ সালে ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব চিকিৎসক কোলোনোস্কপিতে নিয়মিত এআই সাপোর্ট ব্যবহার করতেন, হঠাৎ সেই সাপোর্ট না পেলে তাদের পারফরম্যান্স খারাপ হচ্ছে। ক্যানসার-পূর্ব টিস্যু শনাক্তের হার ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে নেমে আসে ২২ দশমিক ৪ শতাংশে।

তবে একটু আশার কথাও আছে। জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী বা অভিজ্ঞ কর্মীরা এআই ব্যবহার করে আরও ভালো করছেন। কারণ, তাদের ভিত্তিটা আগে থেকেই তৈরি। এআই তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে।

কিন্তু একই কাজ নতুন কর্মীদের ক্ষতি করছে। কারণ, তারা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করে শেখার সুযোগটাই পাচ্ছে না।

আসল বিপদটা হলো, এই দুর্বলতা সহজে ধরা পড়ে না। এআই একটা আর্থিক বিবরণী বানাল। ভেতরে একটা সূক্ষ্ম অনুমানের ভুল আছে। কিন্তু যে এই বিবরণী দেখছে, সে কখনো নিজে এই কাজ করেনি। তাই তার কাছে কিছুই 'অস্বাভাবিক' মনে হচ্ছে না। এই ভুলটা পাস হয়ে গেলেই ভবিষ্যতে কোম্পানিটা বিপদে পড়বে।

এটাকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ডি-স্কিলিং বা দক্ষতা হ্রাস। প্রযুক্তি যখন মানুষের দক্ষতার জায়গা নিয়ে নেয়, তখন সেই কাজটা সাধারণ চেকবক্সে পরিণত হয়। বিচারবুদ্ধি লাগে না, অভিজ্ঞতা লাগে না। ফলে পুরো প্রফেশনটাই দুর্বল হয়ে যায়।

মনে হতে পারে এখানে বুঝি সমস্যাটা এআই। আসলে সমস্যাটা এআই না। সমস্যাটা হলো এআইয়ের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করা। ক্যালকুলেটর আসার পরেও আমরা বাচ্চাদের অংক শেখাই। কারণ, অংকের লজিকটা মাথায় না থাকলে ক্যালকুলেটরের ভুল ধরা যাবে না। এআইয়ের বেলায়ও একই কথা।

এআই বোদ্ধা হিসেবে আমার কথা, এআই ব্যবহার করুন, কিন্তু বুঝে।

রকিবুল হাসান টেলিকম, অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র' বইয়ের লেখক

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

শঙ্কা ও ভয় বৈশাখ করবে জয়

বর্ষবরণ
উৎসব
মঙ্গল
শোভাযাত্রা
১৪৩৩

উপদেষ্টা: বেলাল বেগ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সউদ চৌধুরী, খোরশেদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, সুব্রত বিশ্বাস, জীবন চৌধুরী, মাহবুবর রহমান
আহ্বায়ক: সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ
যুগ্ম আহ্বায়ক: শামসুল আলম বকুল, সাগর লোহনী, কাজল মাহমুদ
সদস্য সচিব: মুজাহিদ আনসারী
যুগ্ম সদস্য সচিব: সনজীবন কুমার, গোপাল স্যানাল, শাহরিয়ার সালাম
প্রধান ব্যবস্থাপক: রাশেদ আহমেদ
ব্যবস্থাপক: আলপনা গুহ, সৈয়দ মিজানুর রহমান, রাজীব আহসান, আব্দুল হামিদ, দীলিপ মোদক

সদস্য:
অর্ঘ্য সারথী শিকদার, আশীষ রায়, আসলাম আহমেদ খান, আল আমিন বাবু, আলী আহসান কিবরিয়া অনু, আহসান আলী ভূইয়া, আবু সাইদ চৌধুরী কুটি, আব্দুল ওয়াহেদ, আহসান হাবিব ভূইয়া, ইব্রাহিম খলিল বারো ভূইয়া রিজু, উৎপল চৌধুরী, এএফএম আফতাবুজ্জামান, এম.এ মতিন মিঠু, ওবায়দুল্লাহ মামুন, ওয়াহেদুজ্জামান লিটন, কাবেরী দাশ, কামাল হোসেন মিঠু, ক্লারা রোজারিও, কানু দত্ত, কল্লোল দাশ, গোলাম হোসেন কুটি, গোপন সাহা, জলি কর, জাকির আহমেদ রনি, জায়েদুল মুহিত খান, জ্যোতির্ময় দত্ত নিসু, ডা. রুমা, ডালিয়া চৌধুরী, তপন মোদক, নুরুল আমিন বাবু, ডা. প্রতাপ দাশ, প্যাট্রিক রোজারিও, ফরিদা ইয়াসমিন, ফারুক হোসাইন, বদিউজ্জামান খান দুলাল, বিজয় সাহা, ভিক্টর ইলাহী লিয়াকত, মো. আবুল কাশেম, মো. আব্দুল হামিদ, মনিকা রায়, মিজানুর রহমান মিজান, মিথান দেব, মিনা ইসলাম, মীর নিজামুল হক, মোশাররফ হোসেন, মিলন কুমার রায়, মুন্সী আহাদুজ্জামান, লাভলু আনসার, সবিতা দাশ সূত্রধর, সুতিপা মন্ডল, সুরাইয়া আকতার লাকি, সুরিত বড়ুয়া, রেজা রহমান, শফিউদ্দিন তালুকদার, শরাফ সরকার, শাহ্ জে. চৌধুরী, শক্তি ডি. কস্তা, শ্যামল চন্দ্র কর, শীশীর শিল, সুকান্ত হরে, সুশীল সিনহা, হুমায়ুন কবীর ঢালী, হুসনে আরা বেগম, হাফিজুল হক।

উপ-কমিটি সমূহ

অর্থ উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: জাকির হোসেন বাচ্চু
সদস্য সচিব: নিখিল কুমার মন্ডল
সদস্য: শাহ্ জে. চৌধুরী, আবুল হোসেন, বিপুল কে. সাহা

অনুষ্ঠান উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সাবিনা হাই উর্বি
সদস্য সচিব: স্বাধীন মজুমদার
সদস্য: সুশীল সিনহা, মিলন কুমার রায়

আপ্যায়ন উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সুলেখা পাল
সদস্য সচিব: প্রতিমা সরকার
সদস্য: গনেশ কীর্তনীয়া, মুনমুন সাহা, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, প্রশান্ত সরকার, পুষ্পেন গোয়ালা

প্রচার-প্রকাশনা উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সুমন আহমেদ
সদস্য সচিব: উত্তম সাহা
সদস্য: আবুল হোসেন, পলাশ ঘোষ

শোভাযাত্রা উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: হিরো চৌধুরী
সদস্য সচিব: তুহিন মাহফুজ
সদস্য: প্রশান্ত সরকার, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, বিপুল কে.সাহা

অংশগ্রহনকারী সংগঠনসমূহ

অনুপ ড্যান্স একাডেমী, আনন্দধ্বনী নিউইয়র্ক, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র শাখা, উদীচী জামাইকা শাখা, একুশে চেতনা পরিষদ, গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা, গ্রীণ টাচ, ডায়াস্পোরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই নর্থ আমেরিকা, তারার আলো ইউএসএ, প্রকৃতি, প্রগ্রেসিভ ফোরাম, পন্ডিত কৃষাণ মহারাজ তাল তরঙ্গ ইনিষ্টিটিউট নিউইয়ক, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন ইনক্, বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা), বাংলাদেশ ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র, বাঙালীয়ানা ইউএসএ, বাঙালীয়ানা ফাউন্ডেশন ইউএসএ, বাংলাদেশ পুলিশ এসোশিয়েশন (এনওয়াইপিডি), বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটের‌্যান্স ১৯৭১ ইউএসএ, হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, ভয়েস অব ওমেন ইমপাওয়ারমেন্ট ইউএসএ, মহিলা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র, মিথান ড্যান্স একাডেমি, রবীন্দ্র একাডেমী ইউএসএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, লালন পরিষদ ইউএসএ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শিল্পকলা একাডেমী, সঙ্গীত পরিষদ, সাহিত্য একাডেমী নিউইয়র্ক।

পান্তা ইলিশ
সাথে মিষ্টিমুখ

১৪ এপ্রিল ২০২৬ মঙ্গলবার
ডাইভারসিটি প্লাজা
জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক

সম্মিলিত
বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা
উদযাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩

প্রচার ও প্রকাশে:
সুমন আলম
আহ্বায়ক
উত্তম সাহা
সদস্য সচিব
প্রচার-প্রকাশনা উপ-পরিষদ

এক গ্লাস গরম দুধে দুটি খেজুর! মিলবে যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক: গা গরম রাখতে গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খাওয়ার চল বহু পুরনো। এছাড়াও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক কাপ বা এক গ্লাস গরম দুধে দুটো খেজুর দিয়ে খেতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দৃষ্টিশক্তি হবে সব সমস্যার সমাধান। যা শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। দুধ তো প্রোটিনে ভরপুর আর খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা। এই দু'টি উপাদান একসঙ্গে মিশে তৈরি হয় দারুণ এক শক্তিবর্ধক পানীয়। ফলে শরীরচর্চা করার পরে খুব ক্লান্ত লাগলেও এই পানীয়ে চুমুক দেয়া যায়।

কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতে শোয়ার আগে এই পানীয় খেলে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এক গ্লাস গরম দুধে দুটি খেজুর খেলে যেসব রোগ থেকে মুক্তি মিলবে:

১. খেজুরে সহজপাচ্য ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই নিয়মিত গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, অন্ত্র ভাল থাকে।

২. গরম দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। দুধ ও খেজুর- উভয়েই রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রনের মাত্রা। এই দুইয়ে মিশেলে আয়রনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যা রক্তে হিমোগ্লোবিন ও প্রোটিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একটি গবেষণায় জানা গেছে, দুধের মধ্যে দুটি করে খেজুর দিয়ে ফোটানো হলে, সেই উপাদেয় খাবারটি সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর বলে মানা হয়। প্রতিদিন সকালে, খালি পেটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই উপকারী পানীয় খেতে পারেন।

৩. দুধ এবং খেজুরড় দুইয়ের মধ্যেই ক্যালশিয়াম রয়েছে ভরপুর মাত্রায়। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে এই খনিজটি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ছাড়াও খেজুরে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম। যা ক্যালশিয়াম শোষণে সাহায্য করে। নিয়ম করে খেলে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো রোগ বশে থাকে।

৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে দুধ, খেজুরের মিশ্রণ। *বাকি অংশ ২০ পৃষ্ঠায়*

কফি পানে কঠিন রোগের ঝুঁকি কমে জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: দিনে বেশ কয়েক কাপ কফি পান করেন অনেকেই। কফির স্বাস্থ্য উপকারিতা নেহাত কম নয়। সম্প্রতি কফির গুণ নিয়ে নতুন এক গবেষণা রিপোর্ট সামনে এসেছে। যাতে বলা হয়েছে, কফি একটি আয়ুবর্ধক পানীয়। ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়া ও ইউনিভার্সিটি এফ পর্তুগালের একটি গবেষণায় নতুন এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি 'এজিং রিসার্চ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কফির বেশ কিছু গুণাগুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এর আয়ুবর্ধক শক্তি ও মানুষকে সুস্থ রাখার ক্ষমতা।

আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়ার মতো দেশ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮৫ জনের উপর তৈরি রিপোর্ট নিয়ে গবেষণা চালিয়েই এমন দাবি করা হয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, দিনে তিন কাপ কফি পানে অতিরিক্ত ১.৮৪ বছর আয়ু বাড়ে। এমনকি গুরুতর ও জটিল রোগ থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

নিউরো সায়েন্টিস্ট রডরিগো কুনহা এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। বার্ধক্যের উপর কফির প্রভাবও খতিয়ে দেখেন তিনি। রডরিগো জানান, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে থাকে। জীবনের সবক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ে। তবে পরিমাণমতো কফি পানের অভ্যাস থাকলে, সেগুলো সহজেই ঠেকানো যায়।

গবেষকরা জানিয়েছেন, বিশ্ববাসী এখন বেশি বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিনের ডায়েটে কফি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে শুধু আয়ুই বাড়বে না, সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব হবে। তবে এই কফি পান অত্যধিক যেন না হয়, তা নিয়েও সতর্ক করেছেন গবেষকরা।

শীতের দিনে রোজ একটি কাজু বাদাম খেলে যা ঘটবে শরীরে

পরিচয় ডেস্ক: সুস্বাদু একটি বাদাম কাজু। প্রায়ই বিভিন্ন খাবারে এর ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে রোজকার ডায়েটেও কাজু বাদাম রাখেন। এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু শীতকালে কি এটি খাওয়া উচিত?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, শীতকালে কাজু বাদাম খেলে অনেক উপকার মেলে। রোজ একটি কাজু বাদাম খেলে কী কী উপকার মিলবে চলুন জেনে নিই-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

কাজু বাদামে রয়েছে জিঙ্ক ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। শীতে কাজু বাদাম খেলে মরশুমি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শক্তি প্রদান

কম তাপমাত্রায় শরীর শক্তি নিষ্কাশন করতে থাকে। কাজু বাদাম ক্যালোরি ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টিতে পূর্ণ। তাই শরীরের জন্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বাদাম গুরুত্বপূর্ণ।

ত্বকের সুরক্ষা

কাজুতে তামার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এটি শরীরে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন তৈরিতে সাহায্য করে। এই প্রোটিনগুলো ত্বক নরম, কোমল এবং কঠোর আবহাওয়াতেও হাইড্রেটেড রাখে।

ত্বকের সুরক্ষা

কাজুতে তামার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এটি শরীরে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন তৈরিতে সাহায্য করে। এই প্রোটিনগুলো ত্বক নরম, কোমল এবং কঠোর আবহাওয়াতেও হাইড্রেটেড রাখে।

মানসিক সুস্থতা

কাজু বাদামে রয়েছে ট্রিপটোফ্যান যা একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। এটি মস্তিষ্কে

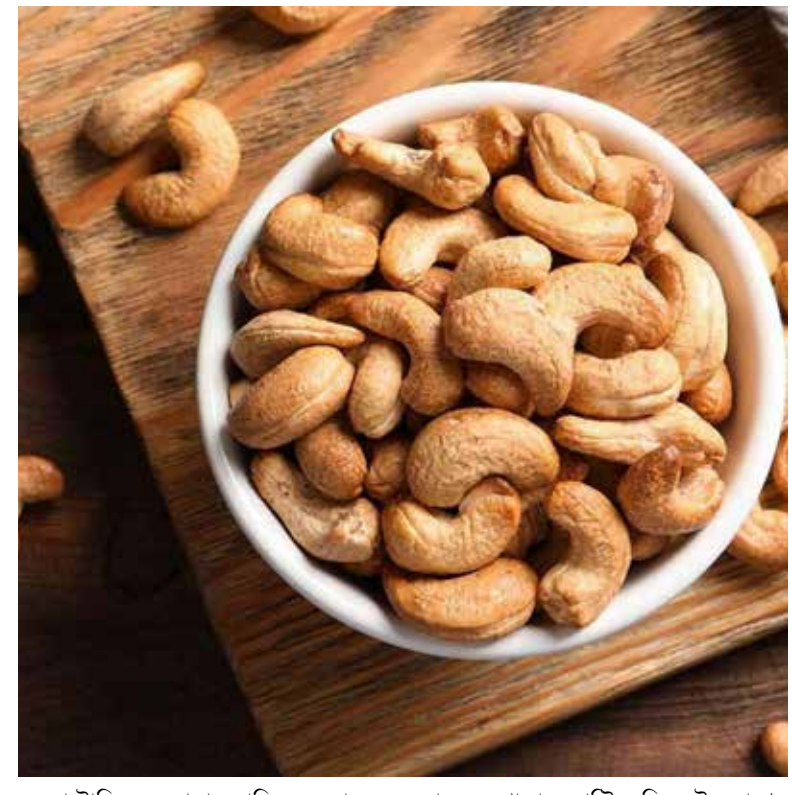

সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ফলে মন-মেজাজ এবং মানসিক স্বচ্ছতা অনেকটাই ভালো থাকে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

পটাসিয়াম এবং হার্ট-স্বাস্থ্যকর চর্বির উৎস কাজু বাদাম যা শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। তাই হার্ট অনেকটাই সুস্থ থাকে কাজু বাদাম খেলে।

চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

কাজুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চোখের লেন্সের অক্সিডেটিভ ক্ষতি কমিয়ে ছানি গঠন প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই বাদামটি স্বাস্থ্যকর চোখের টিস্যু বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

তাই সুস্থ থাকতে এই শীতে রোজকার খাদ্যতালিকায় কাজু বাদাম রাখতে পারেন নিশ্চিন্তে। তবে বাদামে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে এটি এড়িয়ে যান কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

করলার গুণাগুণ

পরিচয় ডেস্ক: করলা দেখতে সুন্দর কিন্তু স্বাদে তিতা, তবে অনেক উপকারী। অনেকেই করলা খেতে চান না। শত বছর ধরে এটি ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার হয়ে আসছে। করলা শিশুদের একদমই পছন্দ না।

করলা ডায়াবেটিস, লিভার, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কৃমি রোগে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করলা অধিক উপকারী। এর মধ্যে রয়েছে ইনসুলিনের মতো পেপটাইড এবং অ্যালকোলয়েড। এগুলো রক্তের সুগার কমিয়ে ডায়াবেটিসের উপকার করে।

বাতের ব্যথায় নিয়মিত করলা রস খেলে ব্যথা আরোগ্য হয়। আয়ুর্বেদের মতে, করলা কৃমিনাশক, কফনাশক ও পিত্তনাশক। করলার জীবাণুনাশক ক্ষমতাও রয়েছে।

ক্ষতস্থানের ওপরে পাতার রসের প্রলেপ দিলে এবং করলা গাছ সিদ্ধ করা পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুলে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যায়। অ্যালার্জি হলে এর রস দু-চামচ দুবেলা খেলে সেরে যাবে। করলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। জীবাণুনাশী, বিশেষ করে ই-কোলাই নামক জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর। ফলে ডায়রিয়াও প্রতিরোধ হয়। এ ছাড়া করলা নানা রকম চর্মরোগ প্রতিরোধ করতেও অত্যন্ত কার্যকর।

করলার জুস লিভারের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, রক্ত পরিশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। করলায় আছে পালং শাকের চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম আর কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম।

আছে যথেষ্ট লৌহ, প্রচুর ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং আঁশ, ভিটামিন এ, ভিটাসিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা বার্ধক্য ঠেকিয়ে রাখে, শরীরের কোষগুলোকে রক্ষা করে। আরও আছে লুটিন আর লাইকোপিন। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এছাড়াও রক্তের চর্বি তথা ট্রাইগ্লিসাইরাইড কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএল বাড়ায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করলা কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সূত্র : হেলথ জার্নাল।

শীতে স্বাস্থ্যকর খাবার

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে শিশু এবং বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থায় থাকে। এ সময় সর্দিজ্বর, তাছাড়া শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসযন্ত্রের ইনফেকশন বেশি হয়ে থাকে। আরও কিছু রোগ যেমন- সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া ও বাতের ব্যথার তীব্রতাও শীতে বেড়ে যায়। এ সময় শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। কিছু খাবার আছে যেগুলো এ সময় খাদ্য তালিকায় রাখলে অনেকটাই আরামে থাকা সম্ভব।

টমেটো : এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি এবং লাইকোপেন; যা এই শীতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ইনফেকশনের ঝুঁকি হ্রাস করে।

বাদাম : বাদাম হলো গুড ফ্যাটের উৎকৃষ্ট উৎস। শীতে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করলে ত্বক সুন্দর ও মসৃণ থাকবে।

মাছ ও ডিম : শীতকালে মাছ ও ডিম খাওয়ার পরে যদি কিছু সময় রোদে কাটানো যায় তবে ভিটামিন ডি'র অভাব দূর হবে, ফলে হাড়ের ব্যথাও লাঘব হবে।

আপেল : অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটি ফল, এই ফল শীতকালীন স্বাস্থ্য জটিলতা কমিয়ে দেহকে রাখে সুস্থ।

দুধ ও জাফরান : গরম দুধের সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে খেলে শীতে যেমন তাপ উৎপাদন হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক থাকে, পাশাপাশি ত্বকের ঔজ্জ্বল্যও বজায় থাকে।

গোলমরিচ : গোলমরিচে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান পাওয়া যায়; যা শীতকালীন ব্যথা প্রদাহ উপশমকারী ভূমিকা পালন করে। যারা বাতের ব্যথায় আক্রান্ত তারা প্রতিদিনের রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহার করুন, দেখবেন কতখানি উপকার পাচ্ছেন।

খেজুর : শীতকালে ভিতর থেকে উষ্ণতা বজায় রাখতে খেজুরের জুড়ি নেই। এটি দ্রুত তাপশক্তি উৎপাদন করে তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

ঘি বা মাখন : শিশু ও যারা স্বাভাবিক ওজনে আছেন তারা খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ঘি বা মাখন। এ খাবারগুলো তাপ উৎপাদন করে ও দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

মাশরুম : শীতকালীন খাবারে অবশ্যই রাখুন মাশরুম। মাশরুমের বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এতে ভিটামিন বি, সি, ডি এবং ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, মিনারেল, আরগোথিওনিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।

তাছাড়া কিছুটা ব্যায়াম করলে শরীর চাঙ্গা থাকবে এবং তাপমাত্রা ঠিক থাকবে। তাছাড়া রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। পাশাপাশি পানি পান করতে হবে। প্রয়োজনে ডাবের পানি বা ফলের রস দিয়েও দেহের আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। তবেই শীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুস্থ থেকে শীতকাল উপভোগ করা সম্ভব। শীতের সময় আমরা বেশি অলস ও নিদ্রাহীনতা অনুভব করি।

প্রতি সিগারেটে আয়ু কমে ২০ মিনিট, জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিটি সিগারেট মানুষের জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২০ মিনিট আয়ু। সেই হিসেবে সিগারেটের একটি প্যাকেট মানুষের জীবন থেকে কেড়ে নিচ্ছে গড়ে সাত ঘণ্টা সময়। সাম্প্রতিক ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সিগারেটের ক্ষতি সম্পর্কে নতুন করে করা এই গবেষণার পর নতুন বছরে ধূমপায়ীদের অভ্যাসটি ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, এতদিন ধরে ডাক্তাররা যে ধারণা করে এসেছেন, তার চেয়েও অনেক দ্রুত আয়ু কমিয়ে দেয় ধূমপান।

নতুন এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, একজন ধূমপায়ী যদি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দিনে ১০টি সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেন, তাহলে ৮ জানুয়ারির মধ্যে এক দিন, ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহ এবং ৫ আগস্ট পর্যন্ত তার আয়ু বাড়তে পারে পুরো এক মাস। আর পুরো বছর এই অভ্যাস ধরে রাখলে বছর শেষে তার আয়ু বাড়তে পারে ৫০ দিন। অর্থাৎ তিনি অন্তত ৫০ দিন আগে মারা যাওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারেন।

ইউসিএলের প্রিন্সিপাল রিসার্চ ফেলো ড. সারাহ জ্যাকসন বলেন, মানুষ জানে না ধূমপান ঠিক কতটা ক্ষতিকর। একজন নিয়মিত ধূমপায়ী তার জীবনের প্রায় এক দশক সময় ধূমপানের জন্য হারিয়ে ফেলেন।

২০০০ সালে বিএমজের গবেষণায় দেখা গেছে, একটি সিগারেট গড়ে প্রায় ১১ মিনিট আয়ু হ্রাস করে। তবে জার্নাল অব অ্যাডিকশনে প্রকাশিত সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষদের জন্য ১৭ ও নারীদের জন্য ২২ মিনিটে।

পুরান ঢাকার তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: তেহারিড়মজার একটি খাবারের নাম। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। ঘরে কীভাবে রান্না করবেন সুস্বাদু এই খাবারটি।
উপকরণ (মাংস রান্নার জন্য): মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ , জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক)
পোলাও রান্নার জন্য: পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন।

হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।
চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

কই মাছ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাতের সাথে দেশি কই মাছ ভুনা পুরো লাজবাব। বাঙালির রসনাতৃপ্তির খুবই জনপ্রিয় বিশেষ করে অতিথি আপ্যায়নে সমাদৃত একটি খাবার কই মাছের ভুনা।
উপকরণ: কই মাছ ৪-৫ টি, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ৪-৫ টি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, তেল ৪ টেঃ চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেঃ চামচ. লবণ ১ চা চামচ. পানি ১/২ কাপ
প্রস্তুত প্রণালীঃ কই মাছে সামান্য হলুদ গুঁড়া ও আধা চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে তেলে হাল্কা বাদামি করে ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন। এবার মাছ ভাজা তেলে পেঁয়াজ ভেজে নিন। তাতে বাকি হলুদ গুঁড়া ও লবণ এবং মরিচ গুঁড়া দিয়ে নেড়ে অল্প পানি দিয়ে ভালো করে ভুনে নিন। এরপর এতে ভাজা কই মাছ ও ১/২ কাপ পানি দিয়ে ঢেকে আরও ৩-৪ মিনিট রান্না করুন।
এবার কাঁচামরিচ, ধনেপাতা দিয়ে ২ মিনিট রান্না করে পরিবেশন করুন মজাদার কই মাছ ভুনা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মোরগ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ছুটির দিনে সবাই বিশেস কিছু খাবার রান্না করে পরিবারসহ খেতে বসেন। তবে অনেকেই মনে করেন ঘরে মোরগ পোলাও রান্না করা বেশ কঠিন। আপনি চাইলেই কিন্তু খুব সহজে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই তৈরি করতে পারবেন মোরগ পোলাও।

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল আধা কেজি, মোরগ/মুরগির মাংস দেড় কেজি, কাঠ, কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, পেয়াঁজ কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ, তেজপাতা ২টি, টকদই ২ টেবিল চামচ, কিসমিস ও আলু বোখারা কয়েকটি, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ ৩-৪টি করে, জায়ফল ও জয়ত্রী বাটা ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, পানি ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ কয়েকটি, জিরা বাটা ১ চা চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, ধনে ও মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, গোলাপজল ও কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ ও পানি ৩ কাপ।

পদ্ধতি: মোরগ বা মুরুগির চামড়া ছাড়িয়ে হাড়সহ পছন্দমতো টুকরো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর এতে সব মসলা মিশিয়ে নিন। এতে আলু বোখারা ও টকদই দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক মেরিনেট করে রাখুন।

অন্যদিকে পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে ঘি ও তেল গরম করে এতে পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে নাড়ুন। বাদামি হয়ে গেলে পেঁয়াজের বেরেস্তাটুকু আলাদা তুলে রাখুন। ওই তেলেই গরম মসলা ও তেজপাতার ফোঁড়ন দিয়ে মাখানো মাংস কষাতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে মাংসের টুকরা তুলে রাখুন।

ওই পাত্রেই পোলাওয়ের চাল দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপর ৩ কাপ পানি, ১ কাপ তরল দুধ ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ঢেকে দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। চাল ফুটে উঠলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন। পোলাওয়ের পানি শুকিয়ে এলে কিছুটা পোলাও উঠিয়ে রান্না করা মোরগের মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে দিন। এরপর কাঁচামরিচসহ বাকি পোলাও দিয়ে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। ১০ মিনিট পর হালকাভাবে নেড়ে দিয়ে আবার দমে রেখে কিসমিস, গোলাপ জল ও কেওড়ার জল দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন।পরিবেশনের সময় বেরেস্তা পোলাওয়ের ওপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার মরোগ পোলাও।

আচারি বিফ খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: খিচুড়ি খাওয়ার উপযুক্ত সময় হলো বর্ষা আর প্রচণ্ড শীত। বাইরে এখন হিমশীতল বাতাস, এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় ধোয়া ওঠা খিচুড়ির সঙ্গে যদি গরুর মাংসের ভুনা থাকে তাহলে তো কথায় নেই।

উপকরণ: গরুর মাংস দেড় কেজি, মুগ ডাল আধা কাপ, মসুর ডাল আধা কাপ, চাল ১ কেজি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা ১ চা চামচ, শুকনো মরিচ ১ চা চামচ, আচার ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ইচ্ছামতো ও পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ।

পদ্ধতি: মাংস ছোট করে কেটে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে রান্না করে নিন। সবশেষে পছন্দের আচার দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। মাংস অবশ্যই ভালো করে ভুনা করতে হবে। অন্যদিকে এরপর মুগ ডাল ভেজে ধুয়ে নিতে হবে।

তারপর চাল ও ডাল সব মসলা ভেজে নিন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন খিচুরি। এবার খিচুরি ও আচারি বিফ পরিবেশন করুন একসঙ্গে। এর সঙ্গে আচার ও সালাদও পরিবেশ করুন।

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

MARCH SAT PREP

Enroll Now & Get Up To

$400 OFF

ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!

Sale ends Sunday January 25th, 2026

Grade 10 & 11 Students

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

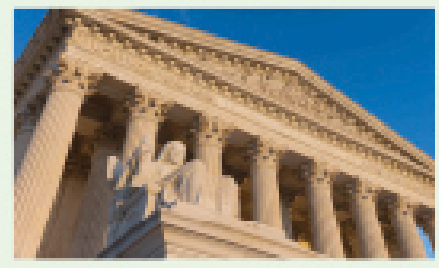

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস

১৬ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থনের অভাব।

'নো কিংস' আন্দোলন

ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর নীতি এবং স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে দেশজুড়ে 'নো কিংস' আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত জুনে প্রায় ৪০ থেকে ৬০ লাখ এবং অক্টোবরে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ এই বিক্ষোভে অংশ নেয়।

আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার ফের শুরু হওয়া আন্দোলনে ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ৩ হাজার ২০০টির বেশি কর্মসূচির পরিকল্পনা ছিল। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডালাস ও ফিলাডেলফিয়ায় বড় সমাবেশ হলেও, দুই-তৃতীয়াংশ কর্মসূচি হয়েছে ছোট শহর ও কমিউনিটিতেড়্যা আন্দোলনের বিস্তারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

মিনেসোটায় ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের হাতে রেনে গুড এবং অ্যালেক্স প্রেটি নামের দুই মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর পর সেখানে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যা এই বিক্ষোভের অন্যতম প্রধান ইন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

যুদ্ধের বিরোধিতা

সিএনএনের জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জন মার্কিন নাগরিক মনে করেন ইরানে মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

ফোর্বসের আরেকটি জরিপে দেখা যায়, প্রতি ১০ জন ডেমোক্র্যাটের মধ্যে প্রায় ৯ জন, ১০ রিপাবলিকানের মধ্যে ৩ জন এবং ১০ স্বতন্ত্রের মধ্যে ৬ জন ভোটার এই সামরিক পদক্ষেপের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং রাজনৈতিক প্রভাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ইউএস ভোট ফাউন্ডেশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, এই মেয়াদের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে (অর্থাৎ দুই বছর পর) যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই 'মিডটার্ম' বা মধ্যবর্তী নির্বাচন বলা হয়। ২০২৬ সালে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৩ নভেম্বর।

এই নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

এই নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের সম্পূর্ণ ৪৩৫টি আসন এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের ১০০ আসনের মধ্যে ৩৩টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে ভোটাররা হোয়াইট হাউসের ক্ষমতার বিপরীতে কংগ্রেসে ভারসাম্য আনার সুযোগ পান বলে জানায় আল জাজিরা।

প্রেসিডেন্টের মধ্যবর্তী টেস্ট

মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সাধারণত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের নৈপুণ্যের পরিমাপক হিসেবে ধরা হয়। ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, এই নির্বাচনে সাধারণত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল কংগ্রেসে আসন হারায়।

ট্রাম্পের শঙ্কা ও ডেমোক্র্যাটদের ছক

ট্রাম্প নিজেই রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সতর্ক করে বলেছেন যে, 'আপনাদের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জিততেই হবে। কারণ আমরা না জিতলে তারা আমাকে অভিশংসন করার একটা কারণ খুঁজে বের করবে। আমি অভিশংসিত হবো।'

এদিকে ডেমোক্র্যাটরা যদি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়, তবে তারা ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর চরম মাত্রায় আইনি নজরদারি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনাও করছে।

অভিশংসনের আইনি প্রক্রিয়া এবং ট্রাম্পের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট বা অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করার সুস্পষ্ট আইনি রূপরেখা দেওয়া আছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব পাস হওয়া মানেই সরাসরি ক্ষমতাচ্যুত হওয়া নয়।

আইনি প্রক্রিয়া

অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু করার একক ক্ষমতা রয়েছে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা নিম্নকক্ষের হাতে। হাউসে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অভিশংসনের অভিযোগ গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অভিশংসিত হন।

এরপর সিনেট (উচ্চকক্ষ) বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করে পদচ্যুত করতে হলে সিনেটের ১০০ সদস্যের মধ্যে ৬৭ জনের ভোট প্রয়োজন হয়। অভিযোগের মূল ভিত্তি হতে হয়ড় রাষ্ট্রদ্রোহ, ঘুষ গ্রহণ অথবা অন্যান্য গুরুতর অপরাধ ও অসদাচরণ।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হলে তারা আইনি নোটিশ জারির মাধ্যমে একাধিক তদন্ত শুরু করতে প্রস্তুত বলে জানায় ওয়াশিংটন পোস্ট।

তারা জেফরি এপস্টিনের সঙ্গে ট্রাম্পের অতীত সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত আইনি ফাইল আটকে রাখার বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবছেন।

ট্রাম্প ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে সংবিধানের 'উপহার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ' লঙ্ঘন তদন্তের প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ক্রিপ্টো ব্যবসার অংশীদারত্ব বিক্রি, নিজের ব্যক্তিগত আয়করের তথ্য ফাঁসের পর সরকারের বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা এবং কাতার থেকে পাওয়া একটি উড়োজাহাজ গ্রহণের মতো বিষয়গুলো।

ডেমোক্র্যাটরা শুধু ট্রাম্প নয়, বরং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও টার্গেট করছেন। বিশেষ করে মিনেসোটায় ফেডারেল এজেন্টদের হাতে নিহতের ঘটনায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি এল নোয়েম এবং অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডিকে অভিশংসন করার আইনি ভিত্তি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

পূর্ববর্তী অভিশংসনের উদাহরণ

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো প্রেসিডেন্টকে সিনেট চূড়ান্তভাবে পদচ্যুত করতে পারেনি। তবে অতীতে অভিশংসনের কিছু বড় উদাহরণ রয়েছে।

রিচার্ড নিক্সন (১৯৭৪): ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে অভিশংসন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

বিল ক্লিনটন (১৯৯৮): মনিকা লিউইনস্কি স্ক্যান্ডালে হোয়াইট হাউসের ইন্টার্নের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে শপথের অধীনে মিথ্যা বলার অভিযোগে তিনি অভিশংসিত হন। তবে সিনেটে তিনি খালাস পান।

ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০১৯ ও ২০২১): ডোনাল্ড ট্রাম্পই একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি তার প্রথম মেয়াদে দুইবার অভিশংসিত হয়েছেন। ২০১৯ সালে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা আটকে রাখার অভিযোগে এবং ২০২১ সালে নির্বাচনের আগে ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় উসকানির অভিযোগে তাকে অভিশংসন করা হয়। প্রতিবারই সিনেটে তিনভাগের দুইভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তিনি খালাস পেয়েছিলেন।

কংগ্রেসের ২০০ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধকালীন বরাদ্দ এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

রয়টার্স জানায়, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে পেন্টাগন হোয়াইট হাউসের কাছে ২০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল যুদ্ধকালীন তহবিল কংগ্রেসের কাছে চাওয়ার আবেদন করেছে। এটি মার্কিন রাজনীতিতে প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বিপুল ব্যয়: আইনপ্রণেতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনেই ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর যুক্তি: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এই বিশাল বরাদ্দের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেছেন, 'খারাপ লোকদের হত্যা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়।'

কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়া: এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয়ের তরফ থেকেই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ, রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস ইতোমধ্যে গত মাসে ৮৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট এবং গত গ্রীষ্মে অতিরিক্ত ১৫৬ বিলিয়ন ডলারের একটি বিল অনুমোদন করেছে।

রাজনৈতিক সমালোচনা: ডেমোক্র্যাটিক রিপ্রেজেনটেটিভ প্রমিলা জয়পাল এই প্রস্তাবকে 'সম্পূর্ণ হাস্যকর' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে। রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্সও এই বিপুল অঙ্কের প্রস্তাব নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং এর জন্য উন্মুক্ত শুনানির দাবি জানিয়েছেন বলে জানায় রয়টার্স।

সব মিলিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বর্তমানে কঠিন সময় পার করছে। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা যদি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন এবং আইনি তদন্তের বন্যা বয়ে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার। ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে তিনি কত দ্রুত এই যুদ্ধ শেষ করতে পারেন এবং কীভাবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও রাজনৈতিক চাপ সামাল দেন তার ওপর।

ন্যাটো ভেঙে ট্রাম্পের লাভ

১৪ পৃষ্ঠার পর

ধারাটি মাত্র একবারই প্রয়োগ করা হয়েছে বলে জানায় বিবিসি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদার ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ন্যাটো প্রথমবারের মতো তাদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা নীতিটি কার্যকর করে।

এই নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সংহতি ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ন্যাটোর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে আফগানিস্তানে তাদের সৈন্য পাঠায়। মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ন্যাটো মিত্ররা সন্ত্রাসবাদ দমনে সরাসরি লড়াই করে।

ন্যাটো দুর্বল হলে এ ধরনের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ দমনে একজোট হওয়া পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হবে।

ন্যাটো ভাঙন ও ইউরোপের নিঃসঙ্গতা

টেলিগ্রাফের সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ন্যাটোকে একটি 'কাগুজে বাঘ' আখ্যা দিয়ে স্পষ্টভাবে এই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এর প্রভাব ইউরোপের জন্য ভয়াবহও হতে পারে।

ইউরোপের নিরাপত্তা ঝুঁকি

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে পাস হওয়া আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট চাইলেই একতরফাভাবে ন্যাটো ছাড়তে পারবেন না।

কিন্তু, ট্রাম্প চাইলে ইউরোপ থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও কমান্ড থেকে মার্কিন কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিয়ে ন্যাটোকে কার্যত অকার্যকর করে দিতে পারেন।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস জানায়, বর্তমানে ন্যাটোর মোট সামরিক ব্যয়ের ১০ ভাগের প্রায় সাড়ে ৬ ভাগ এবং সামগ্রিক সামরিক সক্ষমতার ১০ ভাগের প্রায় সাড়ে ৪ ভাগ একাই বহন করে যুক্তরাষ্ট্র।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন সেনা ও 'নিউক্লিয়ার ছাতা' সরে গেলে নিজস্ব প্রথাগত সামরিক কাঠামো দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ করতে ইউরোপকে প্রতি বছর ২৯০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ, আগামী ২৫ বছরে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হতে পারে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

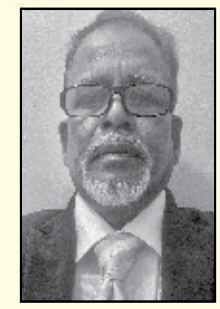

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

বৈশ্বিক বিনিয়োগকাঠামোতে যুক্ত

১০ পৃষ্ঠার পর

চুক্তিটির সহ-স্পন্সর দেশের সংখ্যা বেড়ে ১২৯টিতে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পদক্ষেপ দেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আইএফডি একটি (দুইয়ের অধিক কিন্তু বহু পাক্ষিক) চুক্তি, যেখানে সব সদস্য নয়, বরং আগ্রহী দেশগুলো অংশগ্রহণ করে। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করা, নীতিগত স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানো। চুক্তিটি 'মোস্ট-ফেভার্ড-নেশন (এমএফএন)' নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ এর সুবিধা সব সদস্য দেশের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও বাধ্যবাধকতা থাকবে শুধু অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ওপর। এর আগে গত ১৭ মার্চ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইএফডি চুক্তিতে যোগদানের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

তবে চুক্তিটি নিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ভারত আইএফডি চুক্তিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছে। দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী পিউশ গোয়েল মনে করেন, এটি সংস্থার মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

অন্যদিকে চীনসহ বেশ কয়েকটি দেশ চুক্তিটিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাঠামোর আওতায় আনতে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। এর আগে তুরস্ক তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে এতে যোগ দেয়।

বিশ্লেষকদের মতে, এই চুক্তিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নতুন সুযোগ পেতে পারে। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগ প্রবাহ ধরে রাখতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে একই সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কার, নীতিগত স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার চাপও বাড়বে।

বাংলাদেশের সাবেক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য এক আলোচক বলেন, '(দুইয়ের অধিক কিন্তু বহু পাক্ষিক) চুক্তিগুলোর গুরুত্ব বাড়ছে। এ ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক।' তিনি আরও বলেন, 'সুযোগের পাশাপাশি দায়বদ্ধতাও থাকবে। তাই সুবিধা কাজে লাগাতে হলে নীতিগত প্রস্তুতি জরুরি।'বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে ১৮টি (দুইয়ের অধিক কিন্তু বহু পাক্ষিক) চুক্তি রয়েছে বা আলোচনায় আছে, যার মধ্যে ১৬টি সক্রিয়। তবে আইএফডি চুক্তিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পূর্ণ আইনি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে এর বাস্তব সুফল পেতে সময় লাগতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সব মিলিয়ে, বৈশ্বিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে অর্থনীতির গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

কমছে রপ্তানি, বাড়ছে বাণিজ্য

১০ পৃষ্ঠার পর

বেড়েছে। অন্যদিকে, রপ্তানি কমে গেছে। এমন অবস্থায় খাতসংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, এই ধারাবাহিক বাণিজ্য ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিময় হার এবং সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পেমেন্টড় বিওপি) হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) দেশের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ ডলারে। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল এক হাজার ১৭৫ কোটি (১১ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন) ডলার। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আয় হ্রাসের ফলে দেশের পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে এই ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ ডলারে, যা গত বছরের তুলনায় ১৭.৪৪ শতাংশ বেশি। জ্বালানি, কাঁচামাল ও রমজানের নিত্যপণ্যের বাড়তি আমদানি ব্যয় রিজার্ভ ও বিনিময় হারের ওপর নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে তিন হাজার ৯৮৮ কোটি (৩৯ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন) ডলারের বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করা হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে আমদানি হয়েছিল ৩৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

অন্যদিকে, আলোচিত সময়ে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ২৬ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১ দশমিক ১ শতাংশ কম। আগের অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ২৬ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার। আমদানি ও রপ্তানির এই ব্যবধানের কারণেই চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়ছে বাংলাদেশ।

দেশের অর্থনীতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)। চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২১.৮ শতাংশ বেড়ে ১,৯৪৩ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে এফডিআই ৮০ কোটি থেকে বেড়ে ৮৬ কোটি ডলারে উন্নীত হওয়ায় সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত অবস্থা বজায় রয়েছে

চলতি হিসাবের ভারসাম্য (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স)

চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকার অর্থ হলো নিয়মিত লেনদেনে দেশকে কোনো ঋণ করতে হচ্ছে না। আর ঘাটতি থাকলে সরকারকে ঋণ নিয়ে তা পূরণ করতে হয়। সেই হিসাবে উন্নয়নশীল দেশের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা ভালো। কিন্তু দেশে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এখন সামান্য ঋণাত্মক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি শেষে এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে একই সময়ে এই ঘাটতি ছিল ১৩২ কোটি ডলার।

সামগ্রিক লেনদেন (ওভারঅল ব্যালান্স)

সামগ্রিক লেনদেনে (ওভারঅল ব্যালান্স) ভালো অবস্থায় আছে বাংলাদেশ। আলোচিত সময়ে সামগ্রিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২৮৩ কোটি ডলার। এই সূচকটি আগের বছর একই সময়ে ১২২ কোটি ডলার ঘাটতিতে (ঋণাত্মক) ছিল। সামগ্রিক লেনদেনে স্বস্তি থাকলেও শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ বা পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট নেতিবাচক অবস্থায় রয়েছে। আলোচিত সময়ে বাজার থেকে প্রায় ১২ কোটি ডলার চলে গেছে। এছাড়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বা চলতি হিসাবে ৩৮ কোটি ডলারের ঘাটতি থাকায় উন্নয়নশীল অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগ আকর্ষণের চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে প্রবাসীরা এক হাজার ৯৪৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। আগের বছর পাঠিয়েছিলেন এক হাজার ৫৯৬ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ২১ দশমিক ৮ শতাংশ।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বেড়েছে

দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়ছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ৮০ কোটি ডলারের এফডিআই পেয়েছিল বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা বেড়ে ৮৬ কোটি ডলারে উঠেছে। তবে, আলোচিত সময়ে দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ (পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট) নেতিবাচক অবস্থায় নেমেছে। অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ (নিট) যা এসেছিল, তার চেয়ে ১২ কোটি ডলার চলে গেছে। এর আগের অর্থবছরে শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ঋণাত্মক ছয় কোটি ডলার।

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব অর্থনীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

দাম ২০ এবং পলিমার, পিইটি রেজিন ও প্লাস্টিক পণ্যের দাম ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে কৃষি খাত। কমবে উৎপাদন। কেননা কাতার থেকে যেসব দেশে সার সরবরাহ করা হয়, সেসব দেশই কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার বিরাট অংশের সরবরাহ দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে সারের দাম ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বাড়তি দামেও সার পাচ্ছে না অনেক দেশ। সরবরাহ চেইন প্রায় ভেঙে পড়েছে। আসছে মৌসুমের কৃষি উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাবে।

১০ বছরে বাণিজ্যের আড়ালে

১০ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে গত ১০ বছরে (২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬ হাজার ৮৩০ কোটি ডলার (৬৮.৩ বিলিয়ন) অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়েছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) প্রকাশিত তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য বা পরিমাণের মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে (ট্রেড মিস-ইনভয়েসিং) এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরানো হয়েছে। মূলত কর ফাঁকি দেওয়া, মুনাফা স্থানান্তর বা বিদেশে পুঁজি পাচারের উদ্দেশ্যে আমদানিতে অতিরিক্ত মূল্য (ওভার ইনভয়েসিং) এবং রপ্তানিতে কম মূল্য (আন্ডার ইনভয়েসিং) দেখানোর এই কারসাজি করা হয়।

জিএফআই-এর তথ্যমতে, বাণিজ্য মূল্যের এই বিশাল ব্যবধানের দিক থেকে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশের এই অবৈধ অর্থ প্রবাহের একটি বড় অংশ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের সময় ঘটেছে।

মোট ঘাটতির মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বা ৩৩ বিলিয়ন ডলারের কারসাজি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে।

প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের এই ঝুঁকি কেবল আঞ্চলিক বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাত এবং আমদানিনির্ভর শিল্পগুলোতে এই ধরনের অর্থ পাচারের প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের এই ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হলেও ভারতের তুলনায় তা অনেক কম। একই সময়ে ভারত থেকে বাণিজ্যের আড়ালে রেকর্ড ১ লাখ ৬ হাজার কোটি (১.০৬ ট্রিলিয়ন) ডলার পাচার হয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কায় উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে শ্রীলঙ্কার ভঙ্গুর অর্থনীতির প্রেক্ষিতে এই পাচারের প্রভাব দেশটিতে অনেক বেশি ভয়াবহ। পুরো এশিয়া অঞ্চলের চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবল ২০২২ সালেই এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে বাণিজ্যের আড়ালে পাচার হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার কোটি ডলার। চীন, থাইল্যান্ড ও ভারতের মতো বড় অর্থনীতিগুলো এই তালিকায় শীর্ষে থাকলেও ছোট-বড় সব দেশেই এই সমস্যা প্রকট আকারে বিদ্যমান।

গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এশীয় অর্থনীতিগুলোতে এ ধরনের অনৈতিক চর্চা গভীরভাবে গেড়ে বসেছে। গত এক দশকে এই প্রবণতা হ্রাসের কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়নি বলে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইরান যুদ্ধ: বাংলাদেশের জিডিপি ৩

১০ পৃষ্ঠার পর

ধীর হয়ে যেতে পারে। বহুল ব্যবহৃত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ গ্লোবাল ট্রেড অ্যানালাইসিস প্রজেক্ট (জিটিএপি) মডেল ব্যবহার করে এই বিশ্লেষণ করা হয়। মূলত বৈশ্বিক বাণিজ্য ও নীতিগত ধাক্কার প্রভাব বিশ্লেষণে এই মডেল ব্যবহৃত হয়।

গবেষকেরা সম্ভাব্য ক্ষতি বোঝার জন্য তিনটি আলাদা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথমত জ্বালানির দাম বাড়তে পারে। যদি যুদ্ধের কারণে তেল ও গ্যাস উৎপাদন বা পরিবহন ব্যাহত হয়, তাহলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৪০ শতাংশ এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) দাম প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এর ফলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়, শিল্প উৎপাদন খরচ এবং ভোক্তা পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ শতাংশ কমতে পারে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রের সঙ্গে জ্বালানি জড়িত। জ্বালানির দাম বাড়লে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বাড়ে, যার প্রভাব পড়ে পুরো শিল্প খাতে।

দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিপিং ব্যাহত হওয়া। যদি যুদ্ধের কারণে সামুদ্রিক পথে ঝুঁকি বাড়ে, তাহলে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও বিমা খরচ বেড়ে যাওয়ায় পণ্য পরিবহনের খরচ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

একই সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির চাহিদা ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জিডিপি প্রায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ কমতে পারে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং সময়মতো পণ্য পৌঁছানো না গেলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর যখন রপ্তানি কমে যায়, তখন এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য খাত, যেমন টেক্সটাইল, লজিস্টিকস ও সহায়ক সেবাগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক মন্দা ছড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় বিশ্লেষণে একসঙ্গে কয়েকটি ধাক্কার প্রভাব ধরা হয়েছে, যার মধ্যে আছে-উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে প্রবাসী আয় ১০ শতাংশ কমে যাওয়া। কারণ ওই দেশগুলোতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করেন এবং যুদ্ধের প্রভাবে সেসব দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই সম্মিলিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জিডিপি প্রায় ৩ শতাংশ কমে যেতে পারে, যা সবচেয়ে বড় প্রভাব।

গবেষণার প্রধান লেখক এবং সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, এই চাপগুলো একসঙ্গে কাজ করলে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে অর্থনীতিতে মাঝারি থেকে বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে।

তিনি বলেন, 'এই ফল অস্বাভাবিক নয়। যখন একসঙ্গে অনেক বাইরের চাপ আসে, তখন সেগুলো একে অন্যের প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। জ্বালানির দাম বাড়লে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। বাণিজ্যে সমস্যা হলে রপ্তানির চাহিদা কমে যায়। একই সময়ে রেমিট্যান্স কমে গেলে মানুষের আয় এবং খরচ কমে যায়।'

তার ভাষ্য, 'এই সব প্রভাব একসঙ্গে কাজ করে অর্থনীতির সরবরাহ ও চাহিদাদুই দিকেই চাপ সৃষ্টি করে। খরচ বাড়ে এবং বাজার দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দেয়। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তারাও খরচ কমিয়ে দেয়। এসব পরিবর্তন একসঙ্গে ঘটলে অর্থনীতির ধীরগতি আরও ধীর হয়

যা একক কোনো সমস্যার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।'

গবেষণায় বলা হয়েছে, জ্বালানির দামের ধাক্কায় বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ২ শতাংশ কমে যেতে পারে। কারণ উৎপাদন ব্যয় বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতা কমে যায়। যদি শিপিং ও বাণিজ্য ব্যাহত হয়, তাহলে রপ্তানি প্রায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশ কমে যেতে পারে।

আর সব ধাক্কা একসঙ্গে এলে রপ্তানি প্রায় ৬ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যা মূলত বাড়তি খরচ, কমে যাওয়া চাহিদা এবং পরিবহন সমস্যার সম্মিলিত প্রভাব।

গবেষণা অনুযায়ী, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেতৈরি পোশাক (গার্মেন্টস) উৎপাদন কমতে পারে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত, পরিবহন ও লজিস্টিকস খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ৫ শতাংশ পর্যন্ত, জ্বালানি-নির্ভর শিল্পখাত কমতে পারে ৪ শতাংশ, কৃষি খাত কমতে পারে ১ দশমিক ৫ শতাংশ।

সেলিম রায়হান বলেন, যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে দুই বছরের মধ্যে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে এবং পরিস্থিতি খারাপ হলে ক্ষতি আরও বড় হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা মূলত রপ্তানিনির্ভর শিল্প ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভরশীল। বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এই সংযোগের কারণেই অন্য কোথাও ভূরাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে বাংলাদেশও বাইরের ধাক্কায় সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গবেষণায় কয়েকটি করণীয়ও সুপারিশ করা হয়েছে। যেমনজ্বালানির উৎস আরও বৈচিত্র্যময় করা, বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো উন্নত করা, নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজে বের করা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কৌশল নেওয়া।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ট্রাম্প জাতির উদ্দেশে ভাষণে আসলে

১৪ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প দাবি করেছেন যে ইরানে 'শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন' ঘটে গেছে, কারণ দেশটির আগের প্রভাবশালী নেতারা এখন আর জীবিত নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর ছেলে মোজতবা এবং দেশটির শাসনব্যবস্থায় তেমন কোনো বড় ভাঙন দেখা দেয়নি।

জ্বালানিসংকট ও যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

আমেরিকায় পেট্রলের দাম হু হু করে বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। ট্রাম্প এই দুর্ভোগের জন্য ইরানকে দায়ী করলেও হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে সমাধান করেননি। উল্টো তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে এর পাহারায় এগিয়ে আসতে বলেছেন। ট্রাম্প ইরানকে 'প্রস্তর যুগে' ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে দেশটির বেসামরিক বিদ্যুৎ গ্রিডগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা ফের উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক আইনে বেসামরিক স্থাপনায় হামলা নিষিদ্ধ হলেও ট্রাম্প সেটিকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। বিশ্লেষক সিনা আজোদির মতে, ট্রাম্পের এমন সরাসরি হুমকি আসলে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থারই কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে। আলী হারব ওয়াশিংটনভিত্তিক সাংবাদিক ও লেখক। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি, আরবযুক্তরাষ্ট্র ইস্যু, মানবাধিকার ও রাজনীতি বিষয়ে লেখালিখি করেন।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ আরব

৬ পৃষ্ঠার পর

বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে এবং দাম বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের গড় দাম এখন প্রায় ৩.৯৯ ডলার, যা যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় এক ডলারের বেশি।

হোয়াইট হাউস বলছে, জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক এবং দীর্ঘমেয়াদে ইরানের হুমকি মোকাবিলার জন্য এটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের অর্থনৈতিক চাপ ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক জটিলতা দুই দিক থেকেই ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

আরেকটু সময় পেলেই হরমুজ চালু

৭ পৃষ্ঠার পর

এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আরেকটু সময় পেলে আমরা সহজেই হরমুজ প্রণালি খুলে দিয়ে, তেল তুলে নিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারি। এটা বিশ্বের জন্য আনন্দের হবে।'

তবে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খুলবে বা কোন তেলের কথা তিনি বলেছেনড়এ বিষয়ে তার বার্তায় কোনো ব্যাখ্যা দেননি ট্রাম্প। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথ বিমান হামলার মাধ্যমে পাঁচ সপ্তাহ আগে যে যুদ্ধ শুরু করেছে তা এখন বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলসহ অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরি করে চলেছে।

এ অবস্থায় সংঘাতের দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ট্রাম্পের ওপর চাপ বাড়ছে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS

IRS e-file

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC

KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল

Register today to ensure your place in the class!

Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!

কেন এই কোর্স করবেন?

- কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
- নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
- উচ্চ আয়ের সুযোগ
- কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না

Mohammed Hasem (MBA)
President and CEO

আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372

আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com

Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know

Join Us To Grow & Succeed

Designed By BrandClamp

ইরানে বড় ধাক্কা খেল যুক্তরাষ্ট্র, আকাশে আধিপত্য নিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতিগ্রস্তসহ মোট সংখ্যা ২০এর কাছাকাছি বা তারও বেশি হতে পারে।

৩ এপ্রিল প্রকাশিত রয়টার্স, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য গার্ডিয়ান ও বিজনেস ইনসাইডারের প্রতিবেদনে দেখা যায়, সাম্প্রতিক সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির মুখে পড়েছে। এর মধ্যে একটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান ইরানের ভেতরে ভূপাতিত হওয়ার বিষয়টি প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করা হয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্স জানায়, দুই ক্রুর একজনকে উদ্ধার করা গেলেও অন্যজন নিখোঁজ রয়েছে। একই দিনে একটি এ-১০ থান্ডারবোল্ট-২ আক্রমণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার খবরও প্রকাশিত হয়। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, এই ঘটনায় উদ্ধার অভিযান চালাতে গিয়ে মার্কিন হেলিকপ্টারও হামলার মুখে পড়ে, যা সংঘাতের ঝুঁকি আরও বাড়ার ইঙ্গিত দেয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের সমন্বিত বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে ড্রোন খাতে। এনডিটিভি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা-ভিত্তিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নজরদারি ও নির্ভুল হামলার জন্য ব্যবহৃত এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের অন্তত ১০টির বেশি ভূপাতিত হয়েছে। কিছু বিশ্লেষণে এই সংখ্যা আরও বেশি বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ড্রোনের পাশাপাশি যুদ্ধবিমানের ক্ষতিও গুরুত্ব পাচ্ছে। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, চলমান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র অন্তত একাধিক এফ-১৫ শ্রেণির যুদ্ধবিমান হারিয়েছে। এর মধ্যে কিছু শত্রুপক্ষের হামলায় ভূপাতিত হলেও, যুদ্ধের শুরুতে কুয়েতে 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার' বা মিত্রপক্ষের ভুল আঘাতে কয়েকটি বিমান ধ্বংস হওয়ার ঘটনাও সামনে আসে, যা অপারেশনাল সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

এছাড়া একটি কেসি-১৩৫ স্ট্র্যাটোট্যাঙ্কার রিফুয়েলিং বিমান দুর্ঘটনায় ধ্বংস হওয়ার তথ্যও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই ধরনের সহায়ক প্ল্যাটফর্ম হারানো আকাশে দীর্ঘসময় ধরে অপারেশন চালানোর সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, এই ক্ষয়ক্ষতির পেছনে ইরানের বহুমাত্রিক প্রতিরক্ষা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থলভিত্তিক সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল (এসএএম) ব্যবস্থা, মোবাইল এয়ার ডিফেন্স ইউনিট এবং ইলেকট্রনিক জ্যামিং প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারে ড্রোন ও নিম্ন-উচ্চতার বিমানগুলোকে সহজেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমকিউ-৯ রিপারের মতো ড্রোন তুলনামূলক ধীরগতির হওয়ায় এবং নির্দিষ্ট ফ্লাইট প্যাটার্ন অনুসরণ করায় এগুলো ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এই ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। একটি এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার, একটি এফ-১৫ই যুদ্ধবিমানের মূল্য ৮০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত, আর কেসি-১৩৫-এর মতো সহায়ক বিমান আরও উচ্চমূল্যের কৌশলগত সম্পদ। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সংঘাতের প্রথম দিকেই ক্ষতির পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, যা এখন আরও বেড়েছে।

তবে এই ক্ষতির গুরুত্ব শুধু অর্থনৈতিক নয় বরং কৌশলগত। বিশ্লেষকদের মতে, ড্রোনের বড় ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি ও গোয়েন্দা সক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে, আর যুদ্ধবিমান হারানো আকাশে আধিপত্য বজায় রাখার সক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে।

সব মিলিয়ে ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ক্ষয়ক্ষতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ আগের ধারণার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে থাকলেও, প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মুখে যুক্তরাষ্ট্রকে এখন নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।

ট্রাম্পের ভাষণের পরেই তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী

৭ পৃষ্ঠার পর

পূরণ করতে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমরা খুব শিগগিরই আমাদের সব সামরিক লক্ষ্য শেষ করার পথে রয়েছি। তবে আমরা তাদের (ইরান) ওপর খুব কঠিন আঘাত হানব। ট্রাম্প আরো জানান, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। প্রশাসন এই সংঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে বারবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একদিকে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে প্রয়োজনে সংঘাত আরো বাড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন।

এদিকে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে, ট্রাম্পের এমন দাবির সঙ্গে একমত নন ইরানের নেতারা।

এক মাসের কিছু বেশি সময় আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা চালায়। এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার অভিযানের পর মাত্র দুই মাসের মধ্যে এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বড় সামরিক পদক্ষেপ। ট্রাম্পের ভাষায়, একটি 'সুনির্দিষ্ট অভিযান' চালিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতাসহ আরো এক ডজনের বেশি শীর্ষ নেতাকে হত্যা করা হয়।

তবে গত এক মাসে এই সংঘাতের ক্ষতি ক্রমেই বাড়ছে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা বেড়েছে এবং প্রাণহানিও ঘটছে। ইরানের নেতারা হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে দিয়েছে, যা বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথ। ফলে তেলবাহী ট্যাংকার চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এক গ্যালন পেট্রোলের গড় দাম ৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বুধবার ট্রাম্প বলেন, গ্যাসের দামের এই বৃদ্ধি 'স্বল্প সময়ের জন্য' হবে। তার মতে, বাণিজ্যিক তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর ইরানের হামলার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ইরান যুদ্ধ শেষে ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র বললেন মার্কো রুবিও

৬ পৃষ্ঠার পর

সামরিক সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবে। ন্যাটোর ইতিহাসে ২০০১ সালে প্রথম ও শেষবার এ আর্টিকেলটি কার্যকর করা হয়। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলার পর ন্যাটোর আর্টিকেলটি কার্যকর করে আফগানিস্তানে হামলা চালানো হয়।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ট্রাম্পের ক্ষোভ, মিত্রদের বাধা : ইরান

১২ পৃষ্ঠার পর

সরঞ্জাম বহনকারী বিমানগুলোকে ফ্রান্স তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে না। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি লিখেছেন, ফ্রান্স এক্ষেত্রে 'খুবই অসহযোগিতা' করছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্সি এই পোস্টে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছে, তাদের সিদ্ধান্ত যুদ্ধ শুরুর নীতিমালার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম ফ্রান্স কোনো মার্কিন-ইসরায়েলি সমরাস্ত্রবাহী বিমানকে বাধা দিল। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সরাসরি অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছে এবং জানিয়েছে, তারা ফ্রান্সের কাছ থেকে সব ধরনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা বন্ধ করবে এবং ফরাসি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কোনো নতুন চুক্তিতে যাবে না।

ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। আকাশসীমা ও বিমানঘাঁটি ব্যবহারে ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের সরাসরি বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশগুলোকে 'অসহযোগী' ও 'কাপুরুষ' বলে সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে ফ্রান্সের আকাশপথ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল দেশটির সঙ্গে সব ধরনের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে

ইতালির অনুমতি প্রত্যাখ্যান

সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত সপ্তাহে ইতালি সিসিলির সিগোনেলা বিমানঘাঁটিতে মার্কিন সামরিক বিমান অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। ইতালীয় দৈনিক 'কোরিয়ার ডেলা সেরা'র মতে, কিছু মার্কিন বোমারু বিমান মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার আগে এই ঘাঁটিতে নামার কথা ছিল।

যদিও দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তো ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো বিরোধের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, মার্কিন বিমানঘাঁটিগুলো সক্রিয় রয়েছে, তবে বিদ্যমান চুক্তির বাইরে ব্যবহারের জন্য ওয়াশিংটনের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার স্পেন

এদিকে, ইরান হামলায় অংশ নেওয়া মার্কিন বিমানগুলোর জন্য নিজেদের আকাশপথ পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেন। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ শুরু থেকেই মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার কড়া সমালোচক। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্গারিটা রবেলস জানিয়েছেন, স্পেন কেবল ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা কাজের জন্য তাদের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে।

যুদ্ধের বিস্তার রোধে স্পেনের মতো দেশগুলো মার্কিন সামরিক অভিযানের জন্য তাদের আকাশপথ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটেনকে ট্রাম্পের পরামর্শড় মার্কিন জ্বালানি কেনা এবং সাহস সঞ্চয় করে হরমুজ প্রণালী দখল করা। মিত্র দেশগুলোর এমন পাল্টাপাল্টি অবস্থানে ন্যাটোর অভ্যন্তরীণ ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলছে

ব্রিটেনকে ট্রাম্পের পরামর্শ

ব্রিটেনকেও 'অসহযোগী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ট্রাম্প। ব্রিটেনের ওপর ক্ষোভ ঝেড়ে তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'যুক্তরাজ্যের মতো যারা হরমুজ প্রণালীর কারণে জ্বালানি পাচ্ছে না কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে না, তাদের জন্য আমার পরামর্শড় এক, আমেরিকার কাছ থেকে জ্বালানি কিনুন, আমাদের প্রচুর আছে। দুই, একটু সাহস সঞ্চয় করে প্রণালীতে গিয়ে তা দখল করুন।'

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং ব্রিটেনড়সবাই ন্যাটোর সদস্য। অন্যদিকে জার্মানিতে অবস্থিত ইউরোপের বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটি 'রামস্টেইন' ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই বলে জানানো হলেও, জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টেইনমায়ার এই যুদ্ধকে 'অবৈধ' বলে মন্তব্য করার পর সেখানেও বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তথ্যসূত্র : রয়টার্স ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

হাজার মাইল দূরের যুদ্ধের প্রভাব

১২ পৃষ্ঠার পর

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্যে, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে হাজার মাইল দূরের দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিখাতে। জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ও সারের বাজারে অস্থিরতার কারণে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের কোটি কোটি কৃষক নতুন করে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

ভারতের পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার ৪২ বছর বয়সী কৃষক রমেশ কুমার চলতি মৌসুমে তার ফসল নিয়ে উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন। গমক্ষেতে দাঁড়িয়ে তিনি হিসাব মিলানোর চেষ্টা করছেনড়বাড়তি সারের দাম, উৎপাদন খরচ, বাজারদর, সন্তানের পড়াশোনার ব্যয় এবং পারিবারিক প্রয়োজনড়সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন কিনা- এই চিন্তায় কপালে তার এখন চিন্তার বলিরেখা।

ওসব ফসলের ওপর নির্ভর করছে, বলেন তিনি ওখরচ বাড়লে কোথাও না কোথাও কাটছাঁট করতে হবেড়হয়তো মেয়ের বিয়ে পিছিয়ে দিতে হবে, এমনকি সন্তানের পড়াশোনাও ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

যে সার একসময় কৃষিকাজের নিয়মিত উপকরণ ছিল, সেটিই এখন বেশি দাম দিয়েও সময়মতো পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। রমেশ কুমারের কাছে এটি শুধু খরচের বিষয় নয়ড়বরং স্থিতিশীলতা আর সংকটের মধ্যে পার্থক্য। তার বড় ছেলে অমিতের স্কুল ফি শিগগিরই দিতে হবে, আর ছোট মেয়ে বর্ষার ভবিষ্যৎ বিয়ের জন্য তিনি টাকা জমাচ্ছিলেন।

ভালো সময়েও এগুলো সহজ নয়। "কোনোভাবে সামলে নিই,চ কুমার বলেন। "কিন্তু ফসল খারাপ হলে তখন ভাবতে হয়ড়কোনটা আগে, কোনটা পরে।চ

শুধু ভারতেই নয়, অনেকটা নিভৃতেই এ অনিশ্চয়তার কালোমেঘ ঘনিয়ে আসছে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে।

দক্ষিণ এশিয়ার বহু কৃষকের মতো তার জন্যও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধড়যা হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ঘটছেড়শুধু দূরের ভূরাজনীতি নয়।

এটি তার ঘরের ভেতরের সিদ্ধান্তগুলোকেও প্রভাবিত করছে।

দূরের সংকট, স্থানীয় প্রভাব

এই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হরমুজ প্রণালিড়যা ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকেও প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার দূরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। এই প্রণালি ইরান ও ওমানের মাঝখানে অবস্থিত। উপসাগরীয় তেল উৎপাদকরা এই পথেই তাদের বেশিরভাগ জ্বালানিপণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে থাকে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এই সরু নৌ করিডোর দিয়ে পরিবাহিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পরপরই ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান কার্যত এই প্রণালি বন্ধ করে দিলে জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে সার উৎপাদনে, কারণ নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের জন্য এলএনজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এছাড়া পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে এবং সময়মতো সার সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে।

যুদ্ধ বন্ধে পুতিন ও সালমানের

১২ পৃষ্ঠার পর

সরবরাহ করতে আগ্রহী। এছাড়া, ফোনালাপে পুতিন ও সৌদি যুবরাজ বর্তমান সংকটের কারণে জ্বালানি উৎপাদন ও পরিবহনে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা জানান, এই পরিস্থিতি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ইরানে অভিযানের জন্য আকাশপথ ব্যবহারে মার্কিন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান অস্ট্রিয়ার

ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিজেদের আকাশপথ ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের করা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে অস্ট্রিয়া। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জাতীয় নিরপেক্ষতা আইন বজায় রাখতেই ওয়াশিংটনকে এই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অস্ট্রিয়ার পাবলিক ব্রডকাস্টার ওআরএফ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে আকাশপথ ব্যবহারের জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। তবে ঠিক কতবার এই অনুরোধ করা হয়েছে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

মন্ত্রণালয়ের ওই মুখপাত্র আরও জানান, এ ধরনের প্রতিটি অনুরোধ অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে আলাদাভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইরান-যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা অব্যাহত রাখবে পাকিস্তান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে এবং দুই পক্ষকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে পাকিস্তান তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে। তবে এই শান্তি প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলেও স্বীকার করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ইসলামাবাদে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি এই মন্তব্য করেন। যদিও তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো বাধার কথা উল্লেখ করেননি। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংলাপের পথ প্রশস্ত করতে পাকিস্তান বর্তমানে একটি বহুজাতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

তাহির আন্দ্রাবি বলেন, চ্যালেঞ্জ এবং বাধা সত্ত্বেও পাকিস্তান আলোচনা ও মধ্যস্থতার পরিবেশ তৈরিতে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

তিনি আরও যোগ করেন যে, ইসলামাবাদ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে।

মুখপাত্রের দাবি, নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানড়উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট আস্থা রয়েছে।

ইরানের শতবর্ষী চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা

ইরানের অন্যতম প্রধান এবং প্রাচীনতম স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার দেশটির এক সরকারি কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, ত্রাণ সংস্থাগুলো এই অঞ্চলের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে হামলার পরিণাম নিয়ে সতর্ক করেছিল।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য কেন্দ্রের প্রধান হোসেন কেরমানপুর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ জানান, ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত পাস্তুর ইনস্টিটিউট অব ইরান এই হামলার শিকার হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম শতবর্ষী স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ওপর সরাসরি হামলা।

শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠানটি ইরানের প্রথম এবং প্রাচীনতম জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলে টিকা উদ্ভাবন এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ গবেষণায় এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিল।

এদিকে, এই হামলার বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সিএনএন-এর পক্ষ থেকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জরুরি অগ্রাধিকার: কাজা কালাস

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাস চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) বৈঠকের সারসংক্ষেপ জানিয়ে কাজা কালাস লেখেন, বেসামরিক জাহাজে ইরানের হামলা এবং অন্যান্য হুমকির কারণে হরমুজ প্রণালীতে নৌ-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী এই প্রণালীতে নিরাপদ ও শুল্কমুক্ত জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা এখন আমাদের জরুরি অগ্রাধিকার।

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় অচল হয়ে পড়েছে ইরানের দুই বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদন কারখানা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় ইরানের প্রধান দুটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা অচল হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হলোড় আহভাজ শহরের খুজেস্তান স্টিল কোম্পানি এবং কেন্দ্রীয় ইসফাহান প্রদেশের মোবারকেহ স্টিল কোম্পানি।

মোবারকেহ স্টিল কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তীব্র ও ব্যাপক হামলার কারণে তাদের কারখানার উৎপাদন লাইনগুলো বর্তমানে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

অন্যদিকে, খুজেস্তান স্টিল কোম্পানির অপারেশন বিভাগের উপ-প্রধান মেহরান পাকবিন জানিয়েছেন, হামলার ফলে কারখানার যে ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগবে। ইরানের সংবাদ মাধ্যম মিজান অনলাইন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি বলেন, আগামী অন্তত ছয় মাসের আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলো পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন না।

যুদ্ধ দিয়ে ইরান পরমাণু সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়: মাঁখো

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ও হরমুজ প্রণালীর চলমান উত্তেজনা নিয়ে কথা বলেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো। দক্ষিণ কোরিয়া সফররত মাঁখো জানান, যুদ্ধ বা সামরিক হামলা চালিয়ে এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা দেশটির পরমাণু কর্মসূচির কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারবে না। এর পরিবর্তে তিনি কূটনৈতিক পথ অনুসরণের আহ্বান জানান।

মাঁখো সতর্ক করে বলেন, যদি কূটনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত আলোচনার কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো না থাকে, তবে পরিস্থিতি আগামী কয়েক মাস বা কয়েক বছরের মধ্যে আবারও খারাপ হতে পারে।

এছাড়া হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে কোনো ধরনের সামরিক অভিযানের প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযান যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে প্রণালি দিয়ে যাতায়াতকারীরা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) উপকূলীয় হুমকির মুখে পড়বে। কারণ তাদের কাছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ শক্তিশালী সামরিক সরঞ্জাম ও সক্ষমতা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বাদে সবার জন্য হরমুজ প্রণালি খোলা: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন সব জাহাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালি খোলা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাগাই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

টিভি চ্যানেল নিউজ-রুম আফ্রিকা-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাগাই বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজগুলো "আগ্রাসনকারীচ পক্ষের [যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল] মালিকানাধীন বা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, ততক্ষণ সেগুলো এই প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে।

তবে এক্ষেত্রে ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তিনি।

ইরান সংঘাত নিরসনে সহায়তার প্রস্তাব রাশিয়ার

ইরান কেন্দ্রিক চলমান সংঘাত নিরসনে রাশিয়া অবদান রাখতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।

বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন।

সাংবাদিকদের পেসকভ বলেন, প্রেসিডেন্ট [পুতিন] নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। যদি আমাদের সহায়তার কোনো প্রয়োজন পড়ে, তবে বর্তমান সামরিক পরিস্থিতিকে যত দ্রুত সম্ভব শান্তিপূর্ণ ধারায় ফিরিয়ে আনতে আমরা অবশ্যই সব ধরনের অবদান রাখতে প্রস্তুত।

ইরানে তীব্র আঘাত হানার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের; পাল্টা লড়াইয়ের অঙ্গীকার তেহরানের

ইরানে তীব্র আঘাত হানার হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইরানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন।

বুধবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, ওয়াশিংটন তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

একইদিনে ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানিয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, ইরান হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার পরই কেবল ওই অনুরোধ বিবেচনা করা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইরানকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি এবং প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাগাই জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা চলতে থাকলে তেহরান পাল্টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, যুদ্ধ, আলোচনা, যুদ্ধবিরতির এই দুষ্টচক্র সহ্য করবে না তেহরান।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় শতবর্ষ পুরোনো একটি চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপরও হামলা অব্যাহত রেখেছে তেহরান।

বুধবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদ্দেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কোনো বৈরিতা নেই তেহরানের।

ইসরায়েলি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি আইআরজিসির

ইরানের শিরাজ শহরের আকাশে একটি ইসরায়েলি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ফার্স প্রদেশের আইআরজিসি-র একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি হার্মিস ৯০ মডেলের ড্রোনটি শিরাজ শহরের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটিকে শনাক্ত করে এবং ধ্বংস করে দেয়।

যুদ্ধের মূল কারণ নিয়ে ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

আসছিলেন, এই সংঘাতের প্রধান লক্ষ্য হলো ইরানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং দেশটির পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করা। তিনি আগে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন, ইরান কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মতে, ইরানের কাছে মাটির নিচে লুকানো প্রায় ৪৪০ কেজি ইউরেনিয়াম রয়েছে, যা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ। তবে গোয়েন্দা সংস্থা ও পর্যবেক্ষকদের মতে, তেহরান এই ইউরেনিয়াম দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছেড়এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

হোয়াইট হাউসের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রের সকল টেলিভিশন নেটওয়ার্কে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্পকে তার আগের অবস্থান থেকে অনেকটা সরে আসতে দেখা গেছে।

বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে ইউরেনিয়াম মজুত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন,ও সেগুলো মাটির অনেক গভীরে রয়েছে, আমি ওটা নিয়ে পরোয়া করি না।

তিনি আরও যোগ করেন,ও আমরা সব সময় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেটির ওপর নজর রাখব।

গত বুধবার ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, ইরান যদি হরমুজ প্রণালি খুলে না দেয় তবে তিনি দেশটিকে বোমা মেরেপ্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেবেন।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশটির অভ্যন্তরে মাটির নীচে থাকা ইউরেনিয়াম জব্দ করার লক্ষে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযান চালানোর কথা বিবেচনা করছেন ট্রাম্প।

গত রবিবার রাতে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইরানকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের দাবি মানতে হবে, অন্যথায়ও তাদের কোনো দেশ থাকবে না। ইরানের ইউরেনিয়াম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,ও তারা আমাদের কাছে পারমাণবিক ধূলিকণা সোপর্দ করতে যাচ্ছে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে হাজার হাজার মার্কিন নাবিক ও নৌসেনা (মেরিন) মোতায়েন করা হয়েছে, যা একটি স্থল অভিযানের আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন পোস্ট-কে জানিয়েছেন, পেন্টাগন স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে যা এখন কেবল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেন,ও কমান্ডার-ইন-চিফকে সব ধরণের বিকল্প ও সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া পেন্টাগনের কাজ। এর মানে এই নয় যে প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইরানের কাছে বর্তমানে প্রায় ২০০ কেজি ২০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যা খুব সহজেই ৯০ শতাংশ বা অস্ত্র তৈরির উপযোগী মানে রূপান্তর করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারমাণবিক চুল্লি পরিচালনা বা চিকিৎসার প্রয়োজনে এত উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধকরণের দরকার হয় না এবং এটি সম্ভবত অস্ত্র তৈরির জন্যই রাখা হয়েছে।

২০২৫ সালের জুনে ১২ দিনব্যাপী যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল দাবি করেছিল, তারা ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোও পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। তবে হামলার আগে তেহরান সেই সরঞ্জামগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়েছিল কি না বা সেগুলো এখনো মাটির নিচেই রয়ে গেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

আইএইএ-র মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি এর আগে বলেছিলেন, তার বিশ্বাস ইউরেনিয়ামগুলো গত বছর আক্রান্ত হওয়া তিনটি স্থানের মধ্যে দুটিতে রয়েছেড়্যার মধ্যে ইসফাহানের পারমাণবিক কমপ্লেক্সের একটি ভূগর্ভস্থ টানেল এবং নাতাঞ্জের একটি গোপন মজুত ভাণ্ডার অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ইরান বর্তমানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে না। ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া পারমাণবিক আলোচনায় ইরান তাদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত ত্যাগ করতে রাজি হয়েছিল।

যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত দিয়েও ইরানে তীব্র

৭ পৃষ্ঠার পর

ও মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় হওয়া ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণসহ নিজস্ব কিছু দাবি জানিয়েছে।

প্রশাসন এই সংঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে বারবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একদিকে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে প্রয়োজনে সংঘাত আরো বাড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন। এদিকে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে, ট্রাম্পের এমন দাবির সঙ্গে একমত নন ইরানের নেতারা।

এক মাসের কিছু বেশি সময় আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা চালায়। এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার অভিযানের পর মাত্র দুই মাসের মধ্যে এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বড় সামরিক পদক্ষেপ। ট্রাম্পের ভাষায়, একটি 'সুনির্দিষ্ট অভিযান' চালিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতাসহ আরো এক ডজনের বেশি শীর্ষ নেতাকে হত্যা করা হয়।

তবে গত এক মাসে এই সংঘাতের ক্ষতি ক্রমেই বাড়ছে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা বেড়েছে এবং প্রাণহানিও ঘটছে। ইরানের নেতারা হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে দিয়েছে, যা বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথ। ফলে তেলবাহী ট্যাংকার চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এক গ্যালন পেট্রোলের গড় দাম ৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বুধবার ট্রাম্প বলেন, গ্যাসের দামের এই বৃদ্ধি 'স্বল্প সময়ের জন্য' হবে। তার মতে, বাণিজ্যিক তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর ইরানের হামলার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে হঠাৎ করে শুরু হওয়া এক সংঘাতে আমেরিকার মিত্ররা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। ঠিক সেই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র তাদের আকাশসীমা ও সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করে আরো হামলা চালাচ্ছে। হাজার হাজার মার্কিন সেনাকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়েছে। এই যুদ্ধে মধ্যে ১৩ জন মার্কিন সেনাও নিহত হয়েছেন।

কিছু রিপাবলিকান নেতা ও ট্রাম্পের সমর্থকেরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় সাত হাজার মাইল দূরের একটি দেশে এক মাস ধরে চলা এই সামরিক অভিযান ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। কারণ গত এক দশক ধরে ট্রাম্প এই নীতির মাধ্যমে বিদেশে কম হস্তক্ষেপের কথা বলে আসছিলেন।

সমালোচক ও সমর্থক, উভয় পক্ষের কাছেই এই যুদ্ধে জড়ানোর অর্থনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প এমন সময়ে এই সংঘাতে জড়িয়েছেন, যখন তার আমলেই এক ব্যারেল তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ তিনি আগে মুদ্রাস্ফীতি কমানো এবং যুক্তরাষ্ট্রে সমৃদ্ধির এক 'সোনালী যুগ' আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ওয়াশিংটন পোস্টের এক জরিপ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সম্প্রতি ১০ হাজারের বেশি আমেরিকানের ওপর করা পাঁচটি সমীক্ষায় প্রায় ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই ইরান সংঘাতের বিরোধিতা করেছেন।

এ ছাড়া মার্চের মাঝামাঝি সময়ে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে ৫৯ শতাংশ মানুষ বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে ফক্স নিউজের এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৮ শতাংশ মানুষ ইরানের বিরুদ্ধে বর্তমান মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। আর ৬৫ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন এই সংঘাতের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

এই সপ্তাহে ট্রাম্প সংঘাত থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছেন। আবার পাশাপাশি ওই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীও বাড়িয়েছেন। মঙ্গলবার ট্রাম্প উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তির বিষয়টি থেকেও সরে আসেন। তার দাবি, ইরানের নতুন শাসনব্যবস্থা ইতিমধ্যেই 'অনেক বেশি সহজলভ্য' হয়ে গেছে।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে তাদের কোনো চুক্তি করার দরকার নেই। যখন আমরা নিশ্চিত হব যে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না, তখন আমরা সরে যাব। তখন চুক্তি হোক বা না হোক, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ইরান যুদ্ধ শেষ

৬ পৃষ্ঠার পর

থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই' হতে পারে।

এই ঘোষণা যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে এখন পর্যন্ত দেওয়া ট্রাম্পের সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিকে আমূল বদলে দিয়েছে, বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি করেছে।

ট্রাম্প আরও বলেন যে, এই সংঘাত বন্ধ করার জন্য তেহরানকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিতে আসার প্রয়োজন নেই।

সংঘাত নিরসনে সফল কূটনীতি কোনো পূর্বশর্ত কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'না, ইরানকে কোনো চুক্তিতে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে তাদের কোনো চুক্তি করার দরকার নেই।'

বিপরীতে ট্রাম্প বলেন, এই অভিযান গুটিয়ে নেওয়ার প্রধান শর্ত হলো ইরানকে এমনভাবে 'প্রস্তর যুগে' পাঠিয়ে দেওয়া, যেন অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনো সক্ষমতাই তাদের না থাকে।

তিনি বলেন, সেটি নিশ্চিত হলেই আমরা সেখান থেকে চলে আসব।

'ইরানে সরকার পরিবর্তনের নেপথ্যে

৬ পৃষ্ঠার পর

এটা কেন করছেন?' তবে তারা নির্বোধ।

খার্গ দ্বীপের দখল নেওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আমরা খার্গ দ্বীপের দখল নিতে পারি, না ও নিতে পারি... এমনও হতে পারে যে খার্গ দ্বীপের দখল নিয়ে আমরা সেখানে কিছু সময়ের জন্য অবস্থানও নিতে পারিড়আমাদের হাতে অনেক বিকল্প আছে।

খার্গ দ্বীপে ইরানের প্রহরা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় না খার্গ দ্বীপে ইরানের আর কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর আছে। আমরা খুব সহজেই সেটির দখল নিতে পারি।

সূত্র: আল জাজিরা, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: চার বছরে

৬ পৃষ্ঠার পর

মাত্র ৩০ দিনের ব্যবধানে দাম ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। সিএনএন বলেছে, এর আগেও জ্বালানি নিয়ে যখন সংকট দেখা দিয়েছিল, তখনো এক মাসের মধ্যে গ্যাসের দাম এত পরিমাণ বাড়েনি।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২০০৫ সালের হারিকেন ক্যাটনিরা ও ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা। রুশ বাহিনী ওই বছর ইউক্রেনে অভিযান শুরুর এক পর্যায়ে এক গ্যালন গ্যাসের দাম ৫ ডলার ছাড়িয়েছিল। গ্যাসের পাশাপাশি অপরিশোধিত তেলের দামও উর্ধ্বমুখী। ইরানে হামলার পর গতকাল সোমবার যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বাড়তে পারে তখন যুক্তরাষ্ট্রে অপরিশোধিত তেলের দামও বেড়ে যায়। গতকাল দেশটিতে ২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো এক ব্যারেল তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়ায়।

ইরানের ওপর ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়। যেখান দিয়ে বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ হয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদক যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে অবশ্য খুব বেশি তেল নেয় না।

সূত্র: সিএনএন

ইরানে যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের কথা

৫ পৃষ্ঠার পর

ইরানের আকাশসীমায় ভূপাতিত করা মার্কিন এফ-১৫ই যুদ্ধবিমানের একজন ক্রুকে উদ্ধারের দাবি করেছে মার্কিন বাহিনী। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শুক্রবার সকালে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) দেশের আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে।

সূত্র জানিয়েছে, বিমানটিতে দুজন ক্রু ছিলেন। ঘটনার পর তাদের উদ্ধারে অনুসন্ধান শুরু করে মার্কিন বাহিনী।

এদিকে সিএনএন বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বিমানটির পাইলট জীবিত রয়েছেন। তিনি মার্কিন হেফাজতে রয়েছেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

তবে বিমানের আরেক ক্রুর বিষয়ে কোনো কিছু জানা যায়নি। সূত্র জানিয়েছে, তাকে উদ্ধারে অভিযান চলছে।

ইরানে নিখোঁজ পাইলট খুঁজতে গিয়ে এবার হামলার মুখে মার্কিন হেলিকপ্টার

ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধারে চালানো অভিযানে এবার বড় ধরনের বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গেছে।

উদ্ধারকাজে নিয়োজিত একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ইরানের গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহের নিউজ এজেন্সি।

প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিধ্বস্ত মার্কিন যুদ্ধবিমানের পাইলটকে খুঁজে বের করতে মার্কিন বাহিনী যে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল, সেই অভিযানে অংশ নেওয়া একটি হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। একটি প্রজেক্টাইল বা গোলার আঘাতে হেলিকপ্টারটি আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ট্রাম্পের প্রস্তর যুগে ফেরত পাঠানোর হুমকি বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধ করার অভিপ্রায়: পেজেশকিয়ান

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়ার যে হুমকি দিয়েছেন, সেটি আসলে একটি বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধ করার অভিপ্রায়।

ওয়াশিংটনের শর্ত মেনে যুদ্ধ শেষের চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানকে স্টোন এজ বা প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি এই প্রশ্নটাই ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের কাছে করেছি, যিনি একজন আইনজীবী। পেজেশকিয়ান আরও বলেন, ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে চুপ থাকার জন্য মানুষকে বড় মূল্য দিতে হয়েছে।

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট চাইলেন ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ ও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই প্রতিরক্ষা খাতে ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইরানের সাথে সরাসরি যুদ্ধ চলাকালীন এই পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, ট্রাম্প এবং তার মন্ত্রিসভা দীর্ঘ দিন ধরেই মিত্র দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন।

এর পাশাপাশি ট্রাম্প নিজেও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় আরও বৃদ্ধির বিষয়ে বারবার তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

ইরানে ভূপাতিত যুদ্ধবিমান থেকে মার্কিন পাইলটের অবতরণের দাবি, ধরিয়ে দিলে বড় পুরস্কারের ঘোষণা

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে এক পাইলট জরুরি অবস্থায় বিমান থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের একটি সহযোগী স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) প্রচারিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই এলাকায় মার্কিন বিমানের উপস্থিতির কিছু ভিডিওচিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এই দাবি করা হলো।

চ্যানেলটির সংবাদ উপস্থাপক এক ঘোষণায় বলেন, যদি আপনারা শত্রু পাইলট বা পাইলটদের জীবিত আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারেন, তবে আপনাদের মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হবে।

এছাড়া টেলিভিশনের স্ক্রিনে চলা ক্রলে (নিচের লেখা) জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তাদের দেখামাত্রই গুলি করুন।

তবে এ দাবির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

কুয়েতে ড্রোন বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার র‍্যাপিড সেন্ট্রি মোতায়েন করল ব্রিটেন

কুয়েতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় একের পর এক ড্রোন হামলার ঘটনার পর সেখানে নিজেদের অত্যাধুনিক র‍্যাপিড সেন্ট্রি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে ব্রিটেন।

মূলত কুয়েত ও ব্রিটেনের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা এবং নিরাপত্তা জোরদার করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকালে কুয়েতের একটি বিদ্যুৎ ও পানি লবণমুক্তকরণ কেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালানো হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে দেশটির মিনা আল-আহমাদি তেল শোধনাগারেও বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে।

কুয়েতি সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ওই হামলায় শোধনাগারটির বেশ কিছু সচল ইউনিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, ভৌগোলিকভাবে ইরান থেকে কুয়েতের দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রয়্যাল এয়ার ফোর্স এইচ র‍্যাপিড সেন্ট্রি মোতায়েন করেছে। এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর স্বল্প পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে ড্রোনের হুমকি মোকাবিলা ও ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

কুয়েতের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পানি শোধনাগারের হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল: দাবি ইরানের

কুয়েতের বিদ্যুৎ ও পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রে ইসরায়েলের চালানো হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এই হামলাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে ওই অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ও ইসরায়েলি স্থাপনাগুলোতে পাল্টা আঘাত হানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান।

আইআরজিসি-র জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সরাসরি ইসরায়েলকে বেসামরিক অবকাঠামোতে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, কুয়েতের পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রে জায়োনিস্ট শাসনের এই অপ্রথাগত ও অবৈধ হামলা দখলদারদের নীচতা ও জঘন্য মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। রেভল্যুশনারি গার্ডস এই অমানবিক কাজের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আমরা ঘোষণা করছি যে, এই অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সেনাসদস্য এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে জায়োনিস্ট শাসনের সামরিক ও নিরাপত্তা কেন্দ্রগুলো এখন আমাদের শক্তিশালী লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় রয়েছে।

ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেন পোপ লিও

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত নিরসনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগকে কূটনৈতিক পথ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন পোপ লিও ১৪। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকালে দুই নেতার মধ্যে এক টেলিফোন আলাপে তিনি এই আহ্বান জানান।

ছবি: সংগৃহীত

ভ্যাটিকান জানিয়েছে, ইস্টার উপলক্ষে আয়োজিত এই ফোনালাপের মূল আলোচনার বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে একটি ন্যায়সংগত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। এ লক্ষ্যে পোপ কূটনৈতিক সংলাপের সব সম্ভাব্য পথ পুনরায় উন্মুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করল ফ্রান্সের জাহাজ

ইরান ও ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনার জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়া কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে ফ্রান্সের মালিকানাধীন একটি কন্টেইনার জাহাজ। জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ খবর জানিয়েছে মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স সংস্থা মেরিন ট্রাফিক।

ধারণা করা হচ্ছে, সংঘাত শুরুর পর এটিই প্রথম কোনো পশ্চিমা পতাকাবাহী জাহাজ যা এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথটি পার হলো।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) মেরিন ট্রাফিক জানায়, সিএমএ সিজিএম ক্রিস্ট্রি নামের জাহাজটি বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাতে ইরানি জলসীমা ব্যবহার করে বাংলাদেশ সময় রাত ১টা হরমুজ প্রণালি থেকে বেরিয়ে আসে।

জ্বালানি সংকটের জেরে ইসলামাবাদে বিনামূল্যে গণপরিবহন চলাচলের ঘোষণা

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। রাজধানী ইসলামাবাদে আগামী শনিবার থেকে সব ধরনের সরকারি গণপরিবহন বিনামূল্যে চলাচলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি আজ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, জনগণকে এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩৫০ মিলিয়ন (৩৫ কোটি) পাকিস্তানি রুপি ব্যয়ভার বহন করবে।

উল্লেখ্য, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ ও যাতায়াত ব্যয় থেকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতেই সরকার এই পাবলিক রিলিফ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শনিবার থেকেই এই নির্দেশনা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্য ইরানে একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিমান ভূপাতিত করা হয় এবং এর ধ্বংসাবশেষের কিছু ছবি তারা হাতে পেয়েছে।

তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উদ্ধারকৃত ধ্বংসাবশেষের গায়ের চিহ্ন বা মার্কিং থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বিমানটি মার্কিন ইউরোপীয় কমান্ডের। যদিও এর আগে বিমানটি এফ-৩৫ মডেলের হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তবে নতুন প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট মডেলের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

সংস্থাটি আরও দাবি করেছে, ভূপাতিত যুদ্ধবিমানটি মার্কিন ইউরোপীয় কমান্ডের ৪৮তম স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত, যা ইংল্যান্ডের লেকেনহিথ বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত। এই স্কোয়াড্রনটিকে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের অপারেশনাল এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের হাবশান গ্যাস কেন্দ্রে আগুন, কার্যক্রম স্থগিত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্যতম বৃহত্তম গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র হাবশান গ্যাস কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আকাশেই ধ্বংস করা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ স্থাপনাটির ওপর পড়লে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। আবুধাবি মিডিয়া অফিস আজ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে মিডিয়া অফিস জানায়, কর্তৃপক্ষ অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে কাজ করার সময় কেন্দ্রটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের কোনো অবকাঠামোতে হামলা চালায়, তবে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ও স্থাপনা ধ্বংস করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানি সামরিক বাহিনী।

ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র ইব্রাহিম জোলফাগারি এই সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, আমাদের কোনো অবকাঠামো স্পর্শ করার দুঃসাহস দেখালে আমরা এই অঞ্চলে আপনাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) সমস্ত সম্পদ এবং অবকাঠামো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

জোলফাগারি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করার যে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছেন, তার পাল্টা জবাব হিসেবেই এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, যদি ট্রাম্পের এই হুমকি কার্যকর করা হয়, তবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী পুরো অঞ্চল জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করবে। এছাড়া যেসব মিত্র দেশে মার্কিন বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, সেই সব দেশের মার্কিন স্থাপনাগুলোও হামলার আওতায় আসবে।

আঞ্চলিক দেশগুলোকে সতর্ক করে জোলফাগারি বলেন, যেসব দেশ মার্কিন সামরিক ঘাঁটির আতিথেয়তা দিচ্ছে, তারা যদি নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে চায় তবে অবিলম্বে আমেরিকানদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা উচিত।

বিজয় ঘোষণা করে ইরানের যুদ্ধ শেষ করা উচিত: জাভেদ জারিফ

ইরানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ তার দেশকে বিজয় ঘোষণা করার এবং এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যা বর্তমান সংঘাতের অবসান ঘটাবে এবং ভবিষ্যতে বড় কোনো যুদ্ধের পথ বন্ধ করবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সাময়িকী ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে জারিফ এই মন্তব্য করেন। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বশক্তিগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আলোচনার প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিত এই কূটনীতিক সেখানে একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

জারিফের প্রস্তাবের মূল দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নিষেধাজ্ঞা বনাম পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ: ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে হবে। এর বিনিময়ে ইরানের ওপর আরোপিত সকল আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। জারিফের মতে, ওয়াশিংটন আগে এই শর্তে রাজি না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। যেখানে উভয় দেশ অঙ্গীকার করবে যে তারা ভবিষ্যতে একে অপরের ওপর কোনো হামলা চালাবে না।

জাহাজ ভাড়ার ঊর্ধ্বগতিতে ঝুঁকির

৫ পৃষ্ঠার পর

রকিবুল আলম চৌধুরী বলেন, অধিকাংশ শিপিং কোম্পানি ডিটেনশন চার্জ ও জ্বালানি সারচার্জ উভয়ই বাড়িয়েছে।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে (টিবিএস) তিনি বলেন, "এই মাসের শুরুতে তারা জ্বালানি সারচার্জ আরোপ করেছে, যা আমাদের খরচের হিসাবের মধ্যে ছিল না।চ

এর প্রভাব ইতোমধ্যেই ফ্রেইট চার্জ বা জাহাজে মালবহনের ভাড়ায় দেখা যাচ্ছে। সাংহাই থেকে ২০ ফুটের একটি কাপড়ের কনটেইনার আমদানির খরচ ফেব্রুয়ারির ১,৫০০ ডলার থেকে মার্চে বেড়ে ১,৯০০ ডলার হয়েছে। একই রকম কনটেইনারে লস অ্যাঞ্জেলেসে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ভাড়া ২,৩০০ ডলার থেকে বেড়ে ২,৯০০ ডলার হয়েছে।

তিনি বলেন, "উভয় রুটেই শিপিং খরচ প্রায় ২৬-২৭ শতাংশ বেড়েছে।চ চীন-বাংলাদেশ সামুদ্রিক রুট দেশের পোশাক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৮.৪৪ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইল ও পোশাকের কাঁচামাল আমদানি করেছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশ এসেছে চীন থেকেড়এ তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন।

বাংলাদেশে ২০টির বেশি শিপিং লাইন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে মায়েরস্ক একাই দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কনটেইনার পরিবহন করে। এছাড়া ওশেন নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস, সিএমএ সিজিএম, এমএসসি এবং হ্যাপাগ-লয়েড-এর মতো অন্যান্য বড় কোম্পানিও রয়েছে।

জাহাজ ভাড়া, জ্বালানি ও আনুষঙ্গিক খরচ একসঙ্গে বাড়ায় অনেক আমদানিকারক এখন অপেক্ষা করে দেখার নীতি গ্রহণ করছেন।

দেশের বড় পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিএসএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল বশর চৌধুরী বলেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তিনি আমদানি স্থগিত রেখেছেন।

তিনি বলেন, "প্রতি টনে ভাড়া ২০-২৫ ডলার বেড়েছে। আর গত ১০ দিনে গমের দাম প্রতি টনে প্রায় ৩০ ডলার বেড়েছে। পণ্যদ্রব্যের দামে এই অস্থিরতা ও বাড়তি ফ্রেইট চার্জের কারণে আপাতত আমরা আউট অব মার্কেট আছি।চ

জ্বালানি খরচের চাপ গ্রাহকের ওপর

কনটেইনার ক্যারিয়ার আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিগুলো তাদের বাড়তি পরিচালন ব্যয় গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ওশেন নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস বিভিন্ন রুটে নতুন করে জ্বালানি সারচার্জ আরোপ করেছে।

নতুন কাঠামো অনুযায়ী ট্রান্স-প্যাসিফিক, ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রুটে এই চার্জ প্রযোজ্য হয়েছে।

নতুন হারের অধীনে, এশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে ২০ ফুট কনটেইনারে ১৬০ ডলার এবং ড্রাই কার্গোর জন্য ৪০ ফুট কনটেইনারে ৩২০ ডলার সারচার্জ আরোপ করা হচ্ছে। রেফ্রিজারেটেড কনটেইনারে এ হার আরও বেশিড়যথাক্রমে ২১০ ও ৪২০ ডলার।

এশিয়া, ইউরোপ এবং ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য রুটগুলোতেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যেখানে মূল (হেডহল) রুটে ফিরতি যাত্রার তুলনায় বেশি সারচার্জ আরোপ করা হচ্ছে। ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার কিছু করিডোরে এই সারচার্জ ইউরো মুদ্রায় নির্ধারণ করা হচ্ছে, যেখানে ২০ ফুট কনটেইনারের জন্য প্রায় ৬৯ ডলার সমপরিমাণ হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যগামী রুটগুলোও নতুন ট্যারিফ কাঠামোর আওতায় এসেছে, যেখানে কার্গোর ধরন ও গন্তব্য অনুযায়ী জরুরি জ্বালানি সারচার্জ (ইএফএস) ৮০ থেকে ৩২০ ডলারের মধ্যে নির্ধারিত হচ্ছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, জ্বালানির দামের ওঠানামা এবং ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির কারণে বৈশ্বিক শিপিং খাতে যে অস্থিরতা চলছে, এই সমন্বয়গুলো তারই প্রতিফলন।

ডিটেনশন চার্জও বাড়ছে

একই সময়ে প্রায় সব আন্তর্জাতিক শিপিং লাইন কনটেইনার ডিটেনশন ও ডেমারেজ চার্জ বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ কর্মকর্তারা।

মায়েরস্ক বাংলাদেশ আগামী ৬ এপ্রিল থেকে কনটেইনার ডিটেনশন চার্জ সংশোধন করেছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কনটেইনারে প্রতিদিনের চার্জ প্রায় ৭-১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ফ্রি-টাইম এলাউন্স অপরিবর্তিত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের বেশি কনটেইনার রাখার খরচ বেড়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে ড্রাই কনটেইনারে চার দিনের ফ্রি-টাইম থাকছে, তবে এরপর প্রতিদিনের চার্জ সব স্তরেই বাড়বে। রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার, যেখানে ফ্রি-টাইম মাত্র দুই দিন, সেগুলোর ক্ষেত্রেও দৈনিক ফি বাড়ানো হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, অন্যান্য শিপিং কোম্পানিও একই ধরনের সমন্বয় করেছে। ওশেন নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস ১ এপ্রিল থেকে বিভিন্ন ধরনের কনটেইনারে প্রায় ৪-৭ শতাংশ পর্যন্ত ডিটেনশন চার্জ বাড়িয়েছে।

শিপিং অপারেটরদের মতে, জাহাজের ধারণক্ষমতা সংকুচিত হওয়া, বৈশ্বিক শিপিং নেটওয়ার্কে ব্যাঘাত এবং কনটেইনার স্পেসের ধারাবাহিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই এসব চার্জ বাড়ানো হয়েছে।

তবে লজিস্টিকস সেবা খাতের সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বড় বেশিরভাগ শিপিং লাইন এখনও ডিটেনশন সারচার্জ আরোপ করেনি, যদিও তারা কনটেইনার সংকটের অজুহাত তুলে ধরছে। এ কারণেই এখনো পর্যন্ত ডিটেনশন সারচার্জের প্রভাব পুরোপুরি অনুভূত হয়নি বলে তারা মনে করছেন।

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ- এর সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ বলেন, "পরিস্থিতি এমনই চলতে থাকলে এপ্রিল মাসে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে।চ

তিনি আরও বলেন, জ্বালানি সারচার্জ ইতোমধ্যেই আরোপ করা হয়েছে, যা বৈশ্বিকভাবে ফ্রেইট কস্ট (ভাড়া) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এতে পুরো সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি হচ্ছে। এরশাদ আহমেদ এক্সপেডিটর্স (বাংলাদেশ) লিমিটেডেরও কান্ট্রি ম্যানেজার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ব্যবসায়ীরা প্রভাব মোকাবিলার প্রস্তুতিতে

রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকরা সতর্ক করে বলেছেন, লজিস্টিক ব্যয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে আমদানি ব্যয় বাড়ার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতেও পড়তে পারে। বিজিএমইএর পরিচালক আবু আবু তৈয়ব বলেন, বাড়তি খরচ আমাদের বায়ারদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুব একটা নেই।

তিনি বলেন, "ক্রেতারা বাড়তি ফ্রেইট বা ডিটেনশন চার্জ পরিশোধ করবে না। এই খরচ আমাদেরই বহন করতে হচ্ছে, ফলে মুনাফা কমছে এবং প্রতিযোগী সক্ষমতা দুর্বল হচ্ছে।চ

ভাড়া বাড়ানোর পক্ষে শিপিং কোম্পানিগুলোর যুক্তি

অন্যদিকে শিপিং কোম্পানিগুলো বলছে, এই ভাড়া বৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক খায়রুল আলম সুজন জানান, পরিচালন ব্যয় ব্যাপক হারে বেড়েছে।

তিনি বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানির দাম ব্যারেলপ্রতি ৭০ ডলারের নিচ থেকে বেড়ে প্রায় ১১৮ ডলারে পৌঁছেছে, আর বীমা প্রিমিয়াম ৫০-৬০ শতাংশ বেড়েছে।চ তিনি আরও জানান, সংঘাতপূর্ণ এলাকা এড়াতে জাহাজগুলো দীর্ঘ রুট ব্যবহার করছে, যার ফলে জ্বালানি খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

মায়েরস্ক বাংলাদেশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই ডিটেনশন চার্জ সমন্বয় করা হয়। তিনি বলেন, "ডিটেনশন চার্জ প্রতি বছর বাড়ে না, এটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।চ বাংকার জ্বালানি ও বীমা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক পরিচালন খরচ বেড়েছে বলেও জানান তিনি।

"শুধু মায়েরস্ক নয়, সব শিপিং কোম্পানিই বাড়তি খরচ সামাল দিতে ডিটেনশন চার্জ বাড়িয়েছে এবং একইভাবে জ্বালানি সারচার্জ আরোপ করেছে,চ যোগ করেন তিনি।

সামনে পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ

ফ্রি-টাইম শেষ হওয়ার পর ডিটেনশন চার্জ দ্রুত বাড়ায়ড়ব্যবসায়ীদের এখন আরও দক্ষ লজিস্টিকস পরিকল্পনার চাপ নিতে হচ্ছে।

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের বিলম্ব, বন্দরের জট বা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহন সমস্যার কারণে এখন অতিরিক্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে বলে সতর্ক করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকায়ড়নিকট ভবিষ্যতে জাহাজ ভাড়া ও সংশ্লিষ্ট খরচ উচ্চ পর্যায়েই থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছেড় যা বাংলাদেশের রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

মার্চে রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ

৯ পৃষ্ঠার পর

সহিংসতার ঘটনার সংখ্যা ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় কিছুটা কমলেও নিহতের সংখ্যা বেড়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৪৬টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১০ জন।

এইচআরএসএস-এর প্রতিবেদনে সহিংসতার বিস্তারিত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মার্চ মাসে সহিংসতার ১১৩টি ঘটনার মধ্যে বিএনপির অন্তর্কোন্দলে ৪৫টি ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫০১ জন ও নিহত ৯ জন। ১৬টি বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১০৯ জন ও নিহত ৫ জন, ২২টি বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১৫৬ জন এবং নিহত হয়েছেন ২জন। ২ টি বিএনপি-এনসিপি মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১১ জন, ২১ টি বিএনপি-অন্যান্য দলের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩৯ জন। এছাড়া, বিভিন্ন দলের মধ্যে ৭ টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ৯৬ জন ও নিহত হয়েছেন ২ জন। নিহত ১৮ জনের মধ্যে বিএনপির ১৩ জন, জামায়াতের ২ জন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের ২ জন ও একজন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ১৮ জনের মধ্যে একজন নারী, একজন কিশোর ও একজন সাধারণ মানুষ রয়েছেন। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এই মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের নামে ২৮টির অধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় ৩০৩ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১২৭ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, মার্চ মাসে রাজনৈতিক মামলায় বিভিন্ন দলের অন্তত ২২৫ জন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আওয়ামী লীগের অন্তত ১১০ জন, বিএনপির ৮৫ জন, জামায়াতের ২০ জন এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির ৮ জন রয়েছেন। এছাড়া সারাদেশে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে প্রায় দেড় হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মব ভায়োলেন্স বা গণপিটুনির ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্চ মাসে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বাকবিতণ্ডা, আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় অবমাননাসহ নানা অভিযোগে ২৫টি গণপিটুনির ঘটনায় অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ৩৮ জন আহত হয়েছেন।

সাংবাদিক নির্যাতনের তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে জানানো হয়, মার্চ মাসে সাংবাদিক নির্যাতনের ৩৪টি ঘটনায় মোট ৫৯ জন সংবাদকর্মী হয়রানির শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৩ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত এবং ১২ জন সাংবাদিক হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। এছাড়া ১ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ-২০২৫ এর অধীনে ৮ জন সাংবাদিককে আসামি করে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে।

কারাগারে মৃত্যুর বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ মাসে দেশের বিভিন্ন কারাগারে অন্তত ১২ জন কয়েদি মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ২ জন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী এবং বাকি ১০ জন সাধারণ কয়েদি। সার্বিক পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন,ওসাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনি সহিংসতা, মব সহিংসতা, হেফাজতে মৃত্যু, রাজনৈতিক উত্তেজনা, এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ-এসব বিষয় সমাধান করা না হলে মানবাধিকার পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারেও

বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্ক

৯ পৃষ্ঠার পর

মিন্টু। তিনি বলেন, টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। শনিবার (৪ এপ্রিল) রাজধানীর প্ল্যাটিনাম গ্র্যান্ডে আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। নেপালি শিল্পপতি ও লেখক ড. বিনোদ চৌধুরীরওমেড ইন নেপাল্ব বইটির মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, "নির্বাচন পরবর্তী জেন-জি প্রজন্মের মাঝে দুই সরকারের কেন ভারতের সাথে কাজ করা প্রয়োজনড়আপনারা কি মনে করেন এটা কেবল একটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি? আপনাদের মনে রাখতে হবে, আমার বক্তব্যটি প্রেক্ষাপটসহ বুঝতে হবে। আমি ১৭৫০-এর দশকে ফিরে যেতে চাই। যদি আপনি অ্যাডাম (স্মিথ)-এরওদ্য ওয়েলথ অফ নেশনস্ব বইটি পড়েন, তবে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছেড় আপনি যদি আপনার সমাজের উন্নতি করতে চান, আপনার দেশকে ধনী করতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য করতে হবে।চ

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল, বিশেষ করে ভারতের সাথে, যারা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অংশীদার। মিন্টু জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচন পরবর্তী নীতিমালায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতিফলন থাকা উচিত। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নেপালি শিল্পপতি বিনোদ কে চৌধুরী বলেন, "কখনও কখনও আমাদের ভাগ্য আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।চ তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সাথে নেপালের বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার পরিকল্পনার জন্য ভারতের ইতিবাচক অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-এর জাতীয় কমিটি হিসেবে আইসিসি বাংলাদেশ মূলত বাণিজ্য সহজীকরণ, নীতি সংস্কার এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করতে কাজ করে। অনুষ্ঠানে নেপালের প্রথম বিলিয়নেয়ার বিনোদ চৌধুরীর জীবনসংগ্রাম, উদ্যোক্তা হওয়া এবং উদীয়মান বাজারে উদ্ভাবনের গল্পগুলোও উঠে আসে।

আঞ্চলিক নেতাদের এসব বক্তব্য এই ধারণাকেই জোরালো করেছে যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা। দক্ষিণ এশিয়ায় ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এর কোনো বিকল্প নেই বলে তারা অভিমত দেন।

ড. ইউনূসকে মুখ খুলতে হবে, অর্জন

৮ পৃষ্ঠার পর

না। তারা সেগুলোকে আইনে পরিণত করবেন না। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ গুম প্রতিকার, মানবাধিকার কমিশন, বিচারপতি নিয়োগ অধ্যাদেশ রয়েছে। এগুলো বাতিল করে তারা আসলে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে নির্বাহী বিভাগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতে চাচ্ছেও বলেন তিনি।

ওসামগ্রিকভাবে বিএনপি একটি সংস্কারবিরোধী দল্ব মন্তব্য করে এনসিপি আহ্বায়ক বলেন,ওগত ১৬ বছর তারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। কিন্তু মানুষ তাদের আন্দোলনে সাড়া দেয়নি। কারণ তাদের নেতৃত্বে কখনো আস্থা ছিল না মানুষেরও

ওআমরা সংসদে সমাধান চেয়েছিলাম। সংসদে যেহেতু উপযুক্ত সমাধান আমরা পাচ্ছি না, তাই রাজপথে অবস্থান নিতে হচ্ছে। আমরা চাই সংবিধান সংস্কার পরিষদ হোক, অধ্যাদেশগুলোকে আইনে পরিণত করা হোক। বিএনপি সরকার বুঝতে পারছে না যে সামনে অর্থনৈতিক মন্দা আসছে। এ অবস্থায় সরকারের ওপর যদি জনগণের আস্থা না থাকে, বিএনপি সরকার পরিচালনা করতে পারবে নাও বলেন তিনি।

ঢাকা-আসনের সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলাম বলেন,ওযারা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে ছিলেন ড. ইউনূস, আসিফ নজরুলসহ উপদেষ্টাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তারা এই অধ্যাদেশগুলো করেছিলেন। এখন যে বাতিল হচ্ছে, এগুলো নিয়ে তাদের কথা বলতে হবে। ড. ইউনূসকে মুখ খুলতে হবে। তারা ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে বিএনপির হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে গেছে। এখন এই অধ্যাদেশগুলো বাতিল হয়ে যাবে, সংস্কার হবে না, তারা কোনো কথা বলবে না, ক্যারিয়ারে ফিরে যাবেড়এটা হবে না। জনগণের কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়াতে হবেও

ওমানুষের রক্তের ওপর দিয়ে আমরা তাদের ক্ষমতা দিয়েছিলাম। তারা আমাদের নিরাশ করেছে। কিন্তু যতটুক অর্জন সেসময় হয়েছে, সেই অর্জন ধরে রাখতে তাদেরও মাঠে নামতে হবে। ড. ইউনূসকেও আমি রাজপথে বিক্ষোভে নামার আহ্বান জানাচ্ছিও বলেন তিনি।

দেশের প্রথম 'বেসরকারি খাত

৯ পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ে কাঠামোগত মতামত দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

শনিবার (৪ এপ্রিল) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এই পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত পরিষদের সদস্যরা হলেনড়এসিআই পিএলসি-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আরিফ দৌলা, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, বে গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউর রহমান, ইনসেপ্টা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির, ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল জাব্বার, র‍্যাংগস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহানা রউফ চৌধুরী এবং প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর।

সংবিধান মানলে খালেদা জিয়া সেদিন

৯ পৃষ্ঠার পর

অপরাধীর এলাইন করার যেটার হাততালি তারা দিয়েছেন, সেটির মধ্য দিয়ে বেগম জিয়াকে তারা মূলত হচ্ছে অপমান করেছেন কিনা তারা সেটা ভেবে দেখবেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ৭২ এর সংবিধানের কিছু কিছু বিষয়কে উনারা সম্মান দিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয়কে উনারা সম্মান দেয়নি। তার মানে এই অভ্যুত্থানের পরে এই সংবিধানের কিছু অংশ উনারা মেনেছেন। কিছু অংশ উনারা মানেননি। উনারা কেবল ওই অংশটাই মেনেছেন যেই অংশটা উনাদের পক্ষে গিয়েছে। যে অংশটা উনাদের বিপক্ষে গিয়েছে এই অংশটা উনারা মানেননি।

'এই ধরনের প্রকৃতি সম্পন্ন যারা আছেন বাংলাদেশের পার্লামেন্ট যারা দেখছেন, তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। যারা কখনো কখনো কনফার্মিস্ট, যারা কখনো কখনো রিফর্মিস্ট তারা মূলত হচ্ছে অপরচুনিস্ট। এখন আমি সংবিধানের কিছু কিছু ধারা মানবো, কিছু কিছু ধারা মানবো না, আমি কখনো কখনো সাংবিধানিক কখনো কখনো আমি অসাংবিধানিক।চ

তিনি বলেন, এই সংবিধানকে আমি ধারণ করতে চাই, মেনে চলতে চাই, সেদিন ৬৪ বিধি অনুযায়ী অটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এই সংসদে প্রশ্ন রাখতে চাই, তৎকালীন বর্তমান রাষ্ট্রপতি চুপ্পু তখন বলা হয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে হবে। সেদিন কোন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করা হয়েছিল, সেটা আমাদেরকে অটর্নি জেনারেল জানাবেন। যেই হেয়ারিংটা হয়েছিল, এই হেয়ারিং-এ উনি উপস্থিত ছিলেন কি না? তখনকার সময় যিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন ওবায়দুল হক, তিনি তখন কোথায় ছিলেন? সেই রায়ের কপিটা আমরা দেখতে চাই।

তিনি বলেন, সেদিন বেগম জিয়া জেল থেকে বের হয়েছিল অভ্যুত্থানের জনরায়ের ভিত্তিতে। ঠিক সেই সেই জায়গায় সংবিধানকে আপনারা মানছেন, যেই যেই জায়গায় সংবিধান থেকে আপনারা বেনিফিটেড হবেন। তিনি আরো বলেন, গত ১৭ বছর ধান খেতে ঘুমাতে হয়েছে। ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মহাসচিব কান্না করে বলেছে। তাদের নেতাকর্মীরা ঢাকায় এসে রিক্সা চালায় চালিয়ে জীবন নির্বাহ কর। আজকে দেখেন আজকে লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী তাদের রক্ত দিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল কোন রাজনৈতিক দলকে বিশেষভাবে আমি আলাদা করতে চাই না। ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের রক্ত শ্রম ঘামের মধ্য দিয়ে এই হাসিনার পতন হয়েছে।

'জুলাই আদেশ' কোনো আইন নয়,

৯ পৃষ্ঠার পর

'জুলাই আদেশ' কেন আইন নয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো অর্ডারের আইনি ব্যাকিং থাকতে হয়। এই আদেশের কোনো আইনি ভিত্তি নেই। এটি একটি কালারেবল লেজিসলেশন। সংবিধানে যে পাওয়ার দেওয়া নাই, সেই পাওয়ার এখানে এক্সারসাইজ করা হয়েছে। চতুর্থ তফসিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

বক্তব্যের শেষে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। বিরোধী দলের '৫০-৫০' সদস্য দাবির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ২১৯ জন এমপির প্রতিনিধিরা ৫০ শতাংশ আর ৭৭ জনের প্রতিনিধিরা ৫০ শতাংশ পাবেন এটা বৈষম্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হোক, যেখানে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জুলাই সনদের পথ ধরে এমন একটি সংশোধনী আনব যা ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে নলে জানান আইনমন্ত্রী।

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে বাণিজ্যিক

৮ পৃষ্ঠার পর

কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরে কই, শিং, ট্যাংরা, দেশীয় পুঁটিসহ আরও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিয়ে কাজ বিস্তৃত হয়। ২০০২ সালের মধ্যে হ্যাচারিগুলো বাণিজ্যিকভাবে পোনা উৎপাদন শুরু করে, যা বড় পরিসরে চাষাবাদের ভিত্তি তৈরি করে।

বর্তমানে এসব মাছ শুধু বড় শহরের বাজারেই নয়, রাস্তার পাশের ছোট দোকানেও বিক্রি হচ্ছে। বিদেশি মাছের মতোই এখন এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মানভেদে পাবদা ৩৫০-৬০০ টাকা, গুলশা ৫০০-৭০০ টাকা, কই ২৭০-৩৫০ টাকা, শিং ৪০০-৫০০ টাকা এবং ট্যাংরা ৬০০-৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মাগুর, ফলি ও ভেদাসহ অন্যান্য দেশীয় মাছও পাওয়া যাচ্ছে।

ছোট দেশীয় মাছ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মশিউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে জানান, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) এসব মাছের অনেকগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তিনি বলেন, "আমরা ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত বেশ কিছু মাছকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাণিজ্যিক চাষের আওতায় এনেছি। বাকি প্রজাতিগুলো নিয়েও কাজ চলছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা প্রয়োজনীয় মাছ শনাক্ত করতে সহায়তা করে।চ

তবে তিনি জানান, এই পথচলা মোটেও সহজ ছিল না।

তার ভাষ্যমতে, ২০০০ সালের দিকে গবেষণা শুরু হলেও শুরুতে বাণিজ্যিক বিস্তার ধীরগতির ছিল। মাছ চাষ অনেকাংশে খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রতিটি প্রজাতির জন্য আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৪১টি বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লইট্যা ট্যাংরা, খলিশা, শোল, গুলশা, বোয়ালী পাবদা, তিতপুঁটি, ট্যাংরা, পাবদা, সরপুঁটি, কই, শিং, মাগুর, দারকিনা, বাটা, গুতুম, ভেদা, চিতল, গজার, ফলি ও মহাশোলসহ আরও অনেক প্রজাতি।

এর মধ্যে পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, বাটা, কই, শিং, মাগুর, চিতল, কুচিয়া ও ভেদাসহ ১৯টি প্রজাতি এখন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

আইইউসিএনের ২০০০ সালের জরিপে ৫৪টি মাছকে বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, আর ২০১৫ সালের জরিপে আরও ৬৪টি প্রজাতি যুক্ত হয়। সর্বশেষ রেড লিস্ট অনুযায়ী, ৬৪টি প্রজাতি ঝুঁকিতে রয়েছেড়এর মধ্যে ৯টি মহাবিপন্ন, ৩০টি বিপন্ন এবং ২৫টি ঝুঁকিপূর্ণ।

গবেষকদের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ২৬০-২৬৫টি দেশীয় স্বাদুপানির মাছ রয়েছে, যা প্রায় ৫০টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্রায় ১০০টি প্রজাতির প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্স বিভাগের শিক্ষক মো. গোলাম কাদের খান বলেন, চায়না জাল ও কারেন্ট জাল শুধু ছোট মাছই নয়, ব্যাঙ, সাপ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কেঁচোসহ প্রায় সব ধরনের জলজ প্রাণী ধরে ফেলে, যা জলজ জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, সাকার ফিশ ও গোরামির মতো আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি দেশের জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব মাছ দেশীয় মাছের আবাসস্থল ও খাদ্য দখল করছে এবং ছোট দেশীয় মাছ ও তাদের পোনা খেয়ে ফেলছে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও তুলনামূলক বড় আকারের কারণে এগুলো দেশীয় মাছের অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

এই বাজার পরিবর্তনের পেছনে রয়েছেন হাজার হাজার চাষি ও হ্যাচারি মালিক।

ময়মনসিংহের সততা হ্যাচারির মালিক এবং বাংলাদেশ হ্যাচারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তালুকদার ১৯৯৪ সাল থেকে পোনা উৎপাদন করছেন। কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর থেকেই তিনি দেশীয় মাছ নিয়ে কাজ শুরু করেন।

তিনি বলেন, "শুরুতে চাহিদা কম ছিল। তবে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মানুষের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।চ

বর্তমানে দেশে প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার হ্যাচারি রয়েছে, যেখানে দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন হয়; এর প্রায় অর্ধেকই ময়মনসিংহে অবস্থিত। শফিকুল প্রায় ৩০টি দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন করেন, যার অনেকগুলোই একসময় বিলুপ্তপ্রায় ছিল।

বিএনপি গণভোটের প্রস্তাব দিলেও

৮ পৃষ্ঠার পর

মতামতকে উপেক্ষা করা হচ্ছেড় গণভোটের পক্ষে জনসমর্থন বেশি থাকার পরও তা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

শফিকুর রহমান বলেন,ওফ্যাসিবাদ একটি রোগ। নির্দিষ্ট রোগী মারা গেলেও ফ্যাসিবাদ মারা গেছে এটা বলা যাচ্ছে না। এটা একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে সংক্রমিত হয় এবং সেই সংক্রমণ ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি। জনগণের রায়কে অবলীলায় অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার নামই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সূচনাড়

তিনি বলেন,ওআমরা দেশে আর ফ্যাসিবাদ চাই না। এখন যারা সরকারি দলে তারাও বড় মজলুম ছিলেন, আমরাও বড় মজলুম ছিলাম। গোটা জাতি মজলুম ছিলড়

এ সময় জামায়াতের আমির সাবেক ও বর্তমান মজলুমদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,ওআসুন, আমরা আবারও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইড়

জ্বালানি সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ওসরকার বাস্তব পরিস্থিতি গোপন করছেড় পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইনের কথা উল্লেখ করে বিরোধীদলীয় নেতা দাবি করেন,ওবাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে এবং বেশি দামে তেল বিক্রি হচ্ছেড়

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি সরকারকে সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসক নিয়োগের সমালোচনা করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন,ওএতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার খর্ব হচ্ছেড়

নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোও অনৈতিক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস নিয়ে শফিকুর রহমান বলেন,ওশিশুরা ডিভাইসে আসক্ত। এরপর এখন আবার হোমক্লাস নামে ডিভাইস ধরিয়ে দিলে আরও বেশি আসক্ত হয়ে যাবে। হোমক্লাসে মেধার অপমৃত্যু ঘটবেড়

শনিবার (৪ এপ্রিল) থেকে ১১ দলীয় ঐক্যের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হবে জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের ন্যায্য অধিকার জনগণের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত ১১ দলীয় ঐক্যের লড়াই অব্যাহত থাকবে। তবে এই আন্দোলন হবেওনিয়মতান্ত্রিক এবং ইস্পাত কঠিনড়

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে আমিরাতের প্রতি

৮ পৃষ্ঠার পর

সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্ব, সরকার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সংহতি ব্যক্ত করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাম্প্রতিক হামলা, প্রাণহানি, আহতের ঘটনা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। এ ছাড়া, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান। উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠককালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই যুদ্ধে তাদের দেশে ইরানের আক্রমণে দুই বাংলাদেশি নিহত হওয়ায় তার সরকারের গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাদের সরকার সেদেশে অবস্থিত সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বদ্ধ পরিকর।

তিনি এই যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময়ে পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং সংলাপ ও কূটনৈতিক উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আলোচনায় বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্ব পায় এবং উভয়পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশ সফর করছেন। এই সফরের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশের নেতৃত্বের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং এ অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা আরও সুদৃঢ় করা।

কিসের দেশ, নিজেরটা আগে

৮ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন। আর সবকিছু মিলে তিনি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।'

পাঁচ কোটির আইনে দেড় কোটির বৃদ্ধাঙ্গুলি :

গ্রামীণ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়' মাত্র তিন মাসের মধ্যে অনুমোদন পায়ড়যেখানে দেশে আগে থেকেই আবেদন করা অন্তত ২২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর ধরে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই দ্রুত অনুমোদন নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কমপক্ষে ৫ কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল থাকার কথা। কিন্তু গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপত্রে দেড় কোটি টাকার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যা আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের কেউই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননিড়কেউ দায়িত্বে না থাকার কথা বলেছেন, আবার কেউ বিষয়টি মনে নেই বলে এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা সরকারি নির্দেশনা মেনেই প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দিয়েছে এবং এটি একটি সামাজিক উদ্যোগ, লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

সাধারণত দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া হলেও এ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দ্রুততা, আইনি শর্তে বিভ্রান্তি এবং অন্যান্য আবেদন ঝুলে থাকার প্রেক্ষাপটে পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি শরীফুল আলম সুমনের করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বিস্তারিত পড়ুন।

ক্ষমতার গরমে রাজস্ব উধাও :

২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর জারি করা গেজেট অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংককে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এই সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সব ধরনের আয় করমুক্ত থাকবে। পূর্ববর্তী কর তথ্য অনুযায়ী, বছরে গড়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা কর দিত গ্রামীণ ব্যাংক। সেই হিসাবে আগামী পাঁচ বছরে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি অন্তত ১ হাজার কোটি টাকার বেশি হতে পারেড়যা বড় রাজস্ব ঘাটতির সময়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর-জিডিপি অনুপাত কম থাকা অবস্থায় এমন অব্যাহতি পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এছাড়া আইএমএফের শর্ত ছিল কর অব্যাহতি কমানো, কিন্তু বাস্তবে নতুন করে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পরে আইন পরিবর্তন করে বলা হয়, ভবিষ্যতে কর অব্যাহতির জন্য সংসদের অনুমোদন লাগবেড়তবে গ্রামীণ ব্যাংক এই সুবিধা পেয়েছে তার আগেই।

অন্যদিকে, গ্রামীণ ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যাট সুবিধা পেলেও শর্ত অনুযায়ী উৎপাদন না করে আমদানিনির্ভর থেকেছে এ নিয়ে তদন্তে অসঙ্গতি ধরা পড়লেও কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

এছাড়া গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টের বিরুদ্ধে প্রায় ১,০৪৩ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে মামলা এখনও চলমান। একই সঙ্গে ঋণের সুদকে লভ্যাংশ হিসেবে দেখিয়ে কম কর দেওয়ার ঘটনায় ৬৬৬ কোটি টাকার কর নির্ধারণ হলেও পরবর্তীতে আদালতের রায়ে তা বাতিল হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে কর অব্যাহতি, শর্ত লঙ্ঘন ও কর সংক্রান্ত বিরোধকে ঘিরে গ্রামীণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা ও ন্যায়সংগত সুবিধা প্রদান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সাত মামলা নিষ্পত্তিসহ আরো সুবিধা আদায় :

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অন্তত ৭টি মামলা থেকে অব্যাহতি, ই-ওয়ালেট লাইসেন্স অনুমোদন এবং জনশক্তি রপ্তানির লাইসেন্স প্রাপ্তিড়যেগুলো অস্বাভাবিক দ্রুততায় সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ।

গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড ১৬ বছর ঝুলে থাকার পর ২০২৫ সালে জনশক্তি রপ্তানির লাইসেন্স ও বায়রার সদস্যপদ পায়। একইভাবে, দীর্ঘদিন আটকে থাকা 'সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড' মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ই-ওয়ালেট লাইসেন্স পায়। এসব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ট্রাস্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

অন্যদিকে, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের করা মামলাগুলো রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দ্রুত নিষ্পত্তি বা প্রত্যাহার হয়ে যায়। এর মধ্যে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় সাজা বাতিল এবং দুদকের অর্থ আত্মসাতের মামলা প্রত্যাহার উল্লেখযোগ্য।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুবিধা আদায় করা স্বার্থের সংঘাত তৈরি করে এবং এটি শপথের পরিপন্থী হতে পারে। যদিও সংশ্লিষ্টরা দাবি করেছেন, সব প্রক্রিয়া আইন মেনেই সম্পন্ন হয়েছে। সব মিলিয়ে, ক্ষমতায় থাকার সময় দ্রুত লাইসেন্স অনুমোদন, মামলা নিষ্পত্তি এবং নীতিগত সুবিধা প্রাপ্তির ঘটনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নিউ ইয়র্কে শীতের ঠান্ডায় নয়, রোহিঙ্গা অন্ধ শাহ আলমের মৃত্যু ছিল হত্যাকাণ্ড!

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের হেফাজত থেকে ছেড়ে দেওয়ার কয়েকদিন পর নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া এক শরণার্থীর মৃত্যু হত্যাকাণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় অন্ধ এবং ইংরেজি না জানা ওই শরণার্থী নুরুল আমিন শাহ আলম-এর মৃত্যুর ধরন 'হোমিসাইড' বা হত্যাকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে ১ এপ্রিল বুধবার জানিয়েছে স্টেট মেডিক্যাল এক্সামিনারের দপ্তর।

মার্ক পোলোনকার্জ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শাহ আলমের মৃত্যুর কারণ ছিলহাইপোথার্মিয়া ও পানিশূন্যতার ফলে সৃষ্ট জটিলতা থেকে উদ্ভূত একটি ছিদ্রযুক্ত আলসার। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মৃত্যুর কারণ বলতে সেই রোগ বা আঘাতকে বোঝায় যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আইনগত কারণে পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা যাচ্ছে না বলেও তিনি জানান।

এরি কাউন্টির স্বাস্থ্য কমিশনার ড. গেল বারস্টেইন বলেন, শাহ আলমের একটি 'স্ট্রেস আলসার' ছিল, যা ফেটে গেলে দ্রুত চিকিৎসা না পেলে মৃত্যু হতে পারে। তিনি এটিকেএকটি মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি বলে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, শাহ আলম তীব্র মানসিক ও শারীরিক চাপের মধ্যে ছিলেন যার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ঠান্ডা (হাইপোথার্মিয়া) এবং পানিশূন্যতা।

বার্নস্টিন বলেন, 'হোমিসাইড' হিসেবে মৃত্যুর শ্রেণিবিন্যাসের অর্থ হলো অন্য কারও কাজ, অবহেলা বা সিদ্ধান্তের ফলে মৃত্যু ঘটেছে। তবে এটি অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল এমনটি বোঝায় না; সেটি বিচারিক ব্যবস্থার বিষয়।

তবে কর্মকর্তারা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান যে, তাকে যেদিন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন সিবিপি-এর পদক্ষেপ তার মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি না।

এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ-এর পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ব্লেন, শাহ আলম ওগণহত্যা থেকে পালিয়ে এই দেশে নতুন জীবন গড়তে এসেছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে তাকে একা কষ্ট পেতে হয়েছে।

তিনি জানান, তার দপ্তর এখনো ঘটনাটির তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

বাফেলোর মেয়র শন রায়ান বলেন, এই মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য ছিল এবং এটি সিবিপি-এর দায়িত্বে গুরুতর অবহেলার উদাহরণ। তিনি বলেনপ্রায় অন্ধ এবং ইংরেজি বলতে অক্ষম একজন দুর্বল মানুষকে শীতের রাতে একা ফেলে রাখা হয়েছেড়্যা অমানবিক ও অপ্রফেশনাল আচরণ।

এর আগে সিবিপি জানায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি বাফেলো পুলিশ তাদের হেফাজতে থাকা এক নন-সিটিজেন সম্পর্কে বর্ডার প্যাট্রোলকে জানায়। পরে জানা যায়, শাহ আলম ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাকে বহিষ্কার করা সম্ভব ছিল না।

সংস্থাটি দাবি করে, শাহ আলমকে একটি কফি শপে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যা তার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার কাছে একটিউষ্ণ ও নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

তবে তার পরিবার অভিযোগ করেছে, তাকে কোথায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাউকে জানানো হয়নি।

শাহ আলমের ছেলে মোহাম্মদ ফয়সাল বলেনআমাকে বা আমার পরিবার কিংবা আইনজীবীকে কেউ জানায়নি আমার বাবাকে কোথায় নামানো হয়েছে। পরিবার জানায়, তারা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থী।এই মৃত্যু নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো সিবিপি-এর আচরণের সমালোচনা করেছে।

এগিয়ে চলেছে প্রস্তুতি ১৫, ১৬, ১৭ মে নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মানবিক আদর্শ ও প্রজন্মকে একাত্তরের আলোতে দীক্ষিত করার প্রত্যয় নিয়ে এবারও নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা- ২০২৬। একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন-যুক্তরাষ্ট্র এই বইমেলার আয়োজক সংগঠন। আগামী ১৫,১৬ ও ১৭ মে ২০২৬, শুক্র, শনি ও রবিবার আয়োজিত হবে এই বইমেলা। নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ড সিটির ওইভানজেল খ্রীস্টিয়ান সেন্টার (৩৯-২০, ২৭ স্ট্রীট, লং আইল্যান্ড সিটি, নিউইয়র্ক ১১১০১) এর সুবিশাল ভ্যানুতে হবে তিনদিনব্যাপি এই বর্নাঢ্য আয়োজন। প্রথম দিন শুক্রবার বিকেলে নান্দনিক আয়োজনে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বরেণ্য লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট জনেরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ভিত্তিক মুক্ত আলোচনা, কবিতা, আবৃত্তি, গ্রন্থালোচনা, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, নাচ, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহনে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিসত্তা বিষয়ক টকশো সহ বিভিন্ন সৃজনশীল সূচি থাকবে তিনদিনব্যাপি এই অনুষ্ঠানে। এই আন্তর্জাতিক বইমেলায় উত্তর আমেরিকা সহ ইউরোপ, কলকাতা, বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিরা অংশগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ইতোমধ্যেই। বাংলাদেশ ও ভারতের বেশ কিছু বুকস্টল ও প্রকাশনা সংস্থা মেলায় অংশ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সবমিলিয়ে পুরো দমে এগিয়ে চলেছে বইমেলার প্রস্তুতি। বইমেলায় অতিথিদের আমন্ত্রণপত্র পৌঁছানোর কাজ করে যাচ্ছে বইমেলার বিশেষ টিম। বইমেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সাবকমিটি ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। একটি তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রস্তুতিও চলছে। শিকড়ের সন্ধানে উত্তর আমেরিকা থেকে এমন উদ্যোগ ২০২৫ সালে গোটা বিশ্বব্যাপি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। এবার তার চেয়েও বেশি উজ্জ্বলতর আয়োজনের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে আয়োজক সংগঠন। তারা দেশ-বিদেশের সকল মিডিয়ার সহযোগিতা কামনা করেছেন।তিনদিনব্যাপি বইমেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত সকল ব্যক্তি, সংগঠন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতার উদার আহ্বান জানিয়েছেন বই মেলার সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৪,৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির (৩৯-২০ ২৭ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক-১১১০১) ইভাঞ্জেল খ্রিস্টিয়ান সেন্টারে। ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা (ঋঙইঅঘঅ)'র ৪০তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনের প্রস্তুতির অগ্রগতি জানাতে ফোবানার হোস্ট কমিটি ও সেন্ট্রাল কমিটির উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৮টায় জ্যাকসন হাইটসের এক বাঙালী রেস্টুরেন্টে।

ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কানাডা থেকে আগত ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান, হোস্ট কমিটির কনভেনার নুরুল আমিন বাবু, সদস্য সচিব- বিশিষ্ট লেখক ও ছড়াকার মঞ্জুর কাদের,৪০ তম ফোবানার উপদেষ্টা লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লুৎফুন নাহার লতা,জয়েন্ট অক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুব্রত তালুকদার, চিফ কো- অর্ডিনেটর আব্দুল হামিদ, সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক কবি ফকির ইলিয়াস, মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক পিনাকি তালুকদার, কো-অর্ডিনেটর জাহাঙ্গীর আলম, জসীম উদ্দিন, বাংলাদেশ লিয়াজু কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপদেষ্টা হাকিকুল ইসলাম খোকন, মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আসলাম আহমাদ খান, এ এইচ এম আলী খবির মেইনষ্টিম লিয়াজু কমিটির কো চেয়ার আজহার চৌধুরী, কো- অডিনেটর শিবলী ছাদিক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সকলকে স্বাগত জানান ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী। তিনি জানান, ৪০তম ফোবানা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এবারের ফোবানায় থাকবে বঙ্গবন্ধুর উপর সেমিনার এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক নানান অনুষ্ঠান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি মঞ্জুর কাদের। তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচী এবং কর্ম পরিকল্পনা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান বলেন, আমাদের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, আমাদের এই গর্বিত ইতিহাসের উপর বারবার আঘাত এসেছে এবং তা রুখে দিতেই এবারের ফোবানার শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছেড়্চেতনায় ৭১, হৃদয়ে বাংলাদেশ।

হোস্ট কমিটির কনভেনার নুরুল আমিন বাবু জানান, বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে একাত্তরের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ। সেই মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে আমরা যদি সবাইকে একত্রিত করতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বুঝবে, গর্ব করবে। তিনি বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণের উর্ধ্বে উঠে এবারে ফোবানা হবে বাংলা ও বাঙালির মিলনমেলা। তিনি আরো বলেন, নিউ ইয়র্কে আসন্ন ৪০তম ফোবানাই হবে শ্রেষ্ঠ ফোবানা। এ ফোবানার সাথে অন্য কোন ফোবানার বিরোধ নেই।

৪০তম কনভেনশনের উপদেষ্টা নাট্যজন লুৎফুন নাহার লতা বলেন, হাজার বছর ধরে পথ চলা বাঙালি জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আছে গর্বিত সংস্কৃতি ও সভ্যতা। তিনি বলেন, বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি সন্তান আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক- বাহক। তারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক না কেন, বাংলাদেশের একেকজন দূত হিসেবে সেখানেই ছড়িয়ে দেবে আমাদের গর্বের ইতিহাস এবং ফোবানা সে লক্ষ্যেই কাজ করছে।

সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক কবি ফকির ইলিয়াস বলেন, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা। তিনি বাঙালির গর্বিত ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ মে একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি ৪০তম ফেবানা কনভেনশনের চীফ পেট্রন শফিক আলম, তবে তিনি টেলিফোনে একাত্নতা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তরকালে ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী জানান, কনভেনশন সফল করতে বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পী, সাহিত্যিক, কণ্ঠশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও যুক্তরাষ্ট্রের মেধাবী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তিনি জানান- ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের প্রধান উপদেষ্টা ও ফোবানার ফাউন্ডার চেয়ারম্যান খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী বিশেষ পারিবারিক সমস্যার কারণে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তবে উনার সঙ্গে পরামর্শক্রমে এডওয়ার্ড সহ অন্যান্য কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হবে। তিনি ৪০তম ফোবানা কনভেনশন সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে, সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ বলছেন,

৫ পৃষ্ঠার পর

রোমের বিশপের ক্যাথেড্রাল ও ব্যাসিলিকা অফ সেন্ট জন ল্যাটারান-এ পবিত্র বৃহস্পতিবারের এক অনুষ্ঠানে পোপ বলেন, আমরা যখন আধিপত্য বিস্তার করি তখন নিজেদের শক্তিশালী মনে করি, যখন সমান কাউকে ধ্বংস করি তখন বিজয়ী মনে করি এবং যখন আমাদের ভয় পাওয়া হয় তখন নিজেদের মহান মনে করি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের উদাহরণ দিয়েছেন আধিপত্য বিস্তারের নয় বরং মুক্ত করার; জীবন ধ্বংস করার নয় বরং জীবন দান করার।

এর আগে গত মার্চের শেষের দিকে পোপ যুদ্ধের জন্য যিশুর নাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এক ধর্মীয় উপদেশে বলেছিলেন, যিশু তাদের যারা যুদ্ধ করে তাদের প্রার্থনা শোনেন না, বরং তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পোপ হিসেবে তার প্রথম বছরে লিও মার্কিন রাজনীতিতে সরাসরি না জড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন এবং হোয়াইট হাউসের সাথে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে চলেছেন। তবে তিনি তার প্রভাব ব্যবহার করেছেন পরোক্ষভাবে; যেমন গত বছর যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার অভিবাসী নির্বাসন অভিযান জোরদার করেছিলেন, তখন পোপ মার্কিন বিশপদের অভিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্টের জন্য তার কোনো বার্তা আছে কি নাড়একজন সাংবাদিকের এমন সরাসরি প্রশ্নের জবাবেই কেবল তিনি ট্রাম্পের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। ৩১ মার্চ রোমের বাইরে ক্যাস্টেল গানডলফোয় পোপ বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি যুদ্ধ শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আশা করি তিনি সহিংসতা এবং বোমাবর্ষণ কমানোর পথ খুঁজছেন।

পোপ লিও জানিয়েছেন, তিনি যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি। তবে ভ্যাটিকানের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকালে তিনি ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে সংলাপ এবং সংঘাত অবসানের গুরুত্বের ওপর পুনরায় জোর দিয়েছেন।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলে

৫ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে লিখেছেন, আমি ইরানকে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য অথবা হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য ১০ দিন সময় দিয়েছিলাম, মনে আছে? সময় ফুরিয়ে আসছে। ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসার আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি।

ন্যাটো মহাসচিবের সঙ্গে ফোনালাপে ইরান যুদ্ধ অবসানে আরও প্রচেষ্টার তাগিদ এরদোয়ানের

ইরান ও ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধকে একটি ভূ-কৌশলগত অচলাবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। এই সংঘাত নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তুরস্কের প্রেসিডেন্সিয়াল ডিরেক্টরেট অব কমিউনিকেশনস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটের সাথে এক ফোনালাপে এরদোয়ান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির পাশাপাশি ন্যাটো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন।

ফোনালাপে এরদোয়ান বলেন, চলমান যুদ্ধের এই সংকটময় মুহূর্তে তুরস্কের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ন্যাটোর সমর্থন এই জোটের সংহতি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতারই এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

ইরান যুদ্ধের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গও টেনেছেন। তিনি ন্যাটো প্রধানকে আশ্বস্ত করেন যে, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে তুরস্ক তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ইরান যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই ৩,৩০০ প্রাণহানি, বাস্তুচ্যুত ৪৩ লাখ মানুষ: ডব্লিউএইচও

ইরানের চলমান যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ভয়াবহ প্রভাবের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সংস্থাটি জানিয়েছে, এই সংঘাতের ফলে ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪৩ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হানান বালখি এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, চলমান এই লড়াই সাম্প্রতিক দশকের অন্যতম সুদূরপ্রসারী সংকটের জন্ম দিয়েছে।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে বালখি আরও জানিয়েছেন, এ যুদ্ধে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর ওপর অন্তত ১১৬টি হামলার ঘটনা ডব্লিউএইচও নিশ্চিত করেছে।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে চাপ বাড়ায় মন্ত্রিসভায় বড় পরিবর্তনের কথা ভাবছেন ট্রাম্প

চলতি সপ্তাহে অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডিকে অপসারণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন তার মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদলের কথা ভাবছেন। কারণটাও বেশ স্পষ্ট: ইরান যুদ্ধের জেরে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তাতে তিনি হতাশই বলা যায়। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ব্যক্তি এমনটাই জানিয়েছেন।

হোয়াইট হাউস যেহেতু এখন নতুন এক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জিং সময়ের সম্মুখীন, তাই সম্ভাব্য এই রদবদল হোয়াইট হাউসের জন্য একটি নতুন সূচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধের কারণে গ্যাসের দাম বেড়েছে। সেই সঙ্গে জনপ্রিয়তা কমেছে খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। এছাড়াও এই যুদ্ধ আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে- এমন উদ্বেগও তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের কেউ কেউ বলেছেন, বুধবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ট্রাম্পের ভাষণ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ফলে বার্তা বা জনবল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, কার্যক্রম দেখানোর জন্য রদবদল খারাপ কিছু নয়, তাই না।

হোয়াইট হাউসের সূত্রগুলো রদবদলের ফলে মন্ত্রিসভায় কে কে জায়গা হারাতে পারেন, কিংবা নতুন করে কে কে জায়গা পেতে পারেন, সে বিষয়টি স্পষ্ট করেনি। তবে তারা বলেছেন, একাধিক কর্মকর্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

ইরানে ৩০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা হয়েছে: ইরানের বিজ্ঞানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে চলমান যুদ্ধে ইরানের অন্তত ৩০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি হামলার শিকার হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরান স্টুডেন্টস নিউজ এজেন্সির (আইএসএনএ) বরাতে দেশটির বিজ্ঞানমন্ত্রী এ তথ্য জানিয়েছেন।

ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হোসেন সিমায়েই সাররাফ বলেন, অসামরিক এলাকা এবং শিক্ষা ও গবেষণার জন্য জরুরি অবকাঠামোসমূহকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আইএসএনএ-র প্রতিবেদনে মন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে আরও বলা হয়, আজ লাখ লাখ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষা ও গবেষণা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইরানি রেড ক্রিসেন্ট এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গতকাল তেহরানের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ বেহেশতি ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু ভবন মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইরান সরকারের দাবি, দেশটির বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হচ্ছে।

তবে ইসরায়েল এই হামলাগুলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে। তাদের দাবি, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই আক্রমণগুলো চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থানে অনড় থেকে জানিয়েছে যে, তাদের বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে না।

একদিনে ইরানের ২৩ ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫৬ ড্রোন প্রতিহতের দাবি আমিরাতের

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ওপর ইরানের ব্যাপক হামলার খবর পাওয়া গেছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ ইরান থেকে ছোঁড়া ২৩টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৫৬টি ড্রোন সফলভাবে প্রতিহত করেছে আমিরাতি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুদ্ধের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোট ৪৯৮টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ২৩টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২ হাজার ১৪১টি ড্রোন ধ্বংস করেছে।

সংঘাতের ভয়াবহতা তুলে ধরে মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, ইরানের এসব হামলায় এ পর্যন্ত আমিরাতের দুজন সামরিক সদস্য এবং একজন মরক্কান ঠিকাদার প্রাণ হারিয়েছেন।

বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিবৃতিতে জানানো হয়, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ফিলিস্তিন, ভারত ও মিশরের নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া এখন পর্যন্ত অন্তত ২১৭ জন বিভিন্ন মাত্রায় আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ইরানের পেট্রোকেমিক্যাল ও ইস্পাত শিল্পে মার্কিন-ইসরায়েলির হামলা বাড়ছে

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ষষ্ঠ সপ্তাহে পা রাখার সাথে সাথে ইরানের শিল্প খাতের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার পরিধি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত কারখানা, সিমেন্ট কারখানা এবং পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সগুলো এখন এই হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দক্ষিণ ইরানের একাধিক পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে হামলা চালানো হয়। এসব স্থাপনার কোনো কোনোটি দেশটির প্রভাবশালী সামরিক বাহিনী ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিশেষ করে মাহশাহর এবং বন্দর ইমাম পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স দুটি ইরানের শিল্প অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এবং দেশটির রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। এই কেন্দ্রগুলোতে গ্যাস ও তেল প্রক্রিয়াজাত করে প্লাস্টিক, সার এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক উৎপাদন করা হয়।

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, হরমুজগান প্রদেশের একটি সিমেন্ট কারখানাতেও হামলা চালানো হয়েছে। তবে স্থানীয় এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংস্থাটি জানায়, হামলার পরও কারখানাটির কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক দিনে দক্ষিণ ইরানের বেশ কিছু বন্দরেও হামলা চালানো হয়েছে।

কূটনৈতিক আলোচনার লক্ষ্যে কাতার পৌঁছেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি

কূটনৈতিক আলোচনার লক্ষ্যে কাতার পৌঁছেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তার চলমান সফরের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে কাতারে অবস্থান করছেন।

ছবি: এএফপি

এর আগে, গত শুক্রবার (৩ এপ্রিল) তিনি সৌদি আরব সফর করেন। কাতার সফর শেষ করে তার সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

হরমুজ প্রণালি নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোট স্থগিত

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাহরাইনের আনা একটি প্রস্তাবের ওপর আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হতে পারে। কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে।

এই ভোটটি প্রথমে গতকাল হওয়ার কথা ছিল এবং পরে তা আজকের জন্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন কূটনীতিক এখন বলছেন যে ভোটটি আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে এবং নতুন কোনো তারিখ এখনও ঠিক করা হয়নি।

সংবাদ সংস্থাটি আরও জানায় যে, এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জাতিসংঘে বাহরাইনের মিশন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

হরমুজ প্রণালি। ছবি: রয়টার্স

এই খসড়া প্রস্তাবটি গৃহীত হলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিরাপদ করতে সদস্য দেশগুলো প্রয়োজনীয় সব ধরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি পাবে।

নতুন বাজেট প্রস্তাবের আওতায় প্রায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

যাতায়াত কার্যত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়ে যাবে।

কারা বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন?

এই প্রস্তাবনাটি বিশেষভাবে সেইসব নিউ ইয়র্কবাসীদের লক্ষ্য করে প্রণীত হয়েছে, যাদের এই সুবিধাটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রস্তাবটি পাস হলে, ফেডারেল দারিদ্র্যসীমার ১৫০% বা তার নিচে আয়ের স্তরে বসবাসকারী বাসিন্দাদের যাতায়াত ভাড়া বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

আয়ের সর্বোচ্চ সীমা: একক সদস্যবিশিষ্ট কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে, এই আয়ের সীমা হলো বছরে প্রায় ২৩,৪৭৫ ডলার।

সুবিধাভোগীর আওতা: বর্তমানে ফেয়ার ফেয়ারসচ কর্মসূচিতে ৩,৭০,০০০-এরও বেশি মানুষ তালিকাভুক্ত থাকলেও, শহর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে প্রায় ১০ লক্ষ বাসিন্দা এই কর্মসূচির যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করেন।

শহর কর্তৃপক্ষ কীভাবে এই ব্যয়ের অর্থ সংস্থান করবে?

গণপরিবহনে যাতায়াতের খরচ সাধ্যের মধ্যে রাখা বা ট্রানজিট অ্যাফোর্ডেবিলিটি হলো কাউন্সিলের প্রস্তাবিত ১২২ বিলিয়ন ডলারের বাজেট পরিকল্পনার অন্যতম মূল ভিত্তি। বর্তমানে, ফেয়ার ফেয়ারসচ কর্মসূচির পেছনে নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বছরে প্রায় ১২১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে।

যদিও নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের স্পিকার মেনিনের দপ্তর এই কর্মসূচির সম্প্রসারণ বাবদ মোট ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবটি এখনো প্রকাশ করেনি, তবুও কাউন্সিল এটিকে নিউ ইয়র্ক সিটির কর্মীবাহিনীর পেছনে একটি আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল বিনিয়োগ হিসেবেই তুলে ধরছে।

প্রস্তাবনাটি বর্তমানে আলোচনার বা দরকষাকষির পর্যায়ে রয়েছে। সিটি কাউন্সিল এবং মেয়র মামদানির প্রশাসন আগামী কয়েক মাস ধরে ২০২৭ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়নের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে;

এই বাজেটটি অবশ্যই ২০২৬ সালের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।

এদিকে, 'রাইডার্স অ্যালায়েন্স'-এর মতো বিভিন্ন জনস্বার্থবাদী সংগঠনগুলো নগর প্রশাসনকে আরও অগ্রগামী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তারা দাবি জানাচ্ছে যেন যোগ্যতার সর্বোচ্চ সীমাটি দারিদ্র্যসীমার ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করা হয়ড়্যার লক্ষ্য হলো সেই 'মিসিং মিডল' বা 'হারিয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত' অংশটিকে সহায়তা করা, যারা সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্য নির্ধারিত আয়ের সীমার চেয়ে বেশি আয় করেন, অথচ জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের নেই।

ইসরায়েলবিরোধী বক্তব্য,

৫২ পৃষ্ঠার পর

তাকে আটক করা হয়েছেড়্যা তাদের মতে ভিত্তিহীন।

আইনজীবীদের দাবি, ইসরায়েলের সমালোচনা এবং কিশোর বয়সে ইসরায়েলি সামরিক আদালতে হওয়া একটি মামলার কারণে তাকে টার্গেট করা হয়েছে। ওই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর দিকে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগ আনা হয়েছিল বলে জানান আইনজীবী মুনজেদ আহমদ। ইসরায়েলের সামরিক আদালতে গ্রেপ্তার ফিলিস্তিনিদের বিচার হয়, যেখানে তাঁদেরকে দ্রুত দণ্ডিত করার রেকর্ড রয়েছে ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটির। বিচার চলাকালে আইনি লড়াইয়ের সুযোগও তেমন পান না ফিলিস্তিনিরা। যদিও ইসরায়েল বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

তবে আইস এজেন্টদের হাতে সারসুর আটক হওয়ার পরড়্যাতুন করে এসব তথ্য সামনে আসছে। তাঁর আইনজীবী মুনজেদ আহমদ বলেন, আমাদের সরকারের কোনো বিদেশি সরকারের স্বার্থে কাজ করা উচিত নয়। আমার কাছে স্পষ্ট, ফিলিস্তিনি বয়ানকে দমিয়ে দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।চ আইনজীবীরা আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে সারসুরের কোনো অপরাধের রেকর্ড-ও নেই।

এই ঘটনাকে তারা মাহমুদ খলিলের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কর্মী এবং বিদেশনীতি-সংক্রান্ত হুমকি অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের মুখে রয়েছেন।

এবিষয়ে মন্তব্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এবং আইসের কাছে ইমেইল পাঠায় দ্য গার্ডিয়ান। কিন্তু, এর তাৎক্ষণিক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

গত পাঁচ বছর ধরে সারসুর ইসলামিক সোসাইটি অব মিলওয়াকির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার আইনজীবীরা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে গ্রিন কার্ডধারী এবং মিলওয়াকিতে বসবাস করছেন। তার স্ত্রী ও চার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

এই আটকের ঘটনায় মিলওয়াকির মেয়র ক্যাভেলিয়ার জনসন-সহ শীর্ষ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ক্যাভেলিয়ার এ ঘটনাকে চরম অগ্রহণযোগ্যচ বলে মন্তব্য করেছেন।সংবাদ সুত্র দ্য গার্ডিয়ান

নিউ ইয়র্কের বাফেলো-এর ইস্ট সাইডে মাটিতে বিপজ্জনক সীসা শনাক্ত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহরের ইস্ট সাইড এলাকার আবাসিক বাড়িগুলোর আঙিনায় এবং আশপাশের মাটিতে আশঙ্কাজনক মাত্রায় বিষাক্ত সীসার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। স্থানীয় তৃণমূল সংগঠন ওপেন বাফলো-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে।

সংস্থাটির ইস্ট সাইড সয়েল প্রজেক্ট-এর আওতায় প্রায় ১৩০টিরও বেশি বাড়ির আঙিনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ির মাটিতে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি নির্ধারিত নিরাপদ সীমার চেয়ে তিন গুণ বেশি সীসা রয়েছে। বিশেষ করে ইস্ট ফেরি, জেফারসন এবং হ্যামলিন পার্ক এলাকার বাড়িগুলোতে এই দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে ওপেন বাফলো-র প্রতিনিধি ম্যাক্স অ্যান্ডারসন জানান, মাটির এই নমুনা পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বড় হুমকি।

সিসা একটি শক্তিশালী নিউরোটক্সিন বা স্নায়ুবিষ, যা মানবদেহে প্রবেশের কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। দীর্ঘ সময় ধরে সিসার সংস্পর্শে থাকায় বাফেলোর শিশুদের মধ্যে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সিসা দূষণের কারণে শিশুদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পড়াশোনায় অমনোযোগিতার হার বাড়ছে।

হ্যামলিন পার্কের বাসিন্দা ডেবোরা ফুগাতে জানান, নিজের বাগানের মাটিতে উচ্চমাত্রার সিসা দেখে তিনি স্তম্ভিত। দূষণের ভয়ে এখন তিনি সরাসরি মাটিতে আলু বা গাজরের মতো সবজি চাষ বন্ধ করে ব্যাগে চাষাবাদ শুরু করেছেন।

বাফলোর এই দীর্ঘমেয়াদী দূষণের পেছনে প্রায় এক শতাব্দীর শিল্প দূষণকে দায়ী করা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট কোনো একটি উৎস খুঁজে বের করা কঠিন বলে জানিয়েছেন গবেষক জেমস গোল্ডেন। ধারণা করা হচ্ছে, হাইওয়ে-৩৩ এর নিকটবর্তী অবস্থান এবং এই এলাকায় অতীতে থাকা সীসা গলানোর কারখানা বা স্মেল্টারগুলো এই দূষণের প্রধান উৎস হতে পারে।

সংকট মোকাবিলায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন বিভিন্ন কমিউনিটি প্রজেক্টের জন্য অনুদান ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে ফেডারেল ইপিএ ইস্ট ফেরি স্ট্রিটের সেই পরিত্যক্ত স্মেল্টার এলাকার মাটির গুণমান নতুন করে মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওপেন বাফলো-র নির্বাহী পরিচালক ফ্র্যান্সেল পার্কার এই পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, শিশুদের খেলার জায়গাগুলোকে নিরাপদ করা এখন সময়ের দাবি, কারণ বিষাক্ত মাটির সংস্পর্শে আসায় পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ছে।

সংবাদ সূত্র দেশ দেশান্তর

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থামাতে চীন-

১২ পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপন করে বলে জানায় বার্তা সংস্থা এএফপি। একইসঙ্গে তারা ইরান ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারে সম্মত হয়। পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বেইজিং সফরের পর দুই দেশ 'মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য' একটি যৌথ উদ্যোগের রূপরেখা তুলে ধরে। সংঘাতের বিস্তার ঠেকাতে উভয় দেশই মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছে। ইসলামাবাদ জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে 'অর্থবহ আলোচনা' আয়োজনে প্রস্তুত।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার তার চীনা সমকক্ষ ওয়াং ইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা ইরান পরিস্থিতি নিয়ে কৌশলগত যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদারে সম্মত হন বলে বেইজিং জানিয়েছে। পরে দারের মন্ত্রণালয় জানায়, দুই পক্ষ একটি পাঁচ দফা পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছে। এর শুরুতেই রয়েছে 'অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ' এবং 'যত দ্রুত সম্ভব শান্তি আলোচনা শুরু'।

আলোচনার বিষয়ে দুই সরকারই বলেছে, সংলাপ ও কূটনীতি হচ্ছে 'সংঘাত সমাধানের একমাত্র কার্যকর পথ'। এতে আরও বলা হয়েছে, 'চীন ও পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে আলোচনা শুরু করতে সমর্থন করে যেখানে সব পক্ষ বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের অঙ্গীকার করবে। শান্তি আলোচনার সময় বলপ্রয়োগ বা তার হুমকি থেকেও বিরত থাকবে।' পরিকল্পনায় বেসামরিক মানুষসহ জ্বালানি অবকাঠামো ও লবণমুক্তকরণ প্ল্যান্টের মতো লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে 'বেসামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজের দ্রুত ও নিরাপদ চলাচল' নিশ্চিত করতে নৌপথ সুরক্ষিত রাখার কথাও বলা হয়েছে। এএফপি জানায়, উভয় দেশ জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই সফরের আগে ইসহাক দার রোববার সৌদি আরব, মিশর ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে আলোচনা করেন। এদিকে চীন ইরানের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলেও তেহরানকে সামরিক সহায়তার ঘোষণা দেয়নি। তারা বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। ইরানি তাসনিম সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃত এক গোপন সূত্রের মতে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা না করলেও ইসলামাবাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১৫ দফা যুদ্ধ অবসান পরিকল্পনার জবাব পাঠিয়েছে ইরান। এএফপি জানায়, পাকিস্তান এই অঞ্চলে চীনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ অংশীদার হলেও, আফগানিস্তানের সঙ্গে নিজস্ব সংঘাতে বেইজিং 'সংযম ও শান্ত থাকার' আহ্বান জানিয়েছে। বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই মাসে এক চীনা দূত দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছেন।

নিউ ইয়র্কে সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই-এর আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক.-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ত্যাগ ও অর্জন নিয়ে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং জাতির প্রতি তাদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। আলোচনা পর্বে অংশ নেন আজিমুর রহমান বোরহান,দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী,মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী,দিদার শাহীন,ম,আমিনুল হক চুন্নু,গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী প্রমূখ বক্তারা মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশপ্রেম, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেনগোলাম কিবরিয়া চৌধুরী,এবং পরবর্তীতে সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাহফুজুল বারী চৌধুরীর শেষে সংগঠনের সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইরানে প্রবেশ করল মার্কিন বাহিনী,

৫ পৃষ্ঠার পর

করতে ইতোমধ্যে সরাসরি ইরানের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর (স্পেশাল ফোর্স) তুখোড় কমান্ডোরা। ঘটনার সূত্রপাত ৩ এপ্রিল শুক্রবার ভোরের দিকে। মার্কিন প্রশাসন পুরো আকাশ জুড়ে তাদের শতভাগ আধিপত্য রয়েছে বলে দাবি করে আসলেও ইরানের শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হঠাৎ বড় আঘাত হেনে একটি সচল মার্কিন যুদ্ধবিমানকে মাটিতে নামিয়ে আনে। এফ-১৫ মডেলের এই শক্তিশালী যুদ্ধবিমানে সাধারণত দুজন ক্রু থাকেন। বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার পরপরই পেন্টাগনের নির্দেশে অত্যন্ত গোপনীয় ও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এক 'কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ' অপারেশন শুরু হয়। বিমান থেকে প্যারাশুটে নেমে আসা প্রথম ক্রু বা পাইলটকে মার্কিন হেলিকপ্টার টিম নাটকীয়ভাবে অক্ষত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও বিমানের দ্বিতীয় ক্রু অর্থাৎ 'উইপেন সিস্টেমস অফিসার' বা অস্ত্র ব্যবস্থা কর্মকর্তা গভীর ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় আটকা পড়েন।

পেন্টাগনের সূত্র এবং ব্রিটিশ গণমাধ্যম

টেলিগ্রাফের খবর অনুযায়ী, মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের উদ্ধারকারী দল যখন রাতের আঁধারে ইরানে প্রবেশ করে নিখোঁজ সেনাকে খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছিল, তখন তারা ইরানের বর্ডার পুলিশ ও স্থানীয় সশস্ত্র মিলিশিয়াদের প্রবল বাধার মুখে পড়ে। চারপাশ থেকে হালকা অস্ত্র ও ভারী মেশিনগান দিয়ে হেলিকপ্টার এবং স্থল টিমকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিতে মার্কিন ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের লেজে আগুন লেগে যায় এবং ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেটি কোনোমতে ইরাক সীমান্তে গিয়ে জরুরি অবতরণ করে। আমেরিকা যেখানে নিজেদের সেনাকে যেকোনো মূল্যে শত্রুর সীমানা থেকে অক্ষত ফিরিয়ে আনতে মরিয়া, ইরান সেখানে এই ঘটনাকে দেখছে যুদ্ধজয়ের এক বিশাল রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র হিসেবে। মার্কিন ওই পাইলটকে যুদ্ধবন্দি করতে পারলে ওয়াশিংটনের নৈতিক মনোবল ভেঙে দেওয়া সম্ভবড় এই উদ্দেশ্যে তেহরান ওই সেনাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে ৬০ হাজার ডলার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কারের আশায় সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় মিলিশিয়ারাও এখন পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিটি ভাঁজে লাঠিসোটা ও অস্ত্র নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা চলমান যুদ্ধকে এক অন্ধগলিতে ফেলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার ও নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের ভূখণ্ডে একের পর এক ভয়াবহ বিমান হামলা চালাচ্ছে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার ঈদ পুনর্মিলনী-২০২৬অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার ঈদ পুনর্মিলনী-২০২৬অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার ২৯শে মার্চা দুপুরে ফ্লোরিডার বেলে গ্লেইঠ শহরের এক মিলনায়তনে এই জাঁকজমকপূর্ণ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফ্লোরিডা ১৯৯৬ সাল থেকে নিয়মিত এই পূনর্মিলনী আয়োজন করে আসছে। সম্প্রীতি আর সৌহাদ্রপূর্ণ পরিবেশে এবং বর্ণিল আয়োজনের এই পূনর্মিলনীর সূত্রপাত ঘটে সকল ধর্মীয় বিশ্বের অমেয় বানী পাঠের মধ্য দিয়ে।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিএ বি এম গোলাম মোস্তফা ।অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শাহেদ। একটি মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এই ঈদ পুনর্মিলনীতে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন লাভলু, বাবু, রুশো, শিশুশিল্পী প্রিদীব, দুলাল প্রমুখ। শিল্পীদের মনমাতানো সংগীতে ঈদের আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই। এই আনন্দকে আর একটু প্রাণবন্ত করে তোলে ছোটবেলার ঈদের স্মৃতিচারন বিষয়ে গাল-গল্পে। এই পর্বে অংশ গ্রহন করেন অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ডাইরেক্টর মোঃ হারুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়াল দয়ান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ খোরশেদ, নির্বাহী পরিচালক অসীম রয়, নির্বাহী পরিচালক বুলবুল এবং আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাজসজ্জা ছিলেন নির্বাহী পরিচালক টিটু এবং নির্বাহী পরিচালক তানভীর। শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তানভীর ও বাবু। এই আয়োজনে বিশেষ অবদান রেখেছেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র এডভাইজার আবদুল ওয়াহেদ মাহফুজ ও নাজমুন মাহফুজ। আলোচনা পর্বে যারা অংশগ্রহণ করেন ৩১ তম এশিয়ান খাদ্য মেলাও সাংস্কৃতিক শো ২০২৬ এর নবনির্বাচিত কনভেনার আওয়ালে দয়ান,চেয়ারম্যান আবু নাঈম দাউদ, সেক্রেটারি আলম, ঢাকা ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি পবন, একতারা ফ্লাইডার সি ই ও ইমরান জনি সভাপতি রুবাইয়া মামুন, বাংলাদেশ ক্লাবের সভাপতি লিটন মজুমদার, মায়ামি বৈশাখী মেলার প্রধান উপদেষ্টা জামান, ডক্টর সালাউদ্দিন, অ্যাসোসিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জুনায়েদ আক্তার, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মঞ্জুর শাহীন, ফ্লরিডার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শাহীন মাহমুদ, আলিনুর মঞ্জু, শাহেদ নুর আজাদ সহ প্রমুখ। ব্যক্তিগত ঈদ স্মৃতিচারনের পাশাপাশি আলোচকরা বললেন বাংলাদেশের মত এখানে হয়তো ঈদ আনন্দ করা হয় না। তবে এখানেও ঈদের নামাজ আদায়ের পর সবাই একে অপরের বাড়িতে যায়, শুভেচ্ছা বিনিময় করে, সবাই খুব মিস করে শৈশবের সেই ঈদের আনন্দ। বললেন সে দিনের আনন্দ আর কখনই ফিরে পাওয়া যাবে না। এদিকে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোঃ ইমরান। তিনি সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর মঞ্চে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের ডাকা হয় এবং সম্মান জানানো হয়। উল্লেখযোগ্য সংগঠনের মধ্যে ছিল একতারা ফ্লোরিডা, বাংলাদেশ ক্লাব, মায়ামি বৈশাখী মেলা , কারিগর, ঢাকা ক্লাব। এই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ফ্লোরিডার অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নাঈম খান দাদন ও একতারা ফ্লোরিডার সভাপতি রুবাইয়া মামুন। এরপর মন্চে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় আগামী ৩১ তম এশিয়ান খাদ্য মেলাও সাংস্কৃতিক শোর কনভেনার আওয়ালে দয়ান চেয়ারম্যান আবু নাঈম দাউদ,সেক্রেটারি এম কে আলম।

সমাপনী বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সভাপতি এবিএম মোস্তফা ।গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে দেশে এবং আমেরিকার মুলধারায় সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন।

তিনি এসোসিয়েশনের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের বোর্ড কর্মকর্তা, উপদেষ্ঠাবৃন্দ, সব সদস্য এবং শুভাকাংক্ষীদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এরপর মঞ্চে আসেন অনুষ্ঠানের মূল প্রিয় ব্যক্তিত্ব ফ্লোরিডার জননন্দিত দম্পতি মাহফুজ ও নাজমুন মাহফুজ। সবাই কে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলো। এই আয়োজনে যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন যথাক্রমে এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক হাবিব,উত্তম, হাকিম,রাশেদ ,মোরশেদ, জিতু ,সোহেল, কামাল, ফয়সাল,টিটু, নাসের, লেবু, মোস্তাফিজ।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি মালিকানাধীন

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির দ্বিতীয় ও স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক গর্বের নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। বাংলাদেশি মালিকানাধীন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তাদের দ্বিতীয় ও স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রবাসে নতুন ইতিহাস গড়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও আচার্য আবুবকর হানিফড়্যিনি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বড়্তার দূরদর্শী নেতৃত্বে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। তার সহধর্মিণী ফারহানা হানিফ, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

নতুন এই ক্যাম্পাস যুক্ত হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির মোট পরিসর এখন প্রায় ২ লাখ বর্গফুটে পৌঁছেছে, যা সম্পূর্ণভাবে একটি নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস। এটি কেবল একটি অবকাঠামো নয়ড়্এটি হাজারো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং ভবিষ্যৎ গড়ার একটি শক্তিশালী ভিত্তি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আবুবকর হানিফ বলেন, "আজকের দিনটি শুধু একটি ঘোষণা নয়ড়্এটি একটি অনুভবের মুহূর্ত। আমরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদের এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন। তবে মনে রাখতে হবেড়্ভবন নয়, মানুষই সফলতা তৈরি করে।"

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইতোমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন ল্যাবড়্কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক, স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রভিত্তিক ল্যাব। শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে একটি রোবটিক্স ল্যাব, যা শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা আরও বাড়াবে।

এছাড়াও, প্রায় ৩১ হাজার বর্গফুটের একটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে বাস্তব ব্যবসায় রূপ দিতে পারবে। এখানে একটি সাধারণ ধারণা থেকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে রূপ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় চলতি বছরে প্রায় ৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের বৃত্তি ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা আর্থিক বাধা ছাড়াই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আবুবকর হানিফ দীর্ঘদিন ধরে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত তৈরি করেছেন। তার উদ্যোগে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরিতে স্থাপন করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশি এবং তারা বছরে এক লক্ষ ডলারেরও বেশি আয় করছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়ড়্এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সম্ভাবনা, আত্মনির্ভরতা এবং সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

এই অর্জন প্রমাণ করেড়্প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশিরা বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং নিজেদের অবস্থান শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে 'জীবনের

১২ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলোতেই জীবনের অবসান ঘটাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ওইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে হওয়া সংঘাতের বিষয়ে পশ্চিমাদের সেই ক্ষোভের কথা মনে আছে? অথচ ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আমাদের বুশেহর কেন্দ্রে চারবার বোমা হামলা চালিয়েছে
তিনি আরও লেখেন,ওতেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়লে তেহরানে নয়, বরং জিসিসি (গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা) ভুক্ত দেশগুলোর রাজধানীতে জীবনের অবসান ঘটবে। আমাদের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনাগুলোতে হওয়া হামলাগুলোও তাদের আসল উদ্দেশ্য কী, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে
তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এখনো নিশ্চিত করেনি যে তারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত কি না।

সামরিক শক্তি খাটিয়ে হরমুজ খোলার

১২ পৃষ্ঠার পর

একটি প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে আরব দেশগুলো। তবে ভেটো ক্ষমতাধর এই তিন দেশের বিরোধিতার কারণে সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স জানিয়েছে,ওসামরিক শক্তি প্রয়োগের অনুমোদনের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান্ থেকেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনেকেই বলেছেন তাদের এই অবস্থানের ফলে ইরান বৈশ্বিক অর্থনীতিকে জিম্মি করে রাখা এবং তেল ও পণ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভেতরের গভীর বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তেহরানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সামরিক সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণিত এই উদ্যোগ ঠেকাতে ফ্রান্স রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি

৫২ পৃষ্ঠার পর

জটিল স্নায়ুতন্ত্র আমাদের পরিপাকতন্ত্রের চলাচল, শোষণ ও প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আহমেদ আয়েদুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের (এমজিএইচ) গবেষণার সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর গবেষণা বিশেষ করে হির্শস্প্রুং রোগের মতো জন্মগত অন্ত্রের রোগের চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। এই রোগে অন্ত্রের একটি অংশে স্নায়ুকোষ থাকে না, ফলে স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয়। বর্তমানে এর একমাত্র কার্যকর চিকিৎসা অস্ত্রোপচার, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ কেটে ফেলা হয়। কিন্তু এতে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হন না, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা থেকেই যায়।

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের এলিনর অ্যান্ড মাইলস শোর ফেলোশিপ পেয়েছেন আহমেদ আয়েদুর রহমান, যা কেবল ব্যতিক্রমী ও সম্ভাবনাময় গবেষকদের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে আহমেদ আয়েদুর রহমানের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অটোলোগাস এন্টারিক নিউরাল স্টেম সেল (ইএনএসসি) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্র পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। তাঁর গবেষণা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সাময়িকী ন্যাচার কমিউনিকেশনস, নিউরন এবং জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অন্ত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। প্রচলিত অস্ত্রোপচারনির্ভর চিকিৎসার বাইরে একটি জৈবিক সমাধানের ধারণা চিকিৎসাবিজ্ঞানে বড় অগ্রগতি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডিন জর্জ ডেলির কাছ থেকে এলিনর অ্যান্ড মাইলস শোর ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডস নিচ্ছেন আহমেদ আয়েদুর রহমান। সঙ্গে স্ত্রী ইশরাত শহীদ এবং দুই সন্তান আদিয়ান ও আফফান

আহমেদ আয়েদুর রহমান অপটোজেনেটিকস প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্ত্রের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণের একটি অভিনব পদ্ধতিও দেখিয়েছেন। সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি অ্যান্ড হেপাটোলজিতে প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, নির্দিষ্ট কোলিনার্জিক নিউরনকে নীল আলো দিয়ে উদ্দীপিত করলে কোলাইটিসের প্রদাহ কমে। এটি ওষুধনির্ভর চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে ভবিষ্যতে বায়োইলেকট্রনিক থেরাপির পথ তৈরি করতে পারে।

এ বিষয়ে আহমেদ আয়েদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্বজুড়ে অন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনিত রোগে ভোগা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত চিকিৎসা এখনো সীমিত। তাই যদি এই গবেষণাগুলো ভবিষ্যতে ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে সফল হয়, তবে তা বৈশ্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

জিনগত রোগ ও জিন থেরাপির সম্ভাবনাড়

সেল থেরাপির পাশাপাশি ড. আহমেদ আয়েদুর রহমানের গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জিনগতভাবে সৃষ্ট মসৃণ পেশির রোগ নিয়ে কাজ করা। সম্প্রতি তাঁরা মাল্টিসেস্টেমেটিক স্মুথ মাসল ডিসফাংশন সিনড্রোম (এমএসএমডিএস) নামক একটি বিরল জিনগত রোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেছে। এই রোগ একটি নির্দিষ্ট জিনগত ত্রুটির কারণে হয়।

এ বিষয়ে আহমেদ আয়েদুর রহমান বলেন, এই জিনগত পরিবর্তন অন্ত্রের গঠন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে প্রিসিশন মেডিসিন বা লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করেছে। যেহেতু রোগটির সুনির্দিষ্ট জিনগত কারণ জানা আছে, তাই ভবিষ্যতে জিন থেরাপির মাধ্যমে মূল ত্রুটি সংশোধনের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত হয়েছে। যদিও এই গবেষণা এখনো প্রাক্-ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে, তবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

আহমেদ আয়েদুর রহমান আরও বলেন, হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ও ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একজন মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে এমন পরিবেশে কাজ করছি, যেখানে মৌলিক গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তি এবং রোগীকেন্দ্রিক ক্লিনিক্যাল প্রোগ্রাম একই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বিরল জিনগত রোগের রোগীদের জন্য বিশেষায়িত প্রোগ্রাম রয়েছে। ফলে ল্যাবে উদ্ভাবিত কোনো থেরাপি নিরাপদ ও কার্যকর প্রমাণিত হলে তা দ্রুত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের দিকে এগিয়ে নেওয়ার বাস্তব সুযোগ রয়েছে। আহমেদ আয়েদুর রহমানের ভাষায়, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু গবেষণাপত্র প্রকাশ নয়। আমরা এমন বৈজ্ঞানিক সমাধান খুঁজছি, যা দ্রুতই সরাসরি রোগীদের উপকারে আসবে।'

২০২৪ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী ড. গ্যারি রুভকুনের সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেন বিজ্ঞানী আহমেদ আয়েদুর রহমান

২০২৪ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী ড. গ্যারি রুভকুনের সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেন বিজ্ঞানী আহমেদ আয়েদুর রহমানছবি: সংগৃহীত

আহমেদ আয়েদুর রহমানের গবেষণা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (ঘওঐ) থেকে একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান দ্বারা সমর্থিত, যা বিশ্বমানের গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা গবেষণাকে এগিয়ে নিতে প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তিনি আমেরিকান নিউরোগ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি অ্যান্ড মোটিলিটি সোসাইটির (অঘগঝ) ডিসকভারি গ্রান্ট অর্জন করেছেন, যা আন্ত্রিক প্রদাহজনিত রোগ (ওইউ) নিয়ে তাঁর গবেষণাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এ ছাড়া তিনি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের এলিনর অ্যান্ড মাইলস শোর ফেলোশিপ লাভ করেছেন, যা কেবল ব্যতিক্রমী ও সম্ভাবনাময় গবেষকদের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।

খুলনায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা আহমেদ আয়েদুর রহমানের বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ ছিল শৈশব থেকেই। পিএইচডি করতে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি ডিসিপ্লিনে শিক্ষকতা করেছেন, যেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর অসাধারণ একাডেমিক দক্ষতা তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তিনি গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অর্জন করেন। পিএইচডি সম্পন্ন করার পর তিনি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্নে (২০১২ ২০১৭) এবং ম্যাককোয়ারি ইউনিভার্সিটি, সিডনিতে (২০১৭২০২০) শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ২০২০ সালে তিনি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ও ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে (এমজিএইচ) গবেষক হিসেবে যোগ দেন।

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি নারী ইয়াসমিন

৫২ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ৭টা ১৪ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। গ্যাস স্টেশনটির কর্মচাঞ্চল্য স্বাভাবিক ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত হয় স্টেশনের বাইরে পার্কিং লটে। সেখানে ৪০ বছর বয়সী রলবার্ট জোয়াকিনকে একটি গাড়ির উইন্ডশিল্ড (সামনের কাঁচ) ভারী হাতুড়ি দিয়ে ভাঙচুর করতে দেখা যায়।

গাড়ির কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে ইয়াসমিন সম্ভবত পরিস্থিতি দেখতে স্টেশনের ভেতর থেকে বাইরে আসেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনি গাড়িটির কাছে পৌঁছানোর পরই জোয়াকিন তাঁর দিকে এগিয়ে আসে এবং মাথায় হাতুড়ি দিয়ে একের পর এক আঘাত করে। আকস্মিক এই হামলায় ইয়াসমিন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জরুরি সেবাকর্মীরা দ্রুত সেখানে পৌঁছালেও অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইয়াসমিনকে পিটিয়ে হত্যা করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সে পলাতক থাকলেও পরে বিকেলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। হামলাকারী রলবার্ট জোয়াকিন একজন হাইতিয়ান বংশদ্ভূত ব্যক্তি। জানা গেছে, ঘটনার আগের দিন তিনি স্টোরে থাকা একটি এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এ নিয়ে ইয়াসমিনের সঙ্গে তার বাকবিতণ্ডা হয়। ইয়াসমিন তাকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে হুমকি দিয়ে চলে যান। পরদিন ভোরে ইয়াসমিন হঠাৎ দেখতে পান, এক ব্যক্তি তাঁর গাড়িতে হাতুড়ি দিয়ে ভাঙচুর করছে। তিনি বাইরে বের হলে ওই ব্যক্তি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে ৯১১ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে জানায়। ফোর্ট মায়ার্স পুলিশ (ঋগচউ) ঘটনাস্থলে এসে ইয়াসমিনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জোয়াকিন হত্যার দায় স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, জোয়াকিন ওই এলাকার একজন পরিচিত অপরাধী, যার বিরুদ্ধে অতীতেও সহিংস আচরণের অভিযোগ ছিল।

লি কাউন্টি জেল রেকর্ড অনুযায়ী, জোয়াকিনের বিরুদ্ধে হত্যা-সংক্রান্ত অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই হামলার পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বর্ণবাদী উদ্দেশ্য ছিল কি না তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি লক্ষ্যহীন সহিংসতা কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

নিহত ইয়াসমিনের শেকড় বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানার ১৮ নং কুশাখালী ইউনিয়নে। প্রায় ১২ বছর আগে পরিবারের সচ্ছলতার আশায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ফ্লোরিডার এই গ্যাস স্টেশনে তিনি কয়েক বছর ধরে কাজ করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সিঙ্গেল মাদার। তাঁর দুই কন্যার মধ্যে এক মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, আরেক মেয়ে সেখানকার আরেকটি দোকানে কাজ করে। তাঁর বড় ভাই মায়ামিতে থাকেন।

ফোর্ট মায়ার্স বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা জানান, ইয়াসমিন ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী এবং শান্ত স্বভাবের। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকলেও স্থানীয় গ্রাহকদের কাছে তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহার দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ওই গ্যাস স্টেশনের সামনে স্থানীয়দের রাখা ফুল ও মোমবাতিই বলে দিচ্ছে তিনি কতটা প্রিয় ছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গ্যাস স্টেশনে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে একা কাজ করা নারীদের নিরাপত্তা এখন বড় উদ্বেগের বিষয়। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি লিডাররা ফোর্ট মায়ার্স মেয়রের কাছে এই এলাকায় টহল বাড়ানোর এবং সিসিটিভি পর্যবেক্ষণে পুলিশের তদারকি জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

বর্তমানে ইয়াসমিনের মরদেহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার অপেক্ষা চলছে। ফ্লোরিডার বাংলাদেশি সংগঠনগুলো ও স্থানীয় ইসলামিক সেন্টার তাঁর মরদেহ দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানোর বিষয়ে কাজ করছে। তবে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত, তদন্ত এবং আদালত-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার কারণে কিছু সময় লাগতে পারে। এদিকে শুক্রবার জোয়াকিনকে আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিউইয়র্কে ছোট বোনের জন্য কেক

৫২ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছালেও নিশাতকে সেখানেই মৃত ঘোষণা করা হয়।

ট্রাকটির ৩৮ বছর বয়সী নারী চালক ঘটনাস্থলেই ছিলেন। নিউইয়র্কের আইন অনুযায়ী, এ ধরনের ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ফৌজদারি অভিযোগ আনা সহজ নয়, যদি না নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, ইচ্ছাকৃত আঘাত বা গুরুতর বেপরোয়া আচরণের প্রমাণ মেলে। তবে নিশাত ক্রসওয়াক দিয়েই রাস্তা পার হচ্ছিলেন বলে পথচারীর অগ্রাধিকার (জরমযঃ ড়ভ ডধু) লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, সেটি তদন্তে গুরুত্ব পাচ্ছে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের হাইওয়ে ডিস্ট্রিক্টের কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড ঘটনাটি তদন্ত করছে।

নিশাতের বাসা ছিল দূর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। কাজ শেষে তিনি উডসাইড স্টেশনে নেমেছিলেন। তার কর্মস্থল ছিল জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডে একটি পার্কিং গ্যারেজ, যেখানে তিনি পার্ট টাইম রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, কিন্তু সেই পরিচিত পথই শেষ পর্যন্ত তার জীবনের শেষ যাত্রাপথ হয়ে ওঠে।

বাসার ভেতরে তখন অপেক্ষা করছিলেন বড় বোন নওশিন জান্নাত। রাত বাড়ছিল, কিন্তু নিশাত ফিরছিলেন না। ফোনে কল যাচ্ছিল, তবু সাড়া মিলছিল না। উদ্বেগ ধীরে ধীরে আশঙ্কায়, আর আশঙ্কা আতঙ্কে রূপ নিচ্ছিল। রাত প্রায় দুটোর দিকে নওশিন ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে ছুটে যান সেই মোড়ে। মা বাবাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন চারদিক ঘিরে রয়েছে পুলিশের গাড়ি, ঝলসানো নীল আলো, আর এক অসহনীয় সত্য। যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, সেই বোনটি তখন আর বেঁচে নেই।

নওশিনের বয়ানে যে নিশাতের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, তা গভীরভাবে স্পর্শ করে। তিনি বলেছেন, নিশাত ছিল অসম্ভব আশাবাদী, আধ্যাত্মিক এক মেয়ে। সে মানুষকে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে বলত, আশা হারাতে নিষেধ করত। জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে তার কথা ছিল, মৃত্যু যেকোনো সময় আসতে পারে, তাই বর্তমানকে ভালোবেসে বাঁচতে হয়। আজ সেই কথাগুলো আরও বেশি বেদনাদায়ক হয়ে ফিরে আসে। কারণ যে মেয়েটি অন্যকে বর্তমান মুহূর্তের মূল্য বুঝতে শিখিয়েছিল, তার নিজের জীবনই থেমে গেল ঘরে ফেরার ঠিক আগে, একটি ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে।

সেই রাতের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দিকটি হলো, নিশাতের হাতে ছিল একটি কেক। ছোট বোনের জন্য কেনা সেই কেকের কথাই এখন এই দুর্ঘটনার সবচেয়ে হৃদয়বিদারক স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশাত ছিলেন চার বোনের একজন। বড় বোন নওশিনের বয়স ২১। দুই ছোট বোনের একজনের বয়স ৯, আরেকজনের মাত্র ৪। যে ছোট বোনের জন্য কেক নিয়ে ফিরছিলেন, সে হয়তো এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি কেন তার আপা ঘরে ফিরছে না।

নিশাতের বাবা হেলাল আহমদ উডসাইডের বায়তুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম। কমিউনিটিতে তিনি ধর্মীয় ও মানবিক আস্থার এক পরিচিত মুখ। প্রতিদিন যিনি অন্যের শোকের সময় সান্ত্বনার কথা বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি পরিবারকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দেন, তাকেই আজ দাঁড়াতে হয়েছে নিজের সন্তানের মৃত্যুতে ভেঙে পড়া এক অসহনীয় বাস্তবতার সামনে।

হেলাল আহমেদের পরিবারটি ২০১৭ সালে অভিবাসী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসে। তাদের দেশের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণের রায়গড় গ্রামে। নতুন দেশে এসে পরিবারটি স্বপ্ন দেখেছিল স্থিতি, সন্তানদের পড়াশোনার সুযোগ, নিরাপদ ভবিষ্যৎ এবং সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার। সেই স্বপ্নের উজ্জ্বল অংশ ছিল নিশাত। তিনি কাজ করতেন, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করতেন, সংসারে সাধ্যমতো হাত বাড়িয়ে দিতেন, আর ছোট বোনদের প্রতিও ছিল তার গভীর দায়িত্ববোধ।

এই ঘটনার আইনি দিকও এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। নিশাতের পরিবার চাইলে সিভিল কোর্টে 'ডৎড়হমভঁষ উবধঃয' অর্থাৎ অবহেলা বা দায়িত্বে গাফিলতির কারণে মৃত্যুর অভিযোগে মামলা দায়ের করতে পারবে। তদন্তে যদি চালকের অবহেলা, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন বা ট্রাকের যান্ত্রিক ত্রুটির প্রমাণ মেলে, তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। তবে পরিবারের কাছে এই ক্ষতিপূরণ তাদের প্রিয় কন্যার প্রাণের বিনিময়ে তুচ্ছ। এই মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের ব্যক্তিগত শোক হয়ে থাকেনি। খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস এবং বৃহত্তর নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোক নেমে আসে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ নিশাতের স্মৃতিতে ওই মোড়ে একটি স্থায়ী স্মারক স্থাপনের দাবি তুলেছেন। তাদের বক্তব্য, এই ঘটনা কেবল একটি সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং ব্যস্ত নগরজীবনে পথচারীর নিরাপত্তাহীনতা এবং এক অভিবাসী পরিবারের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের নির্মম উদাহরণ।

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশে বিদেশে পত্রিকার সম্পাদক

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন

৫২ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্ক বর্তমানে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেন, "বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।চ

সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর বলেন, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও সুশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা এবং উভয় দেশের অভিন্ন মূল্যবোধ দুই রাষ্ট্রকেই আরও সমৃদ্ধ ও নিরাপদ করে তুলছে।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে পাল কাপুর দুই দিনের বাংলাদেশ সফর করেন। সেই সফরে তিনি মার্কিন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারের প্রসার, অবৈধ অভিবাসন রোধে সহযোগিতা জোরদার এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় গভীরতর সমন্বয় নিয়ে কথা বলেন। এছাড়া তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করেন।

এদিকে, গত ৩১ মার্চ ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে মার্কিন জ্বালানি দপ্তরে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইটের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। বৈঠকে ড. রহমান বিশ্বজুড়ে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের চলমান জ্বালানি সংকটের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মার্কিন জ্বালানি সচিবের কাছে বিশেষ সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন। বৈঠকে মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানি চ্যালেঞ্জের বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার দেশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ক্রিস রাইট আশ্বাস দেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অনুরোধগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং তিনি ও তার দল এ লক্ষ্যে মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবেন।

SVF
Alpha-i
INSPIRED BY TRUE STORY
CHORKI
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
A Redoan Rony Film
UNTIL THE LAST BREATH
মহা সমারোহে নিউ ইয়র্ক শুভ মুক্তি
শুক্রবার ১০ই এপ্রিল
প্রতিদিন ৩টি শো
QUEENS, NY
KEW GARDEN CINEMAS
81-05 LEFFERTS BLVD.,KEW GARDEN,QUEENS,NY 11415
FRIDAY, APRIL 10TH : 2PM 5PM 8PM
SATURDAY, APRIL 11TH : 2PM 5PM 8PM
SUNDAY, APRIL 12TH : 2PM 5PM 8PM
MONDAY, APRIL 13TH : 2PM 5PM 8PM
TUESDAY, APRIL 14TH : 2PM 5PM 8PM
WEDNESDAY, APRIL 15TH : 2PM 5PM 8PM
THURSDAY, APRIL 16TH : 2PM 5PM 8PM
অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে - টিকিট হল বুথ এবং থিয়েটার অনলাইনে
"দম" বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ৫৩ তম উওর আমেরিকা পরিবেশনা

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ও ঈদ পুনর্মিলনী ২০২৬ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্টজনদের প্রানবন্ত অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিনম্র শ্রদ্ধায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদানদের স্মরণের মাধ্যমে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দোগে ২৯ শে রোববার জুম এর মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা দিবস ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক ময়নুল চৌধুরী হেলালের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। আলোচনা সভায় অতিথি হিসাবে যোগদান করেন ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা একুশে পদকপাপ্ত ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী এবং তার পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বিজয়ের গান পরিবেশন করেন।

সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদানদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। সভায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন সভাপতি ইউ কে সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন,সহ সভাপতি কাপ্তান হোসেন,সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর, সহ সভাপতি আব্দুল মুনিম জাহেদী ক□্যরল,কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান ,ফয়জুল হক কোষাধ্যক্ষ ডঃ রফিকুল হায়দার ,আব্দুল ওদুদ দিপক ,শামীম আহমেদ,ডুবাই থেকে যোগদান করেন কুদ্দুস খান মজনু বাংলাদেশ থেকে যোগদান করেন ইউনিটের সাধারন সম্পাদক ইনিজনিয়ার মুহিব উদ্দিন ,বিশিষ্ট ব্যাংকার জনতা ব্যাংকের সাবেক জি এম শামীম আলম কোরেশী,অধ্যক্ষ নেছার আলী ও ডাঃ সৈয়দ রেজওয়ান আহমেদ এবং ঈদের গান পরিবেশন করেন জনাব আলী ইদ্রিস ফ□্যান্স থেকে যোগদান করেন সভাপতি ফয়ছল উদ্দিন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল বাসিত পর্তুগাল শাখার সভাপতি লায়ন আবুল হাসনাত আমেরিকার নিউইয়র্ক বাফলো থেকে যোগদান করেন সভাপতি মোক্তাদির হোসেন মিছবাহ,সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসেন ফারুক সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী মুরাদ উপদেষ্টা গৌসুল হোসেন রাহিন ।নিউইয়র্ক থেকে যোগদান করেন সহ-সভাপতি হাসান আলী মিশিগান থেকে যোগদান করেন সফিক রেহমান প্রমুখ ।বক্তারা তাদের বক্তব্যে মহান মুক্তযুদ্ধে যাহারা শহীন হয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার গুরুত্ব আরোপ করেন ।অনুষ্ঠানে বিজয়ের গান পরিবেশন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী ।উপস্থিত সদস্য বৃন্দ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যাহারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ।ইউরোপ,আমেরিকা ,মধ্যপাচ্য ,ইংল্যান্ড ,ইতালী ,বাংলাদেশ ,অস্টেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ অংশগহন করেন ।পরিশেষে সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব বিশ্বের বিভিন্ন প্র□্যান্ত থেকে যারা যোগদান করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

১৭ এপ্রিল আমেরিকায় মহাসমারোহে শুভমুক্তি পাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন-থ্রিলার চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'

পরিচয় ডেস্ক: মহাসমারোহে শুভমুক্তি পাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন-থ্রিলার চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'। আগামী ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে গত ০২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জ□্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন থ্রিলার চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'এর যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান, গোল্ডেন এড হোমকেয়ার এর প্রধান এম শাহনেওয়াজ, স্পনসর স্টার ফার্নিচার এর লায়ন রকি আলিয়ান, লায়ন জেএফএম রাসেল, ফোবানার আবু জুবায়ের দারা প্রমুখ । জনাব শাহনেওয়াজসহ অপর অতিথিবৃন্দ থ্রিলার চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'এর সাফল্য কামনা করে ছবিটি দর্শকদের আশা পূরণে সক্ষম হবে বলে মতামত প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর জানান , মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, যিনি 'রাক্ষস' চরিত্রে এক ভিন্নরূপে হাজির হচ্ছেন। ইতোমধ্যেই পোস্টার ও প্রচারণায় তার লুক দর্শকদের মাঝে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আজিম হারুন ও শাহরীন আক্তার সুমি। আন্তর্জাতিকভাবে সিনেমাটি পরিবেশন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া (Galaxy Media)। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা চলছে। গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার,বদরুদ্দোজা সাগর আরো বলেন, "আমরা সবসময়ই ভিন্নধর্মী ও শক্তিশালী গল্পের বাংলা সিনেমা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। 'রাক্ষস' এমন একটি চলচ্চিত্র, যা শুধু বিনোদনই দেবে নাড়্দর্শকদের নাড়িয়ে দেবে ভেতর থেকে। উত্তর আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে এটি হবে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।" প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন (Real Energy Production) এর ব্যানারে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি অ্যাকশন, সাসপেন্স ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের এক অনন্য মিশেল হিসেবে নির্মিত হয়েছে। নির্মাতা জানান, 'রাক্ষস' শুধুমাত্র একটি অ্যাকশন সিনেমা নয়, বরং মানুষের অন্তর্গত অন্ধকার দিক ও প্রতিশোধের গল্পকে নতুনভাবে তুলে ধরবে। দর্শকদের জন্য থাকছে চমকপ্রদ ভিজ্যুয়াল, তীব্র নাটকীয়তা এবং এক ভিন্নধর্মী সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা। এখন দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর 'রাক্ষস' কতটা সাড়া ফেলতে পারে এবং সিয়াম আহমেদের এই ভিন্নধর্মী উপস্থিতি দর্শকদের কতটা নাড়া দেয়।

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিন) এর মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০শে মার্চ নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিন)এর উদ্দ□্যগে মহান স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করা হয় ও সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এর রোগমুক্তি কামনায় দোয়া করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা জনাব হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সভা সন্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ বদিউল আলম ও সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়লি বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নিবার্হী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এমলাক হোসেন ফয়সাল, খলকুর রহমান, জিয়াউল হক মিশন, নাসির উদ্দিন, জহুরা বেগম, রিপন মিয়া ও সাহাদাত হোসেন রাজু ।নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সাবেক সদস□্য জামালুর রহমান চৌধুরী, সুলতান ভুইয়া, নূর আলম, নুরুল হুদা ও জামাল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ্জামান, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন , তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ আকতার হোসেন, আনোয়ার হোসেন মন্ডল, আকরাম হোসেন, রিদওয়ানুল বারী, মোঃ রাশেদ মিয়া, দিদার

চৌধুরী, মোঃ সোহেল রানা। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম□্যন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষনা এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানকে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মান করতে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশের বিরুদ্ধে যেন কেউ কোনো ষড়যন্ত্র না করতে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বিষদভাবে স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

সভাপতি তার বক্তব্যে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তিনি আরো বলেন বলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষনার মধ্য দিয়ে ও দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে গনতন্ত্রকে হত্যা করে যখন শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করেছিলো তখনও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের স্বার্থে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই জিয়া পরিবার সবসময় বাংলাদেশের জনগণের পাশে থেকে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সকলকে ধর্য□্য ও নিষ্ঠার সংগে কাজ করার করার জন□্য আহবান জানান।

সভা শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এর রোগমুক্তি কামনায় মোনাজাত ও দোয়া করা হয়।

বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোর অনড় অবস্থান

৫২ পৃষ্ঠার পর

চ্যানেলে তিনি বলেছেন, আমরা চাই ইরান খেলুক এবং তারা বিশ্বকাপে খেলবে। আমাদের কাছে 'প্ল্যান এ' ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

ইনফান্তিনো আরও বলেছেন, ইরান দল যেন সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতির মধ্যে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ দলটি শুধু ইরানে বসবাসরত সাধারণ মানুষ নয়, বিদেশে থাকা ইরানিদেরকেও প্রতিনিধিত্ব করে। ফিফা কোনো ম্যাচ মেক্সিকোতে সরানোর কথা ভাবছে না।

তিনি স্বীকার করেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল , তবে ইরান খেলায় যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বকাপে জায়গা করেছে।

সূচি অনুযায়ী, ইরান লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবে, এরপর সিয়াটলে মিশরের মুখোমুখি হবে। দলটির বেস ক্যাম্প হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে অ্যারিজোনার টুসান।

লস এঞ্জেলসে ৪০ তম ফোবানার ‘কিক-অফ গালা’ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম বাংলাদেশি সম্মেলন ফোবানার (ঋঙইঅঘঅ) ৪০তম আসরকে সামনে রেখে লস এঞ্জেলসে ‘কিক-অফ গালা’ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া।

গত ২৮ মার্চ (শনিবার) বিকেল ৪টায় ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সাল সিটির হিলটন হোটেলের মিলনায়তনে এই কিক-অফ গালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফোবানা নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা, ফোবানার সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত ফোবানার শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফোবানা সম্মেলনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কিক-অফ গালা একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। এ অনুষ্ঠানে উত্তর আমেরিকার ফোবানা ডেলিগেটদের জন্য মূল ভেন্যু প্রদর্শন, স্পন্সরদের পরিচিতি এবং আয়োজক কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মূল অনুষ্ঠানের আগে দুপুরে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত অতিথিরা ৪০তম ফোবানার মূল ভেন্যু পরিদর্শন করেন। এবারের সম্মেলনের কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন। তিনি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ফোবানার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং একজন দীর্ঘদিনের ফোবানা সদস্য।

তিন পর্বে অনুষ্ঠিত কিক-অফ গালার প্রথম পর্বে ছিল ভেন্যু পরিদর্শন, দ্বিতীয় পর্বে গেট-টুগেদার এবং তৃতীয় পর্বে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন লস এঞ্জেলসে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ জাবেদ ইকবাল। তিনি বলেন, “উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি বড় অর্জন ফোবানা। ৩৯টি সফল ফোবানা সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাস বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি ৪০তম লস এনজেলস ফোবানাও আরেকটি মাইলফলক হয়ে উঠবে।”

৪০তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন বলেন, “আমাদের প্রস্তুতি চলমান। ৮৮ সদস্যবিশিষ্ট আয়োজক কমিটির প্রতিটি সদস্য ৪০কম লস এঞ্জেলস ফোবানাকে সফল করতে কাজ করছেন। আগামী পাঁচ মাস আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে সম্মেলনকে সফল করা।” অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ফোবানার চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি খালেদ আহমদ রউফ এবং নির্বাহী সংসদের কোষাধ্যক্ষ মাহিন উদ্দিন দুলাল। ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী বলেন, “লস এঞ্জেলস আমেরিকার অন্যতম দর্শনীয় শহর। ৪০তম ফোবানায় অংশগ্রহণকারীরা ফোবানার পাশাপাশি ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন।” ফোবানার চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল বলেন, “উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম ফোবানা। বিভিন্ন শহরে আয়োজিত এই সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।” অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন সাজিয়া হক ও মিঠুন চৌধুরী। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাজিয়া হক বলেন, “আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ফোবানা উপহার দিতে চাই।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান লস্কর আল মামুন, সাবেক ফোবানা চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ প্রিয়লাল কর্মকার, ডালাস ফোবানার কনভেনর হাসমত মোবিন ও মেম্বার সেক্রেটারি শামসুদ্দোহা সাগর, আটলান্টা ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, আটলান্টার কমিউনিটি লিডার কাজী নাহিদ, প্রথম সচিব আরিফা আফরিন, আয়োজক কমিটির প্রেসিডেন্ট মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরীসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন ৮৮ সদস্যবিশিষ্ট লস এঞ্জেলস ফোবানার আয়োজক কমিটির তথ্য তুলে ধরেন। শেষে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিক-অফ গালার সমাপ্তি ঘটে। - জুয়েল সাদত প্রেরিত

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ ১৭ মে, মিট দ্যা প্রেসে কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি ঐক্যের প্রতীক হিসেবে অতীতের মতো এবছরও নিউইয়র্কে ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ১৭ মে রোববার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউতে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।

নিউ ইয়র্ক সিটির ইতিহাসে এবারের প্যারেড হবে বাংলাদেশীদের চতুর্থ প্যারেড। এবারের প্যারেডটি যৌথভাবে আয়োজন করছে নিউইয়র্কের চারটি সংগঠন যথাক্রমে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ), হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস, ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল ও বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)। প্যারেডকে ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার (১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত মিট দ্যা প্রেসে আয়োজকরা এসব তথ্য জানান। এসময় দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীকে ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড-২০২৬’ সফল করার জন্য আহবান জানানো হয়। খবর ইউএনএ’র। জনাকীর্ণ মিট দ্যা প্রেসে বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির গ্র্যান্ড মার্শাল এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম আজিজ, কমিটি চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কনভেনর গিয়াস আহমেদ, মেম্বার সেক্রেটারী ফাহাদ সোলায়মান, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন ফেডি রকি,

কো-অর্ডিনেটর আব্দুস সোবহান ও বাপা’র সভাপতি ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম প্যারেডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এছাড়াও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাগা, প্যারেড কমিটির উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩০ এর আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ শামসুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তরিকুল ইসলাম মিঠু, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি ফারহান আবদুর রহমান, ফয়সাল আজিজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এসময় বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির চিফ কো-অর্ডিনেটর আহসান হাবীব, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

মিট দ্যা প্রেসে জানানো হয়, আগামী ১৭ মে রোববার সকাল ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা (২:৩০ মিনিট) পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউয়ের ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৯ স্ট্রিট পর্যন্ত এলাকায় প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সিটি কর্তৃপক্ষের অনুমতিও নেওয়া হয়েছে। নেতৃবৃন্দ জানান, এবারের আয়োজন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হবে এবং শতাধিক সংগঠন অংশ নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আয়োজকরা আরও জানান, প্যারেডে অপর গ্র্যান্ড মার্শাল থাকবেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ফেডারেল জজ নুশরাত জাহান এবং নিউইয়র্ক স্টেট জজ সোমা সাঈদকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্যারেডের সাংস্কৃতিক পর্বে যেসব সংগঠন ভালো করবে তাদের জন্য সানাই রেষ্টুরেষ্ট-এর পক্ষ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন রেষ্টুরেন্টটির অন্যতম অংশীদার আব্দুস সোবহান। মিট দ্যা প্রেসে এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয় যে, ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ নামে বছরে একটি প্যারেড-ই হওয়ার নিয়ম রয়েছে। যে সংগঠন আগে আবেদন করে সাধারণত সেই সংগঠন-ই সিটি পুলিশ বিভাগের অনুমতি পায়। একটি দেশের নামে একটি প্যারেড-ই হতে সিটি কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়। তবে অন্য যে কোন নামে যেকোন সংগঠন প্যারেড আয়োজন করতে পারে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ সোসাইটি সহ প্রবাসের শতাধিক সংগঠন প্যারেডে আংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং কোন রাজনৈতিক সংগঠন নীতিগতভাবেই প্যারেডে অংশ নেয়ার কথা নয়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়, এবারের প্যারেডে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনের বাংলাদেশী তারকারা অংশ নেবেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা এবং অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এছাড়াও থাকবেন সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভীন, নওশিন, প্রতীক হাসান, চিত্র নায়িকা মাহিয়া মাহি, নায়ক জায়েদ খান, অভিনেত্রী রিচি সোলাইমান, মেহজাবীন চৌধুরী, তানজিন তিশা প্রমুখ।

ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা ফোবানার বোর্ড অফ ডিরেক্টর নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক ঃ ফেডারেশন অফ বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা - ফোবানার কার্যনির্বাহী কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা গত ২৯শে মাচ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফোবানার চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হোসেন সভাপতিত্ব করেন, এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম সভাটি পরিচালনা করেন। অধিকাংশ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, এবং সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা বোর্ড অফ ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হন।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ৪০তম ফোবানার হোস্ট কমিটির কনভেনার আনোয়ার হোসেন সেন্টু, এবং চিফ কো-অর্ডিনেটর নাজিম উল্লাহ লিটন কনভেনশনের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং আগামী ৩রা এপ্রিল, হলিডে ইন রিসোর্ট, কিসিমি ফ্লোরিডায়, সন্ধ্যা ৭টায় ৪০তম ফোবানার কিক-অফ মিটিংয়ের ঘোষণা দেন। সকল প্রবাসীকে ফোবানার কিক-অফে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এবং ৪, ৫, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ লেবার ডে উইকেন্ডে কনভেনশনের সার্বিক প্রস্তুতির পরিকল্পনাও উপস্থাপন করেন।

আগামী ৪০তম ফোবানা কনভেনশন অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত হবে, এবছর ফোবানার আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। এতে সহকারী আয়োজক সংগঠন হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ ইনক. এবং সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক।

সভায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়, যার মধ্যে ফোবানার বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন, সদস্য সংগ্রহ অভিযান, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডাভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা হয়, যা সকল সদস্যের আলোচনা সাপেক্ষে অনুমোদিত হয় । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

এসসিএআইয়ের আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ার হলেন ডা. চৌধুরী এইচ আহসান

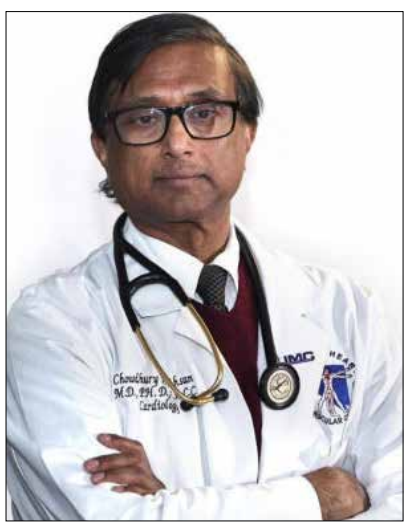

পরিচয় ডেস্ক: প্রখ্যাত বাংলাদেশি কার্ডিওলজিস্ট চৌধুরী এইচ আহসানকে সোসাইটি ফর কার্ডিওভাসকুলার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনস (SCAI)-এর আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২৭ মার্চ তারিখে SCAI-এর প্রেসিডেন্ট জে ডন অ্যাবট স্বাক্ষরিত এক আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে এই নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, আহসানের দুই বছরের মেয়াদ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং ২০২৮ সালের ঝঈঅও সায়েন্টিফিক সেশনস পর্যন্ত বহাল থাকবে।

ঢাকা মেডিকেলের অন্যতম মেধাবী ছাত্র, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, সন্ধানীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজনর্ভতিনি যুক্তরাজ্য থেকে এমআরসিপি ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্রে মেডিসিন ও কার্ডিওলজিতে কৃতিত্বের সঙ্গে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি দীর্ঘদিন ধরে লাস ভেগাসে ইউনিভার্সিটি অব নেভাদায় বিভিন্ন সম্মানজনক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। সেখানে তিনি কার্ডিওলজি ফেলোশিপ প্রোগ্রামের ডিরেক্টর এবং কার্ডিয়াক ক্যাথ ল্যাবের ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত। চৌধুরী এইচ আহসান নেভাদা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির পদেও নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সংগঠনটিকে একটি বৃহৎ ও উন্নত মানের প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। আমেরিকায় কোভিড-১৯ মহামারির সময় তাঁর সম্পাদনায় কোভিড চিকিৎসা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়, যা সে সময় চিকিৎসকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ছিল। তাছাড়া, যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভ্যাকসিন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তিনি একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে ২৫ মিলিয়ন কোভিড ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে বাংলাদেশে পাঠাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সহায়তায় তিনি হোয়াইট হাউসের কোভিড টিমে একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্ত হন। সেই সময়ে চৌধুরী এইচ আহসান, অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ ও ডা. মাসুদুল হাসানের সঙ্গে একটি টিম গঠন করে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও প্রেরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ ৮৫০টি ভেন্টিলেটর পাঠালে তাতেও তিনি সহযোগিতা করেন। এছাড়াও, চৌধুরী এইচ আহসান প্রতিবছর বাংলাদেশে গিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বারডেমের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টার আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঢাকার হার্ট ফাউন্ডেশন, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

নিজ এলাকা খুলনার বাগেরহাটে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটি আন্তর্জাতিক মানের কার্ডিয়াক সেন্টার চালু করেছেন। বিশ্বজুড়ে তাঁর সম্মান ও পরিচিতি আমাদের গর্বিত করে। চৌধুরী এইচ আহসানের স্ত্রী একজন স্বনামধন্য নিউরোলজিস্ট এবং তাঁদের দুই ছেলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য - মুনা'র এডুকেশন ক্যাম্পে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার

পরিচয় ডেস্ক : পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা। তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একজন ঈমানদার ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির অপরিহার্য দাবি হলো আত্মশুদ্ধি। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র নিউইয়র্ক নর্থ জোনের এডুকেশন ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এসব কথা বলেন। গত ২৯ মার্চ দিনব্যাপী এডুকেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় কুইন্সে অবিস্থত মুনা সেন্টার অফ জ্যামাইকায় (মসজিদ আর রাইয়্যান)। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

দুই শতাধিক সিনিয়র মেম্বার ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু উবাইদা, আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নাহার এর চেয়ারম্যান বিশিস্ট চিকিৎসক আতাউল হক ওসমানী, এমডি। দুপুরে খাবার উদ্বোধন করেন বিশিস্ট আইনজীবি ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এটর্ণী মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক সমাধান এর সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশিস্ট ব্যবসায়ী আবু নোমান মোহাম্মদ শাকিল, মুনা ন্যাশনাল ফাইনান্স এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন, মুনা আলবেনী চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট জিয়া উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, তাজকিয়া নফস আত্মিক পরিশুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভের এমন পথ যা পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত। আল্লাহর রাসুস (সা:) এর অনুসারী ও সৎকর্মশীলরাই এ পথে চলতে পারে। তিনি বলেন, আরবি তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একই সঙ্গে যে পথ মুক্ত হবে সব ধরনের বিদআত, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকৃতি থেকে। যে পথে চললে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়, মনে সজীবতা আসে, ঈমান দৃঢ় হয়, আমলের সৌন্দর্য বাড়ে, চরিত্র সুন্দর হয়, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব তৈরি হয়। ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কোনো পথ ও পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়।

তিনি বলেন, বস্তুবাদী পৃথিবীর নৈরাজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বহু বান্দা তাঁর আনুগত্য, ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন ঈমানে পরিশুদ্ধার ফলে। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে বিশুদ্ধ ঈমান, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও নিখাঁদ ভালোবাসার দীক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালিত করতে হবে। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরবারের সকলের দৃঢ় ঈমান এবং আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দোয়া করেন।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ বলেন, রহমানের বান্দারা হবে, সর্বদা বিনয়ী, নম্র, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত। তারা গর্ব ও অহঙ্কারসহ সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক উন্নয়নে রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইলে) অভ্যস্ত হতে হবে। আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোনের কার্যকরী কমিটির সদস্য, মাওলানা তোয়াহা আমিন খান, দিদারুল আলম, প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, মঞ্জুর আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ।

উনবাঙালের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ শানুর একক সঙ্গীত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৮ মার্চ, শনিবার শিল্প সাহিত্যের সংগঠন উনবাঙাল আয়োজন করে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ উদযাপন, ঈদ পুনর্মিলনী এবং সংগঠনের শিল্পী মোহাম্মদ শানুর একক সঙ্গীত সন্ধ্যা।

লং আইল্যান্ডের হিক্সভিলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা গানের ভীষণ জনপ্রিয় শিল্পী বাদশাহ বুলবুল। লাল-সবুজ রঙের পোশাক ও উত্তরীয় পরে অনুষ্ঠানে আসেন শিল্পীরা। স্বাধীনতার কবিতা পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়, শেষ হয় মধ্যরাতে। কবিতা পড়েন কাজী জহিরুল ইসলাম, রেণু রোজা, আহসান হাবিব, সুমন শামসুদ্দিন, মুক্তি জহির, আরিফ আহমেদ অর্ণব, শান্তনু সাজ্জাদ, রওশন হক, নজরুল

ইসলাম, মুন্না চৌধুরী, শাহীনূর শাণু নদী প্রমূখ।

দ্বিতীয় পর্বে উনবাঙালের নিজস্ব শিল্পীরা দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারা প্রথমে কাজী জহিরুল ইসলাম রচিত এবং সুজিত মোস্তফা সুরারোপিত "রাঙা রাজপথ শত শহীদের রক্তের আল্পনাচ গানটি করেন, এরপর আব্দুল লতিফের কথা ও সুরে "সোনা সোনা লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটিচ পরিবেশন করেন। সবশেষে শিল্পীরা গোবিন্দ হালদার রচিত ও সমর দাস সুরারোপিত, "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লালচ গানটি পরিবেশন করেন।

দলীয় সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ দর্শদের ভিন্ন তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন নজরুল ইসলাম এবং বুলা আফরোজ।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শিল্পী মোহাম্মদ শানুর ১ ঘন্টার একক পারফর্মেন্স। তিনি জনপ্রিয় ব্যান্ডের গান এবং কিন্তু জনপ্রিয় ইংরেজি গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা আশির ও নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় ব্যান্ডের গানের সুরে ভেসে তাদের ফেলে আসা সেইসব দিনে ফিরে যান। মুহুর্মুহু করতালি ও দর্শকদের দেহ দোলানোর তালে হলঘরে এক মুগ্ধতার উন্মাদনা তৈরি হয়।

উনবাঙাল প্রতি মাসে একজন শিল্পীর একক পারফর্মেন্সের আয়োজন করে এবং শিল্পীকে বিশেষ সম্মাননা জানায়। শিল্পী মোহাম্মদ শানুকেও এইদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। শিল্পীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন শিল্পী বাদশাহ বুলবুল এবং সংগঠনের কর্মকর্তারা। উনবাঙাল সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক মিতা হোসেনের নেতৃত্বে দলীয় সঙ্গীতে অংশ নেন মোহাম্মদ শানু, বুলা আফরোজ, নজরুল ইসলাম, মুক্তি জহির, শাহীনূর নদী, শান্তনু সাজ্জাদ, আরিফ আহমেদ অর্ণব, দেলোয়ারা কামাল, চমক ইসলাম, দানিয়েল ইসলাম, রেনু রোজা, আবিদা সুলতানা, মুন্না চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

সিএমএস অ্যাকসেস সামিট ২০২৬ স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান ও আয় বাড়ানোর কৌশল নিয়ে প্রাণবন্ত আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্যখাতভিত্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আয়োজন "সিএমএস অ্যাকসেস সামিট ২০২৬"। রোববার (২৯ মার্চ ২০২৬) বিকালে নিউ হাইড পার্কের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সামিটের আয়োজক ছিল মেডসিস হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট। স্বাস্থ্যসেবা খাতে আয় বৃদ্ধির আধুনিক কৌশল, বিশেষ করে পপুলেশন হেলথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে একটি প্র্যাকটিসে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভবড়তা নিয়েই মূলত এই আয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় মূল পর্ব। যেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, অন্যান্য অতিথিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও শিক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফাধধ ঐবধষঃয অফাধহপরহম চৎরসধণু ঈধৎব-এর ম্যানেজিং পার্টনার ও প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (সিএমও) ডা. আভিনাশ জয়াসওয়াল। তিনি তার বিস্তারিত উপস্থাপনায় আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় রোগীদের সেবার

মান উন্নয়নের উপর জোড় দেন। একই সঙ্গে তাদেরকে নিবীড় সেবা দেয়ার মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি তুলে ধরেন। বিশেষ করে সিএমএস অ্যাকসেস মডেলের মাধ্যমে কীভাবে নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ধারণা দেন। তার বক্তব্যে তিনি ক্রনিক কেয়ার ম্যানেজমেন্ট (সিসিএম), রিমোট পেশেন্ট মনিটরিং (আরপিএম) এবং বিহেভিয়োরাল হেলথ ইন্টিগ্রেশন (বিএইচআই)-এর মতো সেবাগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং এগুলোর সঠিক বিলিং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে একটি প্র্যাকটিস উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত আয় করতে পারে, তা তুলে ধরেন। এছাড়াও এমআইপিএস অপটিমাইজেশন, মেডিকেয়ার স্টার রেটিং বৃদ্ধি এবং প্রিভেন্টিভ কেয়ার সেবার মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর বিষয়েও তিনি বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ডা. জয়াসওয়াল উল্লেখ করেন, সঠিক পরিকল্পনা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বছরে অতিরিক্ত দেড় লাখ থেকে তিন লাখ ডলার পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম। তার বক্তব্য শেষে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন তিনি, যা উপস্থিতদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও এলিট সিনার্জি রিয়েলটি এর প্রেসিডেন্ট সাব্বির আহমেদ, বিশিষ্ট আইনজীবী সুপ্রীত কে পারমার, চিকিৎসক ডা. ফেনেল গান্ধী, রেডিও ব্যক্তিত্ব, লেখক ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার জেনিফার র্যাম্পারসাউদ, আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেডসিস হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্টের ফাউন্ডার এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল আহাদ, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান, মিয়া হোম রিয়েলটির প্রেসিডেন্ট রুহিন মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাজীব মিয়া এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শামীম আল আমিন। অনুষ্ঠানে ইজি লিভিং এন ওয়াই হোম কেয়ারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন দিকড়বিশেষ করে আইনি কাঠামো, সেবা সম্প্রসারণ এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের সম্ভাবনার কথাও এ সময় উঠে আসে আলোচনায়। পুরো অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন রাফিউল হায়দার।

চিকিৎসক, প্র্যাকটিস মালিক, হেলথকেয়ার পরিচালক এবং মেডিকেল ডিরেক্টরসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সামিটটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। অংশগ্রহণকারীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যকর কৌশল সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভ করেন, যা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে উদ্যোক্তারা মনে করেন। সার্বিকভাবে, "সিএমএস অ্যাকসেস সামিট ২০২৬" স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক চিন্তাধারা, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আয় বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটি, নাসাও এবং সাফোক কাউন্টির চিকিৎসকরা এ বিষয়ে আগ্রহী হলে ৬৪৬-৫৪৪-৪৪৪১, ৫১৬-৫১৪-০১০১ এই দুটি নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1675
Saturday, April 04, 2026

নতুন বাজেট প্রস্তাবের আওতায় প্রায় ১০ লক্ষ নিউ ইয়র্কবাসী বিনামূল্যে সাবওয়ে ও বাসে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: সিটি কাউন্সিলের একটি নতুন পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, স্বল্প আয়ের বাসিন্দাদের জন্য ‘ফেয়ার ফেয়ারসচ (Fair Fares) কর্মসূচিটিকে ৫০% ছাড়ের পর্যায় থেকে উন্নীত করে ১০০% বিনামূল্যে যাতায়াতের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

‘ফেয়ার ফেয়ারসচ-কে ‘ফ্রি ফেয়ারসচ-এ (বিনামূল্যে যাতায়াত) রূপান্তর

২০২৬ সালের ১লা এপ্রিল, সিটি কাউন্সিলের স্পিকার জুলি মেনিন ২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবনাটি উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবনার মূল আকর্ষণ বিদ্যমান ‘ফেয়ার ফেয়ারসচ কর্মসূচিটিকে আমূল পরিবর্তন করা। বর্তমানে, ‘ফেয়ার ফেয়ারসচ কর্মসূচির আওতায় স্বল্প আয়ের নিউ ইয়র্কবাসীরা সাবওয়ে ও বাসের ভাড়ার ওপর ৫০% ছাড় পেয়ে থাকেন (যার মধ্যে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড রেলওয়ে এবং রুজভেল্ট আইল্যান্ড ট্রামও অন্তর্ভুক্ত)। নতুন প্রস্তাবনাটি অনুমোদিত হলে, এই ছাড়ের হার বেড়ে ১০০% হবে; যার ফলে যারা এই কর্মসূচির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তাদের সাবওয়ে বা বাসে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোর অনড় অবস্থান

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ইরান বিশ্বকাপে অংশ নেবে এমন দৃঢ় অবস্থান জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। মেক্সিকোর একটি টেলিভিশন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলবিরোধী বক্তব্য, উইসকনসিনের বৃহত্তম মসজিদের সভাপতিকে আটক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের সবচেয়ে বড় মসজিদের সভাপতি সালাহ সারসুরকে আটক করেছেন দেশটির ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তারা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, ইসরায়েলবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার কারণেই তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ৫৩ বছর বয়সী সালাহ সারসুর ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা বলে জানিয়েছে ইসলামিক সোসাইটি অব মিলওয়াকি। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সারসুর মিলওয়াকি শহরের তাঁর নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর, প্রায় এক ডজন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই বা আইস) কর্মকর্তার একটি দল তাঁকে আটক করে। বৃহস্পতিবার সারসুরের সমর্থকরা দ্রুত তাঁর মুক্তির দাবি জানান। তার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ‘বিদেশনীতি-সংক্রান্ত হুমকিচ হিসেবে দেখিয়ে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর গবেষণায় অন্ত্রের রোগের চিকিৎসায় নতুন আশা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল (এইচএমএস) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত, যেখানে মানবস্বাস্থ্য ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তকারী বহু আবিষ্কার হয়েছে। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক ড. আহমেদ আয়েদুর রহমানের গবেষণায় মানবদেহের অন্ত্রের জটিল রোগের চিকিৎসায় নতুন আশা দেখতে পাচ্ছেন গবেষকেরা। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. আহমেদ রহমানের গবেষণার মূল ক্ষেত্র অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্র, এটিকে বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মস্তিষ্কও বলেন। অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রকে বলা হয় এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম (ইএনএস)। এই *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ছোট বোনের জন্য কেক নিয়ে আর ঘরে ফেরা হলো না নিশাতের

নজরুল ইসলাম মিন্টু : নিউইয়র্ক শহরের কুইন্সের উডসাইড। ২৯ মার্চ রোববার রাত প্রায় ১১টা ৫৫ মিনিট। নিশাত জান্নাত নামে ১৯ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি তরুণী ৬২ স্ট্রিটের ক্রসওয়াক দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় পশ্চিমমুখী রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ ধরে আসা রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসেসের একটি গারবেজ ট্রাক ডান দিকে মোড় নিতে গিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। জরুরি চিকিৎসাকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ: পল কাপুর

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।চ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর বলেছেন, ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি নারী ইয়াসমিন আততায়ীর হাতে নিহত

নজরুল ইসলাম মিন্টু : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট মায়ার্স শহরটি সাধারণত পর্যটকদের কাছে পরিচিত একটি শহর। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল, সকালের একটি মর্মান্তিক ঘটনা শহরটির বাংলাদেশি কমিউনিটিকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করে। ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বুলেভার্ড ও হাইল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে অবস্থিত শেভরন গ্যাস স্টেশনে কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশি নারী ইয়াসমিন। দিনের শুরুতে ঘটে যাওয়া আকস্মিক সহিংসতায় কেবল তাঁর জীবনই নিভে যায়নি, থেমে গেছে প্রায় ১২ বছর ধরে প্রবাসে গড়ে তোলা সংগ্রাম, শ্রম আর পরিবারকেন্দ্রিক স্বপ্নের পথও। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*